Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাথী আক্তার

রোলঃ 227022378

২৮ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাথী আক্তার

রোলঃ 227022378

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাথী আক্তার, আইডিঃ 227022378 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সাথী আক্তার

আইডিঃ 227022378

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

মুসলমানদের সমাজে একটি অপরিহার্য ইমারত ও প্রতিষ্ঠান হলো মসজিদ। এটি মুসলমানদের সম্মিলিতভাবে নামাজ আদায়ের স্থান, দীন শেখার স্থান এবং মুসলমানদের সব ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্র। মসজিদ মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র।মসজিদ আল্লাহ তায়ালার ঘর।মসজিদে এসে রবের সামনে আত্মসমপর্ণ করেই প্রশান্তি খুঁজে পান একজন প্রকৃত মুমিন। মসজিদকে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বলা হয়েছে। মুসলিমদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক এমনকি আন্তর্জাতিক কার্যক্রম ও পরিচালিত হয় মসজিদকে ঘিরে। মুসলিম ও ইসলাম এ দুটো বিষয় মসজিদের সঙ্গে সর্ম্পক একেবারে অবিচ্ছেদ্য। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার প্রিয় বান্দা হবার জন্য পৃথিবীর শুরু হতেই সকল নবী রাসুলগণেরা ভিন্ন স্থান এবং ভিন্ন ঘরের মাধ্যম দিয়ে আবহমান কাল ধরেই আল্লাহর নিকট সেজদায় মাথা নত করছে।

মসজিদ মুসলিমদের মিলনকেন্দ্র,যেখানে তারা প্রতিদিন পাঁচবার মিলত হয়ে রবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি তাদের পারস্পরিক খোঁজখবর রাখেন ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলেন। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে তারা আরো বড় পরিসরে জামে মসজিদে একত্রিত হয়ে জু'মার নামাজ আদায় করেন। দৈনিক সম্মেলনের চাইতে সাপ্তাহিক সম্মেলনের পরিসর আরো বড় ও প্রশস্ত। সেদিন অপেক্ষাকৃত বেশি লোক একসাথে জড় হয়। কেননা অনেক ছোট মসজিদে জুমা হয় না। তাই সবাই বড় মসজিদগুলোতে আসার কারনে সেই সমাবেশটা বেশ বড় হয়। ইমাম সাহেব সবার উদ্দেশ্যে সময় ও প্রয়োজনের দাবী অনুযায়ী খোতবাহ বা বক্তৃতা করেন। এতে করে সবাই নেতা বা ইমাম থেকে সাপ্তাহিক উপদেশ গ্রহণের সুযোগ পায়। এবং ধনী, গরিব, ছোট, বড় সবাই একত্রিত হওয়ার ফলে সমাজে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসার আবেশ ছড়িয়ে পড়ে এবং সুসংহত ও সুসংবদ্ধ একটি সমাজ গড়ে ওঠে।

মসজিদে দীনি ও নৈতিক পরিবেশের আধ্যাত্মিক ছোঁয়ায় গভীর মনোযোগের সাথে আল্লাহর ইবাদত করা যায় যা অন্য কোনো জায়গায় সম্ভবপর নয়। মুসলমানদের জীবনে রুহানী মূল্যবোদকে স্থায়ী করা, মুসলমানের জীবনে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব সৃষ্টি করা, উন্নত চরিত্র ও উত্তম মানবীয় মৌলিক গুণাবলি সৃষ্টি করা, মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় করা, অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহনের উদ্দেশ্যে মসজিদের

যাবতীয় তৎপরতা নিবদ্ধ থাকে। মসজিদে তাত্ত্বিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবাধিকার ও মানবতার মুক্তির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়।

বস্তুত মসজিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন আত্মিক প্রশান্তি লাভ, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও ঈমান-আমল উন্নত করার এক পবিত্র ও বরকতময় উপায়।

সুতরাং মুমিনের কর্তব্য, মসজিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং একে জ্ঞান ও আলো, হেদায়েত ও সফলতার কেন্দ্র মনে করা।

মসজিদের পরিচয়

যে সকল ইমারত বা স্থাপনায় মুসলমানেরা একত্র হয়ে প্রাত্যহিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ (আরবি: الصلاة সালাত) আদায় করেন, তাকে মসজিদ বলে। আর জামে হলো মসজিদের একটি গুণ। এ নামে নামকরণ করার কারণ হল, মসজিদ মুসল্লীদের একত্র করে বা মসজিদে মুসল্লীরা একত্র হয়। অথবা মসজিদ হল লোকজনের একত্র হওয়ার আলামত। যেসব বড় বড় মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায়ের সাথে সাথে শুক্রবারের জুম'আর নামাজ আদায় হয় এবং অন্যান্য ইসলামি কার্যাবলী (যেমন: কুরআন শিক্ষা) সম্পাদিত হয়ে থাকে, সেগুলিকে জামে মসজিদ (مسجد جامع) নামে অভিহিত হয়। এছাড়াও যে মসজিদে জুমুআ'র সালাত আদায় করা হয়, সে মসজিদকেও জামে' মসজিদ বলা হয়; যদিও মসজিদ ছোট হয়। কারণ, নির্দিষ্ট সময়ে এ মসজিদটি মানুষকে একত্র করে। মসজিদে সাধারণত একজন ইমাম বা নেতা থাকেন যিনি নামাজের ইমামতি করেন বা নেতৃত্ব দেন।

মসজিদের আভিধানিক অর্থ :

মসজিদ مجد শব্দটি আরবি। এটি শব্দমূল থেকে উদ্‌গত। ইসমুল মাকান বা স্থানবাচক শব্দ হিসেবে مسجد শব্দটির অর্থ হয় 'অবনত হওয়ার স্থান'। আল্লামা জারকাশি রাহ. বলেন" সালাতের কর্মসমূহের মধ্য হতে সেজদা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হওয়াতে সালাত আদায়ের স্থানের নামকে সেজদা থেকেই নেয়া হয়েছে। এ কারণেই মসজিদকে মসজিদ مسجد বলা হয়ে থাকে মারকা مركع বলা হয় না। তারপর বর্তমানে মসজিদ শব্দটি সালাতের জন্য নির্মিত স্থানের সাথেই খাস। এ কারণেই লোকেরা ঈদের সময় সালাত আদায়ের জন্য ঈদ গাহে একত্র হয়; কিন্তু তাকে মসজিদ বলে না। (ইলামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ, জারকাশি: ২৮)

পারিভাষিক অর্থ : পারিভাষিক অর্থে মসজিদ বলা হয় المكان الذي أعد للصلاة فيه على الدوام অর্থাৎ
নামাজের জন্য স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট স্থান।(মুজামু লুগাতিল ফুকাহা, মুহাম্মাদ কালয়াজি: ৩৯৭)

আর ব্যাপকার্থে উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য পৃথিবীর সব পবিত্র স্থানই মসজিদ। আল্লামা কাজি ইয়াজ রাহ.-এর মতে, এটি এ উম্মতের বিশেষ মর্যাদা। আল্লামা জারকাশি বলেছেন, "আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া নামাজ আদায় করতে পারতেন না; কিন্তু আমাদের জন্য পবিত্র সব জায়গায়ই নামাজ আদায় বৈধ করা হয়েছে।"(ইলামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ, জারকাশি: ২৭)

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল বলেছেন,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোনো নবিকে দেওয়া হয়নি-১. আমাকে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, যা এক মাসের ব্যবধান থেকেও অনুভূত হয়। ২. আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠ পবিত্র ও মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যেখানে যার নামাজের ওয়াক্ত হবে, সেখানেই সে নামাজ আদায় করে নেবে। ৩. আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে। ৪. প্রত্যেক নবিকে বিশেষভাবে তাঁর গোত্রের প্রতি পাঠানো হতো; আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানবজাতির প্রতি। ৫. আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।(সহিহ বুখারি: ৩৫৩; সহিহ মুসলিম: ৫২১)

আবু জার রা. থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে এসেছে; রাসুল বলেছেন,

وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ.

যেখানেই নামাজের সময় হবে, সেখানেই নামাজ আদায় করে নেবে; সেটাই মসজিদ।(সহিহ বুখারি: ৪২৫; সহিহ মুসলিম: ৫২০)

ইমাম নববি রাহ. বলেন, এই হাদিস শরিয়তে নিষিদ্ধ জায়গা (কবরস্থান, অপবিত্র স্থান, টয়লেট-গোসলখানা ইত্যাদি) ছাড়া বাকি সব জায়গায় নামাজ বৈধ হওয়া প্রমাণ করে।(শারহু সহিহ মুসলিম, নববি: ৫/৫)

যদিও পুরো ভূপৃষ্ঠই মসজিদ, এরপরেও বিশ্বের যেখানেই মুসলিমরা বাস করছেন সেখানেই গড়ে উঠেছে মসজিদ। আল্লাহর ইবাদত, সামাজিক মেলবন্ধনসহ নানাবিধ হিকমতে জমিনের প্রান্তে প্রান্তে গড়ে উঠেছে মসজিদ। এক পরিসংখ্যানমতে, সারা বিশ্বে ৪০ লাখেরও বেশি মসজিদ রয়েছে; আর বাংলাদেশে রয়েছে ৫ লাখেরও বেশি মসজিদ; শুধু ঢাকা শহরেই রয়েছে প্রায় ১০ হাজার মসজিদ। আয়তনের সঙ্গে সংখ্যার তুলনা করলে বাংলাদেশেই মসজিদের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।

(মসজিদ : মুফতী এহতেশামুল হক কাসিমী)

ইসলামে মর্যাদাপূর্ণ ৩ মসজিদ

সব মসজিদ আল্লাহর ঘর। কিন্তু মর্যাদা ও ফজিলতের দিক থেকে ইসলামে চারটি মসজিদকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো—

১.মসজিদুল হারাম,

২.মসজিদে নববী, ও

৩.মসজিদুল আকসা

বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ এই তিন মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব মসজিদের মর্যাদা সমান।

১.মসজিদুল হারাম:

মক্কা ও মসজিদুল হারামের ইতিহাস :

মক্কা সম্মানিত শহর। 'বাইতুল আতিক' পুরাতন ঘর অর্থাৎ 'কা'বা'র সম্মানের কারণে মক্কাকে সম্মানিত করা হয়েছে। সকল শহরের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট প্রিয় এ শহর, মুসলিমদের কিবলা ও হজের স্থান।
এ পবিত্র শহরকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কয়েকটি নামে উল্লেখ করেছেন:
মক্কা ২) বাক্কা ৩) আল-বালাদ ৪) আল-কারিয়াহ ৫) উম্মুল কুরা
وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرۡیَۃً كَانَتۡ اٰمِنَۃً مُّطۡمَئِنَّۃً

"আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত"।(সূরা আন-নাহল: ১৬:১১২)

সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য আল্লাহ তা'আলা মক্কার কসম করে বলেছেন; '

لَاۤ اُقۡسِمُ بِهٰذَا الۡبَلَدِ

'আমি এ নগরের শপথ করছি"।(সূরা আল-বালাদ: ৯০:১)

মক্কায় বসবাস উত্তম, এখানে নেকী ও ইবাদত উত্তম; ঠিক তেমনি খারাপ কাজ এবং পাপের গুনাহও অনেক বেশি। মক্কাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। মক্কায় মহামারী/প্লেগ রোগ ছড়াবে না কখনও, মক্কায় দজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। মক্কা প্রবেশ এর সকল পথে আল্লাহর ফেরেশতারা রক্ষী হিসাবে অবস্থান করছেন।

আব্দুল্লাহ ইবন আদী ইবন আল-হামরা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ " وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ عِنْدِي أَصَح

"আল্লাহর কসম, হে মক্কা তুমি আল্লাহর সকল ভূমির চেয়ে উত্তম ও আমার নিকট অধিক প্রিয়। আমাকে যদি তোমা হতে বের হওয়ার জন্য বাধ্য না করা হত তাহলে আমি কখনো বের হতাম না"।(তিরমিযী, হাদীস নং ৩৯২৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৩০৮)

কা'বা ঘর ও এর চারপাশে তাওয়াফের জায়গা বেষ্টন করে যে মসজিদ স্থাপিত তা মসজিদুল হারাম নামে পরিচিত। কা'বা ঘরের চারপাশে তাওয়াফের জায়গার মেঝেকে মাতাফ বলা হয়। কা'বা ঘরের তাওয়াফ শুরু করার কর্নারটি হাজরে আসওয়াদ কর্নার নামে পরিচিত। এর ডান পাশের কর্নারটি ইরাকি কর্নার, তার ডান পাশের কর্ণারটি শামি কর্নার এবং তার ডান পাশের কর্ণারটি ইয়েমেনী কর্নার নামে পরিচিত।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي

أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاه" . ُ

"জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অপরাপর মসজিদের সালাত (নামায/নামাজ) অপেক্ষা আমার মসজিদের সালাত হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ (ফাযীলাতপূর্ণ)। অন্যান্য মসজিদের সালাতের তুলনায় মাসজিদুল হারামের সালাত এক লক্ষ গুণ উত্তম (ফাযীলাতপূর্ণ)।(সুনান ইবনু মাজাহ, হা/১৪০৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় কা'বা ও মসজিদুল হারামকে কেন্দ্র করে এর চারপাশে অনেক বসতি গড়ে উঠেছিল যা পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান মুসল্লীদের জন্য সালাতের জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না।

খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে প্রথমে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও পরে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদের আশেপাশের জায়গা লোকদের কাছ থেকে ক্রয় এর সীমা বর্ধিত করেন ও প্রাচীর দিয়ে দেন। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়ের মসজিদের পূর্বদিকে এবং আবু জাফর মনসুর পশ্চিম দিকে ও শামের দিকে প্রশস্ত করেন। পরবর্তীতে বেশ কয়েকজন মুসলিম শাসকদের আমলে মসজিদুল হারামের সীমা বর্ধিত হয় ও সংস্কার সাধিত হয়।

এরপর প্রায় এক হাজার বছর মসজিদের সীমা বর্ধিত করার কোনো কাজ করা হয় নেই। অতঃপর ১৩৭০ হিজরীতে সৌদি বাদশাহ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুর রহমান আল সাউদ এর আমলে মসজিদের জায়গা ছয় গুণ বৃদ্ধি করে আয়তন হয় ১,৮০,৮৫০ মিটার। এ সময়ে মসজিদে মার্বেল পাথর, আধুনিক কারুকার্য, নতুন মিনার সংযোজন করা হয়। সাফা মারওয়া দোতলা করা হয়। ছোট বড় সব মিলিয়ে ৫১টি দরজা তৈরি করা হয় মসজিদে।

এরপর সৌদি বাদশা ফাহাদ ইবন আব্দুল আযীয প্রশস্তকরণের কাজে হাত দেন। তিনি মসজিদের দোতলা, তিন তলা ও ছাদে সালাতের ব্যাবস্থা করেন। তিনি মসজিদের আধুনিকায়নের জন্য অনেক কাজ করেন।

হারামের প্রশস্তকরনের কাজ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কাজ; কিন্তু মুসল্লিদের এক ইমামের পিছনে একত্রিত করাও ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগে মসজিদে চার মাযহাবের লোকেদের চারটি আলাদা মুসল্লা গড়ে উঠেছিল। এক আযানের পর চার আলাদা জায়গায় চার মাযহাবের লোকদের চারটি আলাদা জামাআত হতো। যার ফলে মুসলিমদের মাঝে ভাঙ্গন ও অনেক বিদ‘আতি প্রথা প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু পরে আল সাউদ এর আমলে সকল মুসলিমকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সালাফে সালেহীনদের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ও সকল মুসলিমদের এক ইমামের পিছনে সালাত আদায়ের আদেশ দেন।

সর্বশেষ ২০১০ খৃঃ সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে মসজিদুল হারামের তাওয়াফ ও মূল মসজিদ প্রশস্তকরনের দায়িত্ব পায় সৌদি ইবন লাদেন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি।

মসজিদুল হারামের বিশেষ মর্যাদা:

পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হলো মক্কায় অবস্থিত মসজিদুল হারাম। কোরআন ও হাদিসে এ মসজিদের বহু ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

মুসলমানদের কিবলা:

মুসলমানদের কিবলা হচ্ছে মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ। প্রত্যেক মুসলমানকে সালাতের সময় মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে হয়।আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ؕ وَ حَیۡثُ مَا كُنۡتُمۡ فَوَلُّوۡا وُجُوۡهَكُمۡ شَطۡرَهٗ ؕ

‘অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের (কাবাগৃহের) দিকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কাবার দিকে) ফিরিয়ে দাও।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৪৪)

এক লাখ গুণ বেশি সওয়াব :

মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক লাখ গুণ বেশি সওয়াব হয়।

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاه" . ُ

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অপরাপর মসজিদের সালাত (নামায/নামাজ) অপেক্ষা আমার মসজিদের সালাত হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ (ফাযীলাতপূর্ণ)। অন্যান্য মসজিদের সালাতের তুলনায় মাসজিদুল হারামের সালাত এক লক্ষ গুণ উত্তম (ফাযীলাতপূর্ণ)।(সুনান ইবনু মাজাহ, ১৪০৬)

কাবাগৃহ সামনে বা পেছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না।

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

আবূ আইয়ুব আনসারী (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন শৌচাগারে যায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং তার দিকে পিঠও না করে, বরং তোমরা পূর্ব দিক এবং পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এই নির্দেশ মাদ্বীনার বাসিন্দাদের জন্য)।* (৩৯৪; মুসলিম ২/১৭, হাঃ ২৬৪, আহমাদ ২৩৫৮৩, ২৩৫৯৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৪১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৪৬)

মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ:

কাবাগৃহের বিশেষ মর্যাদা এ কারণেও যে এখানে কোনো বিধর্মী তথা কাফির-মুশরিক প্রবেশ করতে পারবে না।
মহান আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ

'হে মুমিনরা! মুশরিকরা নাপাক বৈ কিছুই নয়। অতএব, তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের কাছে না আসে।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ২৮)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي الْمُؤَذِّنِينَ، بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ حُمَيْدٌ ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، وَأَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আবূ বকর (রাঃ) আমাকে সেই কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সাথে মীনায় এ (কথা) ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছরের পর আর কোন মুশরিক (মক্কায়) হাজ্জ (হজ্জ) করতে পারবে না। আল্লাহর ঘর উলঙ্গ অবস্থায় কাউকে তাওয়াফ করতে দেওয়া হবে না। হুমায়দ (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে আলী ইবনু আবূ তালিবকে পাঠালেন এবং বললেনঃ সূরায়ে বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ) আমাদের সাথেই মীনাবাসীদের মধ্যে সূরায়ে বারাআত কুরবানীর দিন ঘোষণা করলেন। বললেন, এ বছরের পরে কেউ হাজ্জ (হজ্জ) (মক্কা) করতে আসতে পারবে না। এবং উলঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর ঘরকে তাওয়াফ করবে না।(সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৩০০, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৪৬৫৬)

২. মসজিদে নববী:

মসজিদে নববীর ফজিলত:

মদিনায় অবস্থিত মসজিদে নববী রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত। এই মসজিদের বিশেষ ফজিলত আছে। এই মসজিদও হারামের অন্তর্ভুক্ত। বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী এই দুই মসজিদকে একত্রে ‘হারামাইন’ বলা হয়।

মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ে হাজার গুণ বেশি সওয়াব : আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ." َ

মসজিদুল হারাম (কাবা) ছাড়া আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার গুণ বেশি সওয়াব। (বুখারি, হাদিস : ১১৯০)

মক্কার মসজিদে হারামের পরই মদিনার মসজিদে নববীর গুরুত্ব ও মর্যাদা। কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে একাধিক ঘোষণা এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

تَقُمۡ فِيۡهِ اَبَدًا ؕ لَمَسۡجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقۡوٰى مِنۡ اَوَّلِ يَوۡمٍ اَحَقُّ اَنۡ تَقُوۡمَ فِيۡهِ ؕ فِيۡهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوۡنَ اَنۡ يَّتَطَهَّرُوۡا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الۡمُطَّهِّرِيۡنَ ﴿۱۰۸﴾لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا و الله يحب المطهرين﴿۱۰۸﴾

‘অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশী হকদার যে, তুমি সেখানে সালাত কায়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।’ -(সুরা তওবা, আয়াত, ১০৮)

আল্লামা সামহুদী বলেন, ‘কুবা ও মদীনা- উভয় স্থানের মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত আয়াতে তাই উভয় মসজিদের কথা বলা হয়েছে।’ -(শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, তারীখুল মাদীনাতিল মুনাওয়ারা : পৃ. ৭৫)

মসজিদে নববীর আরেকটি ফজিলত হলো, এতে নামাজ পড়লে এক হাজার নামাজ পড়ার সওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়া অন্য মসজিদে ছয় মাস নামাজ পড়ার সমতুল্য।

হজরত আবূ দারদা রা. থেকে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اَلصَّلاَةُ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ وَالصَّلاَةُ فِيْ مَسْجِدِيْ بِأَلْفِ صَلاَةٍ وَالصَّلاَةُ فِيْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ

'মসজিদে হারামে এক নামাজ এক লাখ নামাজের সমান, আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) এক নামাজ এক হাজার নামাজের সমান এবং বাইতুল মাকদাসে এক নামাজ ৫০০ নামাজের সমান।'-(মাজমাউয যাওয়াইদ : ৪/১১)

মসজিদে নববীর ফজিলত সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَام، وَمَسْجِدِيْ هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى

'তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথায়ও (সওয়াব আশায়) সফর করা জায়েজ নেই: মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ ও মসজিদুল আকসা।'-(বুখারী : ১১৮৯, মুসলিম : ১৩৯৭)

হজরত আবু হুরাইয়া রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ

'যে আমার এই মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ শেখার জন্য কিংবা শেখানোর জন্য আসবে, তার মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য। পক্ষান্তরে যে অন্য কোন

উদ্দেশ্যে তা দেখতে আসবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্যের মাল-সামগ্রীর প্রতি তাকায়।' -(ইবনে মাজাহ : ২৭৭)

আবূ উমামা আল-বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ ُيعلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُه.«ُ

'যে ব্যক্তি একমাত্র কোন কল্যাণ শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদে (নববীতে) আসবে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজের সওয়াব লেখা হবে।(মাজমাউয যাওয়াইদ : ১/১২৩)

আরেকটি হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) বলেন,

مَنْ صَلّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاة لَا يَفُوتُه صَلَاة كُتِبَت لَه بَرَاءَة مِن النَارِ وَنَجَاة مِن العَذَاب وبُرِئَ مِن النفَاقِ

'কেউ যদি আমার মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ একাধারে আদায় করে, এর মধ্যে কোনো নামাজ না ছুটে যায়, তাহলে তার জন্য লেখা হয়, জাহান্নাম থেকে মুক্তি, শাস্তি থেকে পরিত্রাণ এবং সে হয় নিফাক মুক্ত।' (মুসনাদে আহমদ: ৩/১৫৫, তাবরানি ফিল-আওসাত: ৫৪৪)

এই মসজিদের একটি স্থান হলো জান্নাতের বাগান:

পৃথিবীতে ফজিলত ও গুরুত্বপূর্ণ যেসব স্থান রয়েছে তার একটি মসজিদে নববী। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের পক্ষে মানুষকে আহ্বান করার সময় যখন মক্কার কাফের মুশরিকদের অত্যাচার-নির্যাতন সীমাহীন পর্যায়ে চলে যায় ঠিক তখনি আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মদিনায় হিজরত করে

সর্বপ্রথম তিনি মসজিদ নির্মাণের প্রতি গুরুত্ব দেন। মদীনায় প্রবেশের পর রাসুল (স.)-এর উটনি ‘কাসওয়া’ যে স্থানটিতে বসে পড়েছিল, সেই স্থানেই তৈরি করা হয় ঐতিহাসিক মসজিদে নববী। মদিনার দুই এতিম বালক সাহল ও সোহাইলের কাছ থেকে ১০ দিনারের বিনিময়ে জায়গা কিনে নেওয়া হয়, যা হযরত আবু বকর (রা.) পরিশোধ করেন। জমির ছোট এক অংশে রাসুল (স.)-এর জন্য বাসস্থান এবং বাকি পুরো অংশে তৈরি করা হয় মসজিদ।

মসজিদে নববীর বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে হাদিসে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَام." ◌َ
মসজিদে নববিতে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা মসজিদে হারাম ছাড়া পৃথিবীর যেকোনো মসজিদে এক হাজার ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের চেয়েও উত্তম।’ (বুখারি: ১১৯০; মুসলিম: ১৩৯৪)

নবীজির জীবদ্দশা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়কাল পর্যন্ত মসজিদে নববীই ছিল তৎকালীন মুসলমানদের মূলকেন্দ্র। এখান থেকেই পরিচালিত হত মুসলিম বিশ্ব। ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যতা সব দিক থেকেই মুসলমানদের কাছে মসজিদে নবীর গুরুত্ব অপরিসীম। এসবের পাশাপাশি মসজিদে নববীর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেছে সেখানে অবস্থিত একটি অংশ, যাকে "রিয়াজুল জান্নাত" বা জান্নাতের অংশ বলা হয়।

এই হাদিসের মাধ্যমে মসজিদে নববীর এই অংশটির আলাদা বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি বুঝে আসে। ফজিলতপূর্ণ এই জায়গাতে জিকির আজকার, নামাজ ও ইবাদত করার ইচ্ছে থাকে প্রত্যেক মুমিনের। হজ, ওমরা করতে যাওয়া প্রত্যেকেই ছুটে যান মসজিদে নববীতে। জীবনের অন্যতম আকাঙ্খা পূরণ করেন রিয়াজুল জান্নাতে নামাজ পড়ে।
রিয়াজুল জান্নাতের ভেতরে কয়েকটি স্তম্ভ বা খুটি রয়েছে, সেগুলোকে রহমতের স্তম্ভ বলে। এগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত অনেক

গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও স্মৃতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর যুগে এসব খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে মুসলিম শাসকরা মসজিদে নববীর দেখভাল ও পরিচর্যা করেন। উসমানী সুলতান সেলিম রওজা শরীফের খুঁটিগুলোর অর্ধেক পর্যন্ত লাল-সাদা মারবেল পাথর দিয়ে মুড়িয়ে দেন। আরেক উসমানী সুলতান আবদুল মাজীদ এর খুঁটিগুলোর সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করেন। ১৯৯৪ সালে সৌদি সরকার পূর্ববর্তী সব বাদশাহর তুলনায় উৎকৃষ্ট পাথর দিয়ে রওজার এই খুঁটিগুলো ঢেকে দেন এবং রওজার মেঝেতে দামী কার্পেট বিছিয়ে দেন।

রিয়াজুল জান্নাতে অবস্থিত খুঁটিগুলো হলো-

১. উসতুওয়ানা আয়েশা বা আয়েশা রা.-এর খুঁটি।
২. উসতুওয়ানাতুল-উফূদ বা প্রতিনিধি দলের খুঁটি।
৩. উসতুওয়ানাতুত্তাওবা বা তওবার খুঁটি।
৪. উসতুওয়ানা মুখাল্লাকাহ বা সুগন্ধি জালানোর খুঁটি।
৫. উসতুওয়ানাতুস-সারীর বা খাটের সাথে লাগোয়া খুঁটি এবং উসতুওয়ানাতুল-হারছ বা মিহরাছ তথা পাহাদারদের খুঁটি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর ঘর (সাইয়েদা আয়েশা রা.-এর ঘর) ও তাঁর মিম্বরের মাঝখানের জায়গাটুকুকে জান্নাতের অন্যতম উদ্যান বলা হয়।আবদুল্লাহ ইবনু জায়েদ মাজিনি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»مَا بَينَ بَيْتِيْ ومِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الْجَنَّة«

'আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝখানের অংশটুকু রওযাতুন মিন রিয়াদিল জান্নাত (জান্নাতের উদ্যানসমুহের একটি উদ্যান)।'(বুখারী : ১১৯৫)

অন্য বর্ণায় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

আমার মিম্বার অবস্থিত আমার হাউজের (কাউছার) ওপর। (বুখারি, হাদিস : ১১৯৬)

৩. মসজিদুল আকসা:

মসজিদুল আকসার ইতিহাস :

মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল আকসা। মক্কা, মদিনার পরে ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটিই পৃথিবীতে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদ। মেরাজের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম মক্কা থেকে প্রথমে মসজিদে আকসায় আগমন করেন।

আল আকসা নির্মাণের ইতিহাস :

নির্মাণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাজনৈতিক কারণে কয়েক দফা ধ্বংস এবং পুনঃনির্মাণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমানের আল আকসা কমপ্লেক্স। তাই আল আকসার নির্মাণ ইতিহাস দুই পর্বে আলোচনা করা হয়। ইসলাম পূর্ব যুগ। ইসলাম পরবর্তী যুগ।

ইসলাম পূর্ববর্তী যুগে আল আকসা:

আল আকসা পৃথিবীতে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদ। মক্কায় মসজিদুল হারাম নির্মাণের ৪০ বছর পরে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়। প্রথম কে আল আকসা নির্মাণ করেন তা নিশ্চিত করে জানা না গেলেও এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের তিনটি মত পাওয়া যায়।

কেউ বলেন, এই মসজিদের প্রথম নির্মাতা হলেন আদিপিতা হজরত আদম আলাইহিস সালাম। কেউ বলেন, নুহ আলাইহিস সালোমের সন্তান সাম এই মসজিদের আদি নির্মাতা। আবার কারো মতে, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম প্রথম এই মসজিদের ভিত্তি নির্মাণ করেন।

নবীদের যুগে আল আকসা

আধুনিক গবেষকরা হজরত আদম আলাইহিস সালামকে এই মসজিদের প্রথম নির্মাতা বলে মতামত দিয়েছেন। নূহ আলাইহিস সালামের মহাপ্লাবনে ধ্বংস হওয়ার পরে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীতে তার বংশধররা এই মসজিদের পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করেন। কালের পরিক্রমায় হজরত মুসা আলাইহিস সালামেরসহ অনেক নবী এই মসজিদের সংস্কার কাজ কাজ করেন। হজরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিস সালামের সময় পর্যন্ত অনেক সংযোজনের মধ্য দিয়ে মসজিদুল আকসা বিস্তৃত কম্পাউন্ডে রূপান্তরিত হয়।

আল আকসায় যত ধ্বংসযজ্ঞ

সুলাইমান আলাইহিস সালাম আকসা চত্বরে একটি আলীশান ভবন নির্মাণ করেন। যেটিকে হায়কালি সুলাইমানি বলা হতো। পরবর্তী সময়ে ধর্ম বিকৃতকারী ইহুদিরা এটিকে তাদের মন্দির হিসেবে গ্রহণ করে। তারা এটির নাম দেয় সলেমন ট্যাম্পল।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী ব্যবিলনের বাদশাহ বুখতে নাসর এই কম্পাউন্ডে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। হায়কালে সুলাইমানিকে সে গুড়িয়ে দেয়। নবীদের স্মৃতিস্মারকগুলোকে লুট করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনার ৭০ বছর পর খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০ সালে তৎকালীন ইরানের সম্রাট বাবেল শহর জয় করেন। তার আনুকূল্যে ইহুদিরা আবারও বায়তুল মুকাদ্দাসের দখল নেয়। আবারও তারা ‘সলেমন ট্যাম্পল’ পুননির্মাণ করে। এটিকে তারা সেকেন্ড ট্যাম্পল নাম দেয়।

খৃস্টানদের দখলে আল আকসা

৯৮ বছর পরে গ্রিক সম্রাট অ্যারোটেনিস গোটা ফিলিস্তিন দখল করে সলেমন ট্যাম্পলকে গ্রীক উপাসনালয়ে পরিণত করে। পরবর্তী সময়ে ৩১২ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট কনস্টান্টিনোপল খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলে জেরুসালেমে খ্রিস্টানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আল আকসা কমেপ্লেক্সেই ‘যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল’। ফলে এখানে তারা একটি গির্জা প্রতিষ্ঠা করে।

এসময় বহু নবী এবং আল্লাহর প্রতিনিধিকে হত্যাকারী ইহুদি সম্প্রদায় ভূমিহীন এবং আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। কোরআনে ঘোষিত ইহুদি জাতির প্রতি লাঞ্চনার প্রতীক হিসেবে আধুনিক ইসরায়েল প্রতীষ্ঠার আগ পর্যন্ত তারা ভূমিহীন থাকে।

ইসলাম পরবর্তী যুগ:

মেরাজের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের আল আকসায় আগমনের মধ্য দিয়ে ইসলামি যুগের সূচনা হয়। হিজরী ১৪ সালে খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ফিলিস্তিন বিজয়ের পরে প্রথমে এখানে মসজিদে ওমর নির্মাণ করেন। এরপর ৭২ হিজরি মোতাবেক খ্রিস্টিয় ৬৯১ সালে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান সেখানে নির্মাণ করেন অষ্টকোণাকৃতির ঐতিহাসিক কুব্বাতুস সাখরা বা সোনালী গম্ভুজ। এর ভিতরে একটি পাথর আছে, এই পাথরকে কেন্দ্র করে এই গম্ভুজ নির্মাণ করা হয়েছে। ইহুদি বিশ্বাস মতে এটি পৃথিবীর ফাউন্ডেশন স্টোন।

কুব্বাতুস সাখরায় ইসলামি স্থাপত্যের প্রাচীন নমুনার নকশা মেলে। অষ্টকোণাকৃতির বেজমেন্ট থেকে কথিত স্বর্ণ খচিত গম্ভুজের উচ্চতা বিশ মিটার। ফিরোজা রঙয়ের টাইলসে অঙ্কিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের শৈল্পিক কারুকাজ। গম্ভুজের দেয়ালের শোভা বর্ধন করেছে সূরা ইয়াসিনের লিখিত আয়াতগুলো।

বিভিন্ন মুসলিম শাসনামলে আল আকসা:

কুব্বাতুস সাখরা ছাড়াও আল আকসা কমপ্লেক্সে ছোট বড় আরও কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে পরবর্তী মুসলিম শাসনামলে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, কিবলি মসজিদ, মারওয়ানি মসজিদ, বেরাক মসজিদ। এই মসজিদগুলোর বিভিন্ন মেহরাব, মিম্বার ইত্যাদির সমন্বিত পরিচয় আল আকসা।

উমাইয়া ও আব্বসীয় শাসনামলে আল আকসা:

উমাইয়া খেলাফতকালে ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই স্থাপনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। উমাইয়া শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আল আকসা ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। বেশ কিছু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় আল আকসা কমপ্লেক্সে।

উমাইয়াদের পর আব্বাসীয় শাসকরাও আকসার পৃষ্ঠপোষকতা জারি রাখে। তাদের শাসনামলেও অনেক সংস্কার হয়। কিন্তু রাজধানী বাগদাদ থেকে আল আকসার অবস্থান দূরে হওয়ায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে কিছু শিথিলতা আসে। এর সুযোগ নিয়ে কূচক্রি শিয়া ইসমাঈলিয়া গোষ্ঠী ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। প্রায় একশত বছর আল আকসা তাদের শাসনাধীন ছিল। এসময় ভ্রান্ত শিয়া মতবাদ প্রচারের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করা হয় আল আকসাকে।

পরবর্তীতে সেলজুক সুলতানরা আল আকসা পুনরুদ্ধার করেন। এসময় নতুন করে বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষাধারার প্রচলন নতুন করে শুরু হয়। লোকশ্রুতি আছে, ইমাম গাজালি এসময় কিছুকাল আল আকসায় অবস্থান করেছিলেন।

ক্রুডেসারদের ধ্বংসযজ্ঞের কবলে আল আকসা :

এর কিছুদিন পরই ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর নেমে আসে ভয়াবহ দুর্যোগ। ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডবাহিনী জেরুসালেমসহ সিরিয়া দখল করে নেয়। পবিত্র আল আকসা দখল করে ক্রুসেডাররা সেখানে গণহত্যা চালায়। মসজিদগুলোর কোনটিকে গির্জা, কোনটিকে আস্তাবলে পরিণত করে।

আল আকসায় সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর যুগ :

প্রায় নব্বই বছর পর্যন্ত আল আকসা মুসলমানদের বেদখল থাকে। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা সুলতান গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ূবীকে বায়তুল মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের মহাসৌভাগ্য দান করেন। ১১৮৭ সালে আল আকসায় পুনরায় মুসলমানের নামাজ পড়ার তাওফিক হয়।

এ সময় সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী বিজয়ের স্মৃতিস্মারক হিসেবে আল আকসা কমপ্লেক্সে একটি মিম্বার নির্মাণ করেন। মামলুক সুলতানদের শাসনামলে এখানে আন্তর্জাতিক মানের একটি ইসলামি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। আল আকসা আবারও ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

উসমানীয় আমলে আল আকসা :

ষোল শতকের শুরুর দিকে আল আকসা উসমানীয় খলিফাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। অটোমান শাসকরা মক্কা, মদিনায় অবস্থিত পবিত্র দুই মসজিদের মতোই আল আকসার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ তৎপর ছিলেন। আল আকসার প্রতি সুলতান সুলাইমান আল কানুনীর বিশেষ নির্দেশনা ছিল। শেষ স্বাধীন উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদও ইহুদিদের নানামুখী কূট-ষড়যন্ত্র এবং প্রলোভনের মুখে আল আকসা রক্ষায় অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও অনমনীয় ছিলেন।

সর্বশেষ উসমানীয় খেলাফত বিলুপ্তির পর আল আকসাবাসীর ভাগ্যে নেমে আসে নতুন দুর্যোগ। সে দুর্যোগ এখনও চলমান। এখন আল আকসায় দুই রাকাত নামাজ পড়তেও প্রয়োজন হয় ইহুদি সেনাদের ছাড়পত্র।

(সূত্র: জালালাইন, ১ম খণ্ড, মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো, আল জাজিরা আরবি, বিবিসি নিউজ)

মুসলিম উম্মাহর জন্য মসজিদে আকসা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ :

এক. দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসজিদ

মসজিদে আকসার একটি বড় পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য হল, এটি পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রাচীন মসজিদ। মসজিদে হারামের পরেই এই মসজিদের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: الْمَسْجِدُ الأَقْصى. قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً...

আবু যর রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদ স্থাপিত হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোন্ মসজিদ? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। বললাম, এই দুইয়ের নির্মাণের মাঝে কত সময়ের ব্যবধান? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫২০

দুই. বরকতময় মসজিদ, বরকতপূর্ণ ভূমি

মসজিদে আকসার একটি বিশেষ ফযীলত হল, আল্লাহ একে বরকতময় করেছেন। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে আশপাশের জনপদকেও বরকতপূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِهٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ.

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর শ্রোতা, সব কিছুর জ্ঞাতা। —সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ১

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন—

وَجَعَلۡنَا بَیۡنَهُمۡ وَبَیۡنَ الۡقُرَی الَّتِیۡ بٰرَکۡنَا فِیۡهَا قُرًی ظَاهِرَةً...

আমি ওদের এবং যে জনপদগুলোতে বরকত রেখেছি, তার মাঝে এমন সব জনপদ স্থাপন করেছিলাম, যা নজরে আসত...। —সূরা সাবা (৩৪) : ১৮

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে বরকতময় জনপদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল বাইতুল মাকদিসের জনপদ। —(তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৬, পৃ. ৪৬৮)

তিন. তৃতীয় মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ

ইসলামের দৃষ্টিতে সবচে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হল মসজিদে হারাম, যা পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত। দ্বিতীয় মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হল মসজিদে নববী, যা মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত। এই দুই মসজিদের পরেই তৃতীয় পবিত্রতম ও শ্রেষ্ঠতম মসজিদ হল মসজিদে আকসা, যা ফিলিস্তিনের জেরুজালেম নগরীতে অবস্থিত। এ কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

সফর করলে তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা উচিত। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, এবং মসজিদে আকসা। —সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩৯৭

এই হাদীস প্রমাণ করে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববীর পরেই মর্যাদার দিক থেকে মসজিদে আকসার অবস্থান।

চার. মুসলিমদের একসময়ের কেবলা

মসজিদে আকসার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এটি মুসলিম উম্মাহর একসময়ের কেবলা।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ.ِ

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.ِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কা'বাকে সামনে রেখে বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায আদায় করতেন। মদীনায় হিজরতের পরও ষোলো মাস বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরেই নামায আদায় করেছেন। অতঃপর কেবলা কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৯৯১; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১১০৬৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৯৬৭)

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ ـ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ ـ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاَةٍ صَلاَّهَا صَلاَةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ، وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ. قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم(ْ

বারাআ (ইবনু 'আযিব) (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা্য় হিজরত করে সর্বপ্রথম আনসারদের মধ্যে তাঁর নানাদের গোত্র [আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন] বা মামাদের গোত্রে এসে ওঠেন। তিনি ষোল-সতের মাস বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন। কিন্তু তাঁর পছন্দ ছিল যে, তাঁর কিবলা বাইতুল্লাহর দিকে হোক। আর তিনি (বাইতুল্লাহর দিকে) প্রথম যে সালাত আদায় করেন, তা ছিল আসরের সালাত এবং তাঁর সঙ্গে একদল লোক সে সালাত আদায় করেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা সালাত আদায় করেছিলেন তাঁদের একজন লোক বের হয়ে

এক মসজিদে মুসল্লীদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা তখন রুকূ’ অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ ’’আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, এইমাত্র আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে মক্কার দিকে ফিরে সালাত আদায় করে এসেছি। তখন তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থায়ই বাইতুল্লাহর দিকে ঘুরে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বায়তুল মাকদিস-এর দিকে সালাত আদায় করতেন তখন ইয়াহুদীদের ও আহলি-কিতাবদের নিকট এটা খুব ভাল লাগত; কিন্তু তিনি যখন বায়তুল্লাহর দিকে তাঁর মুখ ফিরালেন তখন তারা এটা খুব অপছন্দ করল। যুহায়র (রহ.) বলেন, আবূ ইসহাক (রহ.) বারাআ (রাযি.) থেকে আমার নিকট যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে এ কথাও রয়েছে যে, কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে বেশ কিছু লোক মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে আমরা কী বলব, সেটা আমাদের জানা ছিল না।(সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০)

পাঁচ. ইসরা ও মেরাজের স্মৃতি বিজড়িত মসজিদ

মসজিদে আকসার গুরুত্ব বোঝার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, মেরাজ রজনীতে আমাদের নবীজী ঊর্ধ্বজগতের সফর শুরু করার পূর্বে জিবরীল আমীনের সাথে প্রথমে এই মসজিদে এসেছেন এবং নামায আদায় করেছেন। তিনি ইমামতি করেছেন আর সমস্ত নবীগণ তাঁর ইকতিদা করেছেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাইতুল মাকদিসের বিবরণ দিতে গিয়ে) বলেন—

وقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّه مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِه شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِه صَاحِبُكُمْ -يَعْنِي نَفْسَه- فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَأَمَمْتُهُم...ْ

আর আমি নিজেকে আম্বিয়া আলাইহিস সালামের জামাতের মধ্যে দেখতে পেলাম। দেখি, হযরত মূসা আ. নামাযরত আছেন। তিনি ছিলেন ছিপছিপে ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী। তাঁর চুল কোঁকড়ানো, যা ছিল কান পর্যন্ত ঝুলন্ত। দেখে মনে হবে, যেন ‘শানওয়া’ গোত্রেরই একজন লোক। হযরত ঈসা আ.-কেও নামাযে দণ্ডায়মান দেখা

গেল। তাঁর আকার আকৃতি সাহাবী উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী রা.-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। হযরত ইবরাহীম আ.-কেও নামাযরত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হল। নবীজী বলেন, তাঁর দেহাবয়বের সাথে আমার দেহাবয়বের মিল বেশি। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল আর আমি তাঁদের সকলের ইমামতি করলাম। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭২)

একটি দীর্ঘ হাদীসের বর্ণনায় হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتى أَمَمْتُهُم.

অতঃপর আমি বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করলাম। সমস্ত নবীদেরকে একত্রিত করা হল। জিবরীল আমাকে সামনে এগিয়ে দিলেন আর আমি তাঁদের ইমামতি করলাম। (সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৪৯)

ছয়. হাশরের ময়দান

বাইতুল মাকদিসের গুরুত্ব এখান থেকেও বোঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন এটাই হবে হাশরের ময়দান। হযরত মাইমুনা রা. বলেন—

يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: هُوَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَأَرْضُ الْمَنْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيه...

হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন এটা হবে হাশরের ময়দান। এখান থেকে মানুষ নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে যাবে। তোমরা এখানে আসো এবং নামায আদায় করো...। —(মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৭০৮৮)

নুরুদ্দীন হাইছামী রাহ. বলেন—

رجاله ثقات.

এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। —মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/৬৭৫

সাত. যিয়ারতকারীর জন্য বিশেষ দুআ

মসজিদে আকসার একটি বড় ফযীলত হল, হযরত সুলাইমান আ. এই মসজিদ যিয়ারতকারীর জন্য একটি বিশেষ দুআ করেছিলেন। আর স্বয়ং আমাদের নবী এই দুআ কবুল হওয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ ثَلاَثًا: حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَه، وَمُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِه، وَأَلاَّ يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ، إِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِه كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه.

সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. যখন বাইতুল মাকদিস নির্মাণ থেকে ফারেগ হলেন, আল্লাহর কাছে তিনটি দুআ করলেন—

১. তাঁর প্রতিটি ফায়সালা যেন আল্লাহর ফায়সালা মোতাবেক হয়।

২. তাকে যেন এত বড় রাজত্ব দেওয়া হয়, যা তাঁর পরে আর কাউকে দেওয়া হবে না।

৩. একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এই মসজিদে আগমন করবে, আল্লাহ্ যেন তাকে সেদিনের মতো নিষ্পাপ করে দেন, যেদিন তার মা তাকে জন্মদান করেছেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় দুআ তো আল্লাহ কবুল করেছেন। আর আমি আশাবাদী আল্লাহ তাঁর তৃতীয় দুআও কবুল করেছেন। (সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৬৯২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৪০৮)

আট. মসজিদে আকসায় নামাযের সওয়াব

মসজিদে হারাম, মসজিদে নববীর পাশাপাশি মসজিদে আকসায় নামায পড়ার সওয়াবও অন্যান্য মসজিদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি।

হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ.

মসজিদে হারামের নামায এক লক্ষ নামাযের সমতুল্য। আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) নামায এক হাজার নামাযের সমতুল্য। আর বাইতুল মাকদিসের নামায পাঁচ শ নামাযের সমতুল্য। —মুসনাদে বাযযার (কাশফুল আসতার)হাদীস ৪২২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৩৮৪৫

নূরুদ্দীন হাইছামী রাহ. বলেন—

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وفي بعضه كلام وهو حديث حسن.

—মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/৬৭৫

নয়. মসজিদে আকসার খেদমতে অংশগ্রহণ

যদি বাইতুল মাকদিস যিয়ারত করা বা মসজিদে আকসায় নামায আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে কোনোভাবে এই মসজিদের খেদমতে অংশগ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাইমুনা রা. বলেন—

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَأْتِيَهُ فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ زَيْتًا كَانَ كَمَنْ قَدْ أَتَاهُ.

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি সরাসরি বাইতুল মাকদিস যিয়ারত করতে সক্ষম না হবে, সে কী করবে?

তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এখানে আসার সামর্থ্য রাখবে না, সে যেন এখানের বাতি জ্বালানোর জন্য তেল হাদিয়া পাঠায়। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তেল হাদিয়া পাঠাবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সওয়াবের অধিকারী হবে, যে সরাসরি বাইতুল মাকদিস যিয়ারত করেছে। —মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৭০৮৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৭৬২৬

১৭ হিজরীতে যখন বাইতুল মাকদিস মুসলমানদের হাতে এল তখন উমর রা. এই মসজিদে নামায পড়েছেন এবং নিজ হাতে ঝাড়ু দিয়েছেন। (দ্র. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬১)

ইবনে কাসীর রাহ. এই হাদীসের সনদকে 'হাসান' বলেছেন। —মুসনাদে ওমর ১/১৬০

দশ. মসজিদে আকসা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করা

এক পবিত্র ভূখণ্ড থেকে আরেক পবিত্র ভূখণ্ডে সফর করা কতইনা আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয়। একারণেই হাদীস শরীফে মসজিদে আকসা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। হযরত উম্মে সালামাহ রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ.

যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিস থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ্ করবে, তার গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। —সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩০০১

ইমাম মুনযীরী রাহ. বলেন—

رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.

(আততারগীব ওয়াত তারহীব ২/১৮৮)

এগারো. বাইতুল মাকদিসের সান্নিধ্যে বসবাস

পবিত্র ভূখণ্ডের সান্নিধ্যে কিছু সময় যাপন করতে পারাই তো সৌভাগ্যের বিষয়। উপরন্তু বসবাসের জন্য যদি এক টুকরো মাটি পাওয়া যায়, তাহলে এটা তো আরো অনেক বড় প্রাপ্তি। একারণেই হাদীস শরীফে বাইতুল মাকদিসের কাছাকাছি বসবাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আবু যার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَلَيُوشِكَنَّ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطَنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا...

অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন কোনো ব্যক্তি যদি ঘোড়ার রশি পরিমাণ জায়গাও পেয়ে যায়, যেখান থেকে বাইতুল মাকদিস দেখা যায়, তাহলে এটা তার জন্য সমগ্র দুনিয়া থেকে বেশি উত্তম হবে। —মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৫০, হাদীস ৮৫৫৩; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৬৯৭৯, ৮২২৬

নূরুদ্দীন হাইসামী রাহ. মাজমাউয যাওয়ায়েদে (৩/৬৭৬) বলেন—

رجاله رجال الصحيح

ইমাম হাকেম রাহ.-ও সহীহ বলেছেন।

বারো. বাইতুল মাকদিসে মৃত্যুর তামান্না

পবিত্র ভূখণ্ডে জীবন অতিবাহিত করার পাশাপাশি মৃত্যুবরণ করাও একজন মুমিনের পরম কাঙ্খিত বিষয়। বাইতুল মাকদিস যেহেতু পবিত্রতম স্থান, তাই তো হযরত মূসা আ. এই মাটিতে মৃত্যুর আরজি পেশ করেছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা আ.-এর মৃত্যুর ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—

فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ، إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ الكَثِيبِ الأَحْمَرِ.

তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, যেন তাঁকে পবিত্র ভূখণ্ডের এত কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখান থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করলে পবিত্র ভূখণ্ডে পতিত হবে। যদি আমি সেখানে থাকতাম, তবে লাল টিলার কাছে রাস্তার পাশে আমি তোমাদেরকে তাঁর কবর দেখিয়ে দিতাম। —সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৭২

এই হাদীসে পবিত্র ভূখণ্ড দ্বারা বাইতুল মাকদিস উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তেরো. আহলে হকের অবস্থানস্থল

বাইতুল মাকদিস এবং আশপাশের অঞ্চলে সর্বদা এমন একটা জামাতের উপস্থিতি থাকবে, যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আবু উমামা বাহিলী রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর অবিচল থাকবে। তাদের দুশমনদের ওপর বিজয়ী থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশ আসবে আর তারা এভাবেই থেকে যাবে।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেসা করলেন, এই দলটির অবস্থান কোথায় হবে?

তিনি বললেন, বাইতুল মাকদিস ও তার আশেপাশে। —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৩২০; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ৭৬৪৩

নুরুদ্দীন হাইসামী রাহ. বলেন—

رواه عبد الله بن أحمد في المسند وجادة عن خط أبيه، والطبراني، ورجاله ثقات.

অর্থাৎ, এর বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য। —মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/৫৬৪

চৌদ্দ. হক-বাতিলের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণী লড়াই

পৃথিবীতে মানব জাতির যাত্রালগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে হক ও বাতিলের লড়াই, সত্য ও মিথ্যার সংঘাত। এটা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে হক-বাতিলের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণী লড়াই হবে বাইতুল মাকদিস অঞ্চলে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ.

কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না মুসলিমগণ ইহুদীদের সাথে লড়াই করবে আর মুসলিমগণ তাদের হত্যা করবে। এমনকি ইহুদীরা যে পাথর বা গাছের পেছনেই আত্মগোপন করবে, সে পাথর বা গাছও বলে উঠবে, হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই যে আমার পেছনে ইহুদী আছে। এসো তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ গাছ কিছু বলবে না; কারণ এটা ইহুদীদের গাছ। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯২২; সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯২৬

ইমাম নববী রাহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘গারকাদ’ একধরনের কাঁটাদ্বার গাছ, যা বাইতুল মাকদিসে প্রচুর পরিমাণে হয়। আর সেখানেই দাজ্জাল ও ইহুদী বধের ঘটনা ঘটবে। (দ্র. শরহে মুসলিম, নববী ১৮/৪৫)

উপরের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, আলআকসা বা বাইতুল মাকদিস ইসলামের দৃষ্টিতে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ আর মুসলিম উম্মাহ্র জন্য কতই না গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গোটা মুসলিম উম্মাহ আলআকসার বিষয়ে দায়িত্বহীনতার শিকার হয়ে পড়েছে।

মসজিদ নির্মাণের ফজিলত

ইসলামে মসজিদ নির্মাণের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

(১) মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ : নবীদের অন্যতম কাজ হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা ও তা আবাদ করা। যেমন-

(এক) আদম (আঃ) :

কা'বা ঘর প্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন। অতঃপর আদম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। কা'বা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আঃ) অথবা তাঁর কোন সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করা হয়। (বুখারী হা/৩৪২৫; মুসলিম হা/৫২০)

حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُوْنَ ثُمَّ قَالَ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বপ্রথম কোন্ মাসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি বললাম, এ দু'য়ের নির্মাণের মাঝখানে কত তফাৎ? তিনি বললেন, চল্লিশ (বছরের)(এ দুই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন আদম (আঃ) ও এই দুই মসজিদের ভিত্তি স্থাপনে ব্যবধান ছিল ৪০ বছর।) (অতঃপর তিনি বললেন,) যেখানেই তোমার সালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি সালাত আদায় করে নিবে। কারণ, পৃথিবীটাই তোমার জন্য মাসজিদ।(বুখারী হা/৩৪২৫) (৩৩৬৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩১৭৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩১৮২)

(দুই) ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) :

নবি নূহ (আঃ)-এর সময় প্লাবনে বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হ'লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। (মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪৪-৪৫)

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

'(আর স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার এ গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাত কায়েমকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ' (হজ্জ ২২/২৬)।

ইবরাহীম (আঃ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (বাক্বারাহ ২/১২৭)।

(তিন) দাউদ (আঃ) :

ইয়া'কূব (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাজার বছর পর দাঊদ (আঃ) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) এর কাজ সমাপ্ত করেন।(নবীদের কাহিনী, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৯)

সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ-ِ

‘অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন তার মৃত্যুর খবর জিনদের কেউ জানায়নি ঘুণপোকা ব্যতীত।
যারা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তাহ’লে তারা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের) লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত না’ (সাবা ৩৪/১৪)।

(চার) মুহাম্মদ (ছাঃ) :

মহানবী (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে প্রথমে কুবা নামক স্থানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-َ

‘অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্ত্ততঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ (তওবা ৯/১০৮)।

কুবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে আল্লাহ জুম‘আর ছালাত ফরয করেন। ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পৌঁছে বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের ‘রানূনা’ উপত্যকায় তিনি **১**ম জুম‘আর ছালাত আদায় করেন। যাতে একশত জন মুছল্লী শরীক হন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রথম জুম‘আ।(আল-বিদায়াহ ২/২১১)

রাসূল (ছাঃ) মদীনায় গিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর সাথে তাঁকে সহযোগিতা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, (মসজিদে নববী নির্মাণের সময়) আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর 'আম্মার দু'টো দু'টো করে কাঁচা ইট বহন করছিল। নবী করীম (ছাঃ) তা দেখে তাঁর দেহ হ'তে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন,

وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ

'আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে'।(বুখারী হা/৪৪৭)

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ

আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সময়ে মাসজিদ তৈরি হয় কাঁচা ইট দিয়ে, তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবূ বকর (রাযি.) এতে কিছু বাড়ান নি। অবশ্য 'উমার (রাযি.) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন এবং তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। অতঃপর 'উসমান (রাযি.) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেয়াল তৈরি করেন নকশী পাথর ও চুন-সুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের, আর ছাদ বানিয়েছিলেন সেগুন কাঠের।(বুখারী হা/৪৪৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪২৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৩৩)

বুখারী হা/৪৪৬)

২) মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য :

নবীদের ন্যায় মুমিনগণও যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ-

'আল্লাহর মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (তওবা ৯/১৮)।

(৩) মসজিদ নির্মাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুবাসিত করতে হুকুম দিয়েছেন'।(তিরমিযী হা/৫৯৪; ইবনু মাজাহ)

৪) মসজিদ নির্মাণ হ'ল ছাদাক্বায়ে জারিয়া :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلَّمَه وَنَشَرَه وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَه أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَه أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِه فِي صِحَّتِه وَحَيَاتِه تَلْحَقُه مِنْ بَعْدِ مَوْتِه-

'মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) ইলম বা জ্ঞান যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে (২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে (৩) কুরআন যা সে উত্তরাধিকারীদের

জন্য রেখে গেছে (৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) কূপ, যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি পানের জন্য এবং (৭) দান-খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিতাস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে’।(ইবনে মাজাহ হা/২৪২; ছহীহ তারগীব হা/৭৭; মিশকাত হা/২৫৪)

(৫) জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম :

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হ’ল মসজিদ নির্মাণ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন’।(বুখারী হা/৪৫০; মুসলিম হা/৫৩৩; তিরমিযী হা/৩১৮; মিশকাত হা/৬৯৭)

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

মসজিদ ছোট হোক বা বড় হোক নিয়ত ঠিক থাকলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন।(তিরমিযী হা/৩১৯; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৫৬)

যদিও সেটা পাখির বাসার মত ছোট হয়।(ছহীহ ইবনে হিববান হা/১৬১০; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১২৮)

মসজিদে গমনের ফযীলত

মসজিদ নির্মাণের পর মুমিনদের দায়িত্ব হ’ল মসজিদে গমন করে মসজিদের হকগুলো আদায় করা। মসজিদ গমনের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

(১) ছওয়াব লাভ, গোনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি :

মসজিদে গমনের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে উত্তম প্রতিদান দেন, গোনাহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَما مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِن هذِه المَساجِدِ، إلّا كَتَبَ اللَّهُ له بكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوها حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بها دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عنْه بها سَيِّئَةً، وَلقَدْ رَأَيْتُنا وَما يَتَخَلَّفُ عَنْها إلّا مُنافِقٌ مَعْلُومُ النِّفاقِ، وَلقَدْ كانَ الرَّجُلُ يُؤْتى به يُهادى بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتّى يُقامَ في الصَّفِ.

‘কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে তারপর (ছালাত আদায় করার জন্য) কোন একটি মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহ’লে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে পাপ দূর করে দেন। (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন) আমরা মনে করি, যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউই জামা‘আতে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা‘আতে উপস্থিত হ’ত যাকে দু’জন মানুষের কাধে ভর দিয়ে এসে ছালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ’ত’।(মুসলিম, হা/১৩৭৪; ইবনে মাজাহ হা/৬৩৮, সনদ ছহীহ)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত মারফু‘ হাদীসে আরো বলা হয়,

..وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطُ خطوة إلا رُفِعَ له بها درجة، وحُطّ عنه بها خطيئة.

"যখন তোমাদের কেউ সুন্দরভাবে ওজু করে, তারপর সে মসজিদের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করতে বের হয়, তার প্রতিটি কদমে নেকী লেখা হয় এবং গুনাহ ক্ষমা করা হয়"।(বুখারি ও মুসলিম, বুখারি, হাদিস নং, ৬৪৭। মুসলিম হাদিস নং ৬৪৯)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

» من تطهّر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته: إحداهما تحطّ خطيئة، والأخرى ترفع درجة «

যে ব্যক্তি স্বীয় ঘরে পবিত্রতা অর্জন করল, তারপর সে আল্লাহর ঘরসমূহ হতে কোন ঘরের উদ্দেশে রওয়ানা করল, যাতে আল্লাহর ফরযসমূহ হতে কোন ফরযকে আদায় করে, তখন তার প্রতিটি কদমসমূহ একটির কারণে তার গুনাহসমূহ মাপ হবে এবং অপরটির কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।(সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৬৬)

ইমাম কুরতবী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, "আল্লামা দাউদী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, যদি তার গুনাহ থাকে, তাহলে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। আর যদি গুনাহ না থাকে, তাহলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। আমি বললাম, এ কথা দ্বারা বুঝা যায়, প্রতি কদমে যা লাভ করা হয়, তা একই। হয়ত মর্যাদা বৃদ্ধি, আর না হয় গুনাহসমূহের ক্ষমা। অপর একজন বলেন, না, বরং প্রতিটি কদমে তিনটি জিনিষ লাভ হয়, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর এক হাদিসে বর্ণনা করে বলেন,

» كتب الله له بكل خطوة حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحطّ عنه بها سيئة «

"আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রতিটি কদমে একটি করে নেকী, একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি এবং একটি করে গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহই ভালো জানেন"।(আল-মুফহিম সহীহ মুসলিমের তালখীসের মুশকিলাত বিষয়ে)

আমি আমার শাইখ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রাহিমাহুল্লাহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, “প্রতিটি কদমে মর্তবা বৃদ্ধি পাবে, প্রতিটি কদমে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা হয় এবং নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়। শেষের বর্ধিত অংশটি- ‘নেকী লেখা হয়’ কথাটি মুসলিম শরিফে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ হতে বর্ণিত। যখন একটি বর্ণনা বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়, যাতে বলা হয়, মর্তবা বৃদ্ধি করা হবে, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে, তখন প্রথমতঃ এ বর্ণনাটি অনুযায়ী সে ফযিলত প্রাপ্ত হয়, তারপর আল্লাহ তা‘আলা তাকে আরও ফযিলত দান করেন, অতিরিক্তটির মাধ্যমে। সুতরাং প্রতিটি কদমে তিনটি ফযিলত লাভ হয়, এক- মর্যাদা বৃদ্ধি, দুই-গুনাহ মাপ, তিন-নেকী লিপিবদ্ধ করা।(সহীহ বুখারি হাদিস নং ২১১৯ এর তাকরীর)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ-

‘আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গোনাহ মুছে দেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, ‘কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক গমন করা এবং এক ছালাতের পর আরেক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই তোমাদের (আল্লাহর রাস্তায়) পাহারা দেওয়া’।(১৩.মুসলিম হা/২৫১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৩৭)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَن تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ فأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشى إلى الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، فَصَلّاها مع النّاسِ، أَوْ مع الجَماعَةِ، أَوْ في المَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ له ذُنُوبَهُ-

‘যে ব্যক্তি ছালাতের জন্য পূর্ণরূপে ওযূ করল, তারপর ফরয ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ’ল এবং মানুষের সাথে তা আদায় করল। অথবা তিনি বলেছেন, জামা‘আতের সাথে অথবা বলেছেন, মসজিদে, আল্লাহ তা‘আলা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন’।(মুসলিম হা/২৩২; নাসাঈ হা/৮৫৬)

(২) হজ্জের সমান ছওয়াব :

জামা‘আতে ছালাত আদায়কারীকে রাসূল (ছাঃ) হজ্জকারীর ন্যায় মর্যাদাবান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

‘যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের জন্য ওযূ করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরাম পরিধানকারী হাজীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শুধু চাশতের ছালাত আদায় করার জন্যই বের হবে, সে একজন ওমরাহকারীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ করবে না, তার নাম ইল্লিয়্যূন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে’।(আবূদাঊদ হা/৫৫৮; আহমাদ হা/২২৩০৪; ছহীহ তারগীব হা/৬৭৫)

৩) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ :

আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثلاثةٌ كلُّهم ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ رجلٌ خرج غازيًا في سبيلِ اللهِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفَّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ راحَ إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفَّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ دخل بيتَه بسلامٍ فهو ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجل -

‘তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। ১. যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার যিম্মাদার। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন। ২. যে ব্যক্তি মসজিদে যায়, আল্লাহ তার যিম্মাদার। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। ৩. যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে, আল্লাহ তার যিম্মাদার’।(আবূদাঊদ হা/২৪৯৪; ইবনে হিববান হা/৪৯৯; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯৪; মিশকাত হা/৭২৭)

এটি আল্লাহর অপার অনুগ্রহ, আল্লাহ তা‘আলা এ শ্রেণীর প্রতিটি লোককে তার নিজের জিম্মাদারিতে নিয়ে নেন। ফলে তাদের তিনি সর্ব উত্তম বিনিময় দান করেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী- «ورجل دخل بيته بسلام» টির দুটি অর্থ হতে পারে।

এক- যখন ঘরে প্রবেশ করবে সালাম দেবে। দুই- লোকটি তার ঘরে প্রবেশ করা দ্বারা নিরাপত্তা কামনা করে। অর্থাৎ, শান্তির অনুসন্ধানে সে তার ঘরকেই অবলম্বন করে, যাতে ফিতনা হতে নিরাপদে থাকতে পারে। তখন হাদিসটি দ্বারা নির্জনতা ও একাকীত্বের প্রতি উৎসাহ এবং মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়। আর এটি তখন বিবেচ্য যখন সমাজে ফিতনা দেখা দেয় এবং একজন মুসলিম তার দ্বীনের হেফাজতের ব্যাপারে আশঙ্কা করে। আর যখন এ ধরনের কোন পরিস্থিতি না থাকে, তখন যে মুমিন মানুষের সাথে মিশে, তাদের নির্যাতনের উপর ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকে, সে মুমিনকে আল্লাহ তাদের তুলনায় অধিক সাওয়াব দান করবে যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের নির্যাতন সহ্য করে না।

(৪) আল্লাহ সম্মান করেন :

আল্লাহ তা‘আলা মসজিদ যিয়ারতকারীদের সম্মান করেন।

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرٌ لِلّهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ ،َ

'যে ব্যক্তি স্বীয় বাড়িতে ওযূ করে তারপর মসজিদে আগমন করে, সে আল্লাহর যিয়ারতকারী। যার যিয়ারত করা হয় তার উপর ওয়াজিব হ'ল,যিয়ারতকারীর সম্মান করা'।(তাবরানী, মু'জামুল কাবীর হা/৬১৩৯, ৬১৪৫)

আমর বিন মাইমুন রাহিমাহুল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم يقولون: ((المساجد بيوت الله وإنه حقّ على الله أن يُكرم من زاره))، وفي لفظ عن عمرو بن ميمون عن عمر رضى الله عنه قال: ((المساجد بيوت الله في الأرض وحقّ على المزور أن يكرم زائره .((

"আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের বলতে দেখেছি, তারা বলেন, মসজিদসমূহ আল্লাহর ঘর, আল্লাহর উপর ওয়াজিব হল, যারা তার ঘরকে যিয়ারত করতে আসে তাদের সম্মান করা।(আল্লামা ইবনে জারির রাহিমাহুল্লাহু স্বীয় সনদে জামেয়ুল বায়ানে উল্লেখ করেন, ১৮৯/১৯)

অপর এক শব্দে আমর বিন মাইমুন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জমিনে মসজিদসমূহ আল্লাহর ঘর। যারা যিয়ারত করতে আসবে তাদের সম্মান করা যাকে যিয়ারত করবে তার উপর ওয়াজিব"।(মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা ৩১৮/১৩, হাদিস নং ১৬৪৬৩)

(৫) জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মত ছওয়াব পাবে :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ،

'যে আমার এ মসজিদে আসে এবং শুধু ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে ইলম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে শিখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য'। (ইবনে মাজাহ হা/২২৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৭; মিশকাত হা/৭৪২)

(৬) ক্বিয়ামতের দিন আলো হবে :

ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদ গমন করার অন্যতম ফযীলত হ'ল ক্বিয়ামতের দিন মসজিদে গমনকারীর জন্য আলোকময় হবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

'যারা অন্ধকার রাতে মসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে
ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণজ্যোতির সুসংবাদ দাও।(আবূদাঊদ হা/৫৬১; তিরমিযী হা/২২৩; ইবনে মাজাহ হা/৭৮১; মিশকাত হা/৭২১)

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إنَّ اللهَ لَيُضيءُ لِلَّذينَ يتخلَّلونَ إلى المساجدِ في الظُّلَمِ بنورٍ ساطعٍ يومَ القيامة

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিদের জন্য উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করবেন যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে'।(তাবারানী, মু'জামুল আওসাত ১/২৫৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৭)

(৭) আরশের নিচে স্থান লাভ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

سبعة يظلّهم الله تعالى في ظلّه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه: الإمام العادل، وشاب نشأ في عباده الله، ورجل قلبه مُعلّق في المساجد، ورجلان تحابّا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه

'আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হ'ল,) ন্যায়পরায়ণ নেতা, সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে)। সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন হয় (তাদের মৃত্যু)। সেই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয়া ও সুন্দরী নারী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে। এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার উভয় চোখে অশ্রু বয়ে যায়'।(বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; তিরমিযী হা/২৩৯১)

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহু ورجل قلبه معلّق في المساجد এ কথাটির ব্যাখ্যায় বলেন, "অর্থাৎ, অন্তরে মসজিদের প্রতি কঠিন ভালোবাসা বিদ্যমান থাকা এবং মসজিদে জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের পাবন্দী করা। তবে এ কথার অর্থ সারাক্ষণ মসজিদে বসে থাকা নয়। (সহীহ মুসলিমের উপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা, হাদিস নং, ১২৬/ ৭)

ইবনে হাজর রাহিমাহুল্লাহু معلّق في المساجد বাক্যটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, বুখারি ও মুসলিমে হাদিসটি এভাবেই বর্ণিত। বাক্যটির বাহ্যিক রূপ দ্বারা বুঝা যায়, শব্দটি আরবী 'তালীক' শব্দ থেকে গৃহীত। তিনি মানুষের অন্তরকে মসজিদে ঝুলানো কোন বস্তুর সাথে তুলনা করেন। যেমন- কিনদিল। এ কথা দ্বারা বুঝানো হল - দীর্ঘ সময় অন্তর মসজিদের সাথে থাকা, যদিও তার দেহ মসজিদের বাইরে থাকে। আল্লামা জাওযীর বর্ণনা এ কথার প্রমাণ, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, كأنما قلبه

معلّق في المسجد আর শব্দটি আরবী ‘আলাকা’ শব্দ হতেও নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, কঠিন মহব্বত-ভালোবাসা। ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহু এর বর্ণনা তার প্রমাণ, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, معلّق بالمساجد মসজিদসমূহের সাথে সম্পৃক্ত।(ফতহুল বারী, ১৪৫)

৮) জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা :

জান্নাতে আল্লাহ তা‘আলা মেহমানদারি প্রস্তুত করেন তার জন্য যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে যাতায়াত করে। যতবার সে সকালে মসজিদে গমন করবে অথবা যতবার সে বিকালে মসজিদ থেকে ফিরে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَن غَدا إلى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أعَدَّ اللهُ له نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّما غَدا أوْ راح،َ

‘যে ব্যক্তি সকাল ও বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ্ তা‘আলা তার প্রত্যেকবার যাতায়াতের জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখবেন। চাই সে সকালে যাক বা সন্ধ্যায়’।(বুখারী হা/৬৬২; মুসলিম হা/৬৬৯; আহমাদ হা/১০৬০৮; মিশকাত হা/৬৯৮)

আর [غدا] শব্দের মূল অর্থ হল, সকালে বের হওয়া অর্থাৎ, প্রথম সময়ে আগমন করা। আর راح শব্দের অর্থ, বিকালে ফিরে যাওয়া। তারপর সাধারণত শব্দদ্বয় ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ, যাতায়াত করার অর্থে ব্যবহার হয়। আর [أعدّ] অর্থ, তৈরি করা, আর [النُّزُل] শব্দের অর্থ, বাড়িতে মেহমান আসলে তার সম্মানে যা তৈরি করা হয় তাকে নুযূল বলে। আর এটি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যা উভয় সময়ে হয়ে থাকে[17]। এটি আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ আল্লাহ যাকে চায়, তাকে দান করেন। আর যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যা মসজিদে যাতায়াত করে, তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারি তৈরি করা হয়। মসজিদে যাওয়ার কারণে এবং মসজিদ থেকে ফেরার কারণে।

(৯) ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.

ঘরে অথবা বাজারে ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায় করার ছওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে কেবল ছালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে। তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, আর একটি গুনাহ মোচন করা হয়। (এভাবে মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত চলতে থাকে)। ছালাত আদায় শেষ করে যখন সে মুছল্লায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ অনবরত দো‘আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ কর।(বুখারী হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২)
অন্য বর্ণানায় এসেছে, ফেরেশতা বলতে থাকে,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيه‘

হে আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। তার তওবাও কবুল কর। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলিমকে কষ্ট না দেয় বা তার ওযূ ছুটে না যায়’।(মুসলিম হা/৬৪৯)

(১০) জামা‘আতে শরীক হতে না পারলেও জামা'আতের সওয়াব:

যে ব্যক্তি জামা‘আতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করল, কিন্তু সে জামা‘আত পেল না, তার মসজিদে পৌঁছার পূর্বেই জামা‘আত শেষ হয়ে গেছে, তাহলে

তার জন্য সে পরিমাণ সাওয়াব মিলবে, যে পরিমাণ সাওয়াব যে সালাতে উপস্থিত হলে পেত। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিস বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا-

"যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওজু করল, তারপর সে মসজিদে করল এবং দেখতে পেল, লোকেরা সালাত আদায় করে ফেলছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সে পরিমাণ সাওয়াব দান করবে, যে পরিমাণ সাওয়াব যে ব্যক্তি সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করে পাবে। তবে তাদের সাওয়াব থেকে কোন কিছুই কমানো হবে না"।(আবু দাউদ হা/৫৬৪,সহীহ হা/ ১১৩/২)

যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করল, তারপর মসজিদে সালাতের জামা'আতে উপস্থিত হল, তাহলে সে ঘরে ফেরার আগ পর্যন্ত সালাতের মধ্যেই থাকবে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل: هكذا« وشبك بين أصابعه .

"যখন কোন ব্যক্তি তার নিজ গৃহে ওজু করে, তারপর সে মসজিদে গমন করে, ঘরে ফেরার আগপর্যন্ত সে মসজিদে থাকবে। সে যেন এভাবে না বলে"। আর তিনি আঙ্গুলগুলো একটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করান"।(ইবনু খুজাইমা, ২২৯/১, হাকেম ২০৬/১, সহীহ আত-তারগীব ও আত-তারহীবে আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেন ১১৮/১)

মসজিদে জামা'আতে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে পবিত্র অবস্থায় যে ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হয়, তার সাওয়াব একজন মুহরিম হাজীর সাওয়াবের সমান। আবু উমামা

রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিস বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاجّ المحرم «

"যে ব্যক্তি তার ঘর থেকে ফরয সালাতের উদ্দেশ্যে পবিত্রতা অর্জন করে বের হয়, তার সাওয়াব একজন মুহরিম হাজীর সাওয়াবের সমান"।(আবু দাউদ হা/৫৫৮, সহীহ ১২৭/১)

১১) নিয়ত অনুযায়ী অংশ পাবে :

মসজিদে যে ব্যক্তি যেই নিয়তে আসবে আল্লাহ তাকে তার নিয়ত অনুযায়ীই ফযীলত দিবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَىْءٍ فَهُوَ حَظُّه' ُ

যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের নিয়ত করে আসবে, সে সেই কাজেরই অংশ পাবে'।(আবূদাঊদ হা/৪৭২; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৬৩; মিশকাত হা/৭৩০)

(১২) হেঁটে জামা'আতে অংশগ্রহণকারীর ছওয়াব লেখার জন্য ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانِى اللَّيْلَةَ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِى الْمَنَامِ ...قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فِى الْكَفَّارَاتِ. وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّه.ُ

ইবনে আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকট এসেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নযোগে। ...তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর পরিষদের অধিবাসীরা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ: ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, ছালাতের জামা'আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দর ও সুচারু রূপে ওযূ করা। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের পথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হ'তে পবিত্র হয়ে যাবে'।(তিরমিযী হা/৩২৩৩)

মসজিদে সালাত আদায় করার জন্য ঘর থেকে বের হলে যেমন নেকী লেখা হয় অনুরূপভাবে যখন বাড়ি ফিরে তখনও তার জন্য নেকী লেখা হয়, যখন সে সাওয়াবের আশা করে। প্রমাণ, উবাই বিন কায়াব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিস। তিনি বলেন

كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه، لا تخطئه صلاة، قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء، وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « قد جمع الله لك ذلك كله » وفي لفظ: « إن لك ما احتسبت »

"একজন লোক ছিল মসজিদ থেকে এত বেশি দূরে অবস্থান করতেন যে, আর কেউ তার চেয়েও দূরে অবস্থান করতেন বলে আমার জানা ছিল না। তার কোন সালাত মিস হত না। তাকে বলা হল বা আমি বললাম, যদি তুমি একটি গাধা ক্রয় করতে যা দ্বারা তুমি অন্ধকারে অথবা প্রচণ্ড গরমে সাওয়ার হয়ে মসজিদে আসা যাওয়া করতে পারতে? লোকটি বলল, আমার বাড়িটি মসজিদের পাশে হওয়াতে আমি বিন্দু পরিমাণও খুশি নয়। আমি চাই মসজিদের দিকে আমার হাঁটা এবং মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়াতে আমার জন্য যেন নেকী লেখা হয়। তার কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য এগুলো সবই লিপিবদ্ধ করবে। অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, তোমার জন্য তাই থাকবে যা তুমি আশা করবে"।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ। মসজিদসমূহের দিকে অধিক গমনের ফযিলত। হাদিস নং ৬৬৩)

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, যেমনি ভাবে মসজিদে গমন করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে অনুরূপভাবে মসজিদ থেকে ফিরার পথেও সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে।(সহীহ মুসলিমের উপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা ৫৫/৩)

আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

)إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام (

"নিশ্চয়ই সালাতে মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশী সাওয়াব পাবে যে মসজিদ থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে অবস্থান করছে, তারপর যে তার থেকে কম দূরে। আর যে সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে যাতে ইমামের সাথে সে সালাত আদায় করতে পারে সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী সাওয়াব পাবে যে সালাত পড়ে ঘুমিয়ে যায়।"(মুত্তাফাকুন আলাইহ : সহীহ বুখারি, হাদীস নং ৬৫১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৬২)

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال لهم: « إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد » قالوا: نعم، يا رسول الله، قد أردنا، فقال: « يا بني سلمة، ديارَكم تُكتب آثاركم، ديارَكم تُكتب آثاركم «

"মসজিদের পাশে কিছু জমি খালি ছিল, তা দেখে বনু সালমা মসজিদের নিকটে ঘর বানানোর ইচ্ছা করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বিষয়টি পৌছলে, তিনি তাদের বলেন, হে বনু সালমা! আমার নিকট খবর পৌঁছেছে, তোমরা মসজিদের কাছাকাছি স্থানান্তর হওয়ার ইচ্ছা করছ? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ রকম ইচ্ছা করছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের ঘরে থাক, তোমাদের প্রতিটি কদমে তোমাদের জন্য নেকী

লেখা হবে, তোমরা তোমাদের ঘরে থাক, তোমাদের প্রতিটি কদমে তোমাদের জন্য নেকী লেখা হবে। (বুখারি ও মুসলিম: সহীহ বুখারি, কিতাবুল আযান, হাদিস নং ৬৫৬; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ, মসজিদসমূহের দিকে অধিক গমনের ফযিলত, হাদিস নং ৫৬৬)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانِى اللَّيْلَةَ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِى الْمَنَامِ ...قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فِى الْكَفَّارَاتِ. وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّه.ُ

ইবনে আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকট এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নযোগে। ...তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর পরিষদের অধিবাসীরা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ: ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, ছালাতের জামা‘আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দর ও সুচারু রূপে ওযূ করা। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের পথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হ’তে পবিত্র হয়ে যাবে’।(তিরমিযী হা/৩২৩৩)

(১৩) জাহান্নাম ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি :

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ-ِ

‘কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা‘আতে ছালাত আদায় করতে পারবে তাকে দু’টি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ১. জাহান্নাম হ’তে নাজাত এবং ২. মুনাফেকী হ’তে মুক্তি’।(তিরমিযী হা/২৪১; ছহীহাহ হা/২৬৫২)

(১৪) মসজিদে জামাআতে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে গমন করা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের কারণ।

কারণ, উল্লেখিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন « فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير » যে ব্যক্তি এ সব করবে, সে ভালোভাবে জীবন যাপন করবে এবং ভালোভাবে মারা যাবে।(তুহফাতুল আহওয়াযি জামে তিরমিযির ব্যাখ্যা, ১০৪/৯)

এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾

“যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।”(26] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৭)

(১৫) আল্লাহ তা‘আলা যে বান্দা ওজু অবস্থায় মসজিদে গমন করে তার প্রতি খুশি হন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»لا يتوضأ أحد فيُحسن وضوءه ويُسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته «

“যখন কোন বান্দা ভালোভাবে ওজু করে এবং ওজুকে পরিপূর্ণ করে, তারপর সে কেবল সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি এমন খুশি হয়, যেমন একজন মানুষ হারানো লোককে খুঁজে পেলে খুশি হয়”।(সহীহ হা/ ১২৩/১)

(১৬) মসজিদের দিক পায়ে হাঁটার দ্বারা গুনাহগুলো মুছে দেয়া হয়।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات » ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: « إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط «

“আমি কি তোমাদের এমন বস্তুর প্রতি পথ দেখাবো? যা দ্বারা তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেয়া হবে এবং তোমাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করা হবে। তারা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণ ওজু করা, মসজিদের দিক বেশি বেশি গমন করা, একটি সালাতের পর আরেকটি সালাতের অপেক্ষা করা। এটিই হল, আল্লাহর রাহে অবস্থান, এটিই হল, আল্লাহর রাহে অবস্থান”।(সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫১)

আদাবুল মসজিদ

মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। মুসল্লিরা মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ বিভিন্ন ইবাদতে মগ্ন থাকেন। মসজিদকে মুমিনরা অত্যন্ত ভালোবাসেন, মসজিদের সঙ্গে মুমিনের যেন আত্মার সম্পর্ক। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরামগণ মসজিদে প্রবেশ করলে অনেক সময় অবস্থান করতেন আর বাজারে গেলে খুব জলদি জলদি ফিরে আসতেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে থাকে সে আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।' এই মসজিদে প্রবেশের জন্য যেমন তাকিদ দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি মসজিদের আদব রক্ষা করার জন্যও হাদিসে তাকিদ এসেছে। পৃথিবীর কোনো রাজা বাদশাহর দরবারে যেতে হলে যদি পূর্ণ আদব রক্ষা করতে হয় তাহলে যিনি সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহ তার দরবারের আদব রক্ষা করা তো আরো বেশি জরুরি।
আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَاد إِلَى الله أسواقها »

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট সকল জায়গা হতে মাসজিদই হলো সবচেয়ে প্রিয়, আর বাজার সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান।(মুসলিম ৬৭১, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৬০০, সহীহ আল জামি' ১৬৭)

সেখানে কেবল তাঁরই ইবাদত করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا -

'আর মসজিদগুলো কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডেক না' (জিন ৭২/১৮)।

এ মসজিদ মুসলমানদের ইবাদতের স্থান। এখানে আগতদের উদ্দেশ্য থাকে কেবল ইবাদত করা। সুতরাং এখানে প্রবেশের জন্য বিশেষ কিছু আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

১. বিশুদ্ধ নিয়ত করা :

আমল কবুল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত।

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত; আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।(বুখারী, হাদিস নং- ১; মুসলিম, হাদিস নং- ৫০৩৬)

সুতরাং মসজিদে গমন করা ও ছালাত আদায় করার জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা জরুরী। তাই ছালাতে বের হওয়ার আগে মনে মনে এই নিয়ত করতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ছওয়াব হাছিলের প্রত্যাশায় মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি। আবু হুরাইরা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

من أتي المسجد لشيء فهو حظه

‘যে ব্যক্তি মসজিদে কোন কিছু অর্জনের জন্য আসে, তখন সে সেটারই অংশীদার হয়’।(আবূদাঊদ হা/৪৭২, সূয়তী, আল-জামি‘উছ ছাগীর হা/৮২৬৪)

২. পোষাক ও সাজসজ্জা :

মসজিদে সাধ্যপক্ষে সুন্দর পোষাক পরিধান করে গমন করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

‘হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ছালাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর। আর খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না, অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না’ (আ‘রাফ ৭/৩১)।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ مَنْ يُزَّيَّنُ لَه .ُ

‘তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়াবে সে যেন (সুন্দর) পোষাক পরিধান করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ‘আয্যা ওয়া জাল্লাহ্ তাঁর থেকে সজ্জিত করার হকদার’।(ত্বাবারাণী, মু‘জামুল আওসাত হা/৯৩৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৬)

৩. রসুন-পিঁয়াজ বা অনুরূপ দুর্গন্ধযুক্ত কোন কিছু খেয়ে মসজিদে না যাওয়া :

কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন বা এ জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত কোন জিনিস খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَم .َ

‘যে ব্যক্তি পিঁয়াজ, রসুন বা পিঁয়াজ জাতীয় সবজি খাবে সে যেন আমার মসজিদের কাছেও না আসে। কেননা মানুষ যেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায় ফেরেশতাগণও সেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়’।(বুখারী হা/৮৫৪; মুসলিম হা/৫৬১ [১২৮২])

অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيْدُ الثُّومَ فَلاَ يَغْشَانَا فِيْ مَسَاجِدِنَا

'যে ব্যক্তি এই জাতীয় বৃক্ষ হ'তে অর্থাৎ কাঁচা রসুন খায় সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদে না আসে'।(বুখারী হা/৮৫৪)

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَن أكَلَ ثُومًا أوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنا، أوْ قالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا، ولْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ -ِ

'যে ব্যক্তি রসুন বা পিঁয়াজ খায় সে যেন আমাদের হ'তে দূরে থাকে অথবা বললেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। আর নিজ ঘরে বসে থাকে'।(বুখারী হা/৮৫৫)

পিঁয়াজ-রসুন খাওয়া নিষেধ নয় এবং রান্না করা পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে আসাও নিষেধ নয়। বর্তমানে যারা মাদকদ্রব্য সেবন করেন ও বিড়ি-সিগারেট পান করেন তাদের মুখ থেকেও দুর্গন্ধ বের হয়। সুতরাং অন্যকে কষ্ট দানকারী এসব হারাম থেকে বিরত থাকা অতীব জরুরী।

৪. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ পাঠ করা :

মসজিদে যাওয়ার সময় অথবা যে কোন সময় ঘর থেকে বের হ'লেই দো'আ পাঠ করে বের হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ

যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলবে,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়া লা হাওলা ওলা-লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ: 'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই'।

তাকে বলা হবে এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, তোমাকে বাঁচানো হয়েছে, তোমাকে সুপথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন শয়তান তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়। এক শয়তান অপর শয়তানকে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তির সাথে কি করতে পার? যাকে সুপথ দেখানো হয়েছে এবং সব রকমের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হয়েছে'।(আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; তিরমিযী হা/৩৪২৬; মিশকাত হা/২৪৪৩)

উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘর থেকে বের হ'তেন তখন বলতেন,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজহালা আও ইউজহালা 'আলাইনা।

অর্থ: '(বের হচ্ছি) আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর আমি ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলন হ'তে কিংবা পথভ্রষ্টতা হ'তে কিংবা যুলুম করা হ'তে কিংবা অত্যাচারিত হওয়া হ'তে কিংবা অজ্ঞতাবশত কারো প্রতি মন্দ আচরণ হ'তে বা আমাদের প্রতি কারো অজ্ঞতা প্রসূত আচরণ হ'তে'।(তিরমিযী হা/৩৪২৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৪)

৫. মসজিদে গমনের পথে দো‘আ :

মসজিদে গমনের পথে রাসূল (ছাঃ) দো‘আ পড়তেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন,অতঃপর তিনি ছালাতের জন্য বের হ’লেন। তখন তিনি এ দো‘আ করছিলেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَمِنْ أَمَامِى نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِى نُوْرًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِىْ نُوْرًا-

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ‘আল ফী ক্বালবী নূরান, ওয়া ফী লিসা-নী নূরান, ওয়া ফী বাছারী নূরান, ওয়া ফী সাম‘ঈ নূরান, ওয়া ‘আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া ‘আন ইয়াসারী নূরান, ওয়া মিন ফাওক্বী নূরান ওয়া মিন তাহতী নূরান, ওয়া মিন আমামী নূরান, ওয়া মিন খালফী নূরান, ওয়াজ‘আল লি ফী নাফসী নূরান, ওয়া ‘আ‘যিম লি নূরান

‘অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে আলো (নূর) সৃষ্টি করে দাও, আমার দৃষ্টিশক্তিতে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার পিছন দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার সামনের দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার উপর দিক থেকে আলো সৃষ্টি করে দাও এবং আমার নীচের দিক থেকেও আলো সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে নূর বা আলো দান করো’।(মুসলিম হা/৭৬৩)

৬. ওযূ করে মসজিদ অভিমুখে গমন করা :

মসজিদে গমনের অন্যতম আদব হ’ল বাড়ী থেকে পবিত্র হয়ে তথা ওযূ করে মসজিদে যাওয়া।সুন্দররূপে ওযূ করে মসজিদে যাওয়া উত্তম স্বভাব। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ تَطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ لِيَقْضِىَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

‘যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে পাক-পবিত্র হয়ে অর্থাৎ ওযূ করে কোন ফরয ছালাত আদায় করার জন্য হেঁটে আল্লাহর কোন ঘরে অর্থাৎ কোন মসজিদে যায় তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি পাপ ঝরে পড়ে এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়’।(মুসলিম হা/৬৬৬ [১৫৫৩])

রাবী মাসউদ রাঃ বলেন) আমরা মনে করি যার মুনাফেকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফেক ছাড়া কেউই জামা‘আতে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা‘আতে উপস্থিত হ’ত, যাকে দু’জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে ছালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ’ত’।

৭. মসজিদে গমনকালে ধীর-স্থিরভাবে চলা :

ছালাতের জন্য মসজিদে গমনকালে তাড়াহুড়া না করে ধীরে-সুস্থে যাওয়া উত্তম। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوْا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا-

যখন তোমরা এক্বামত শুনতে পাবে, তখন ছালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে’।(বুখারী হা/৬৩৬; মুসলিম হা/৬০৪)

তিনি আরো বলেন,

إِذَا أُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ

‘ছালাতের এক্বামত হ’লে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। তোমাদের জন্য আবশ্যক হ’ল স্থিরতা অবলম্বন করা’।(বুখারী হা/৬৩৮)

হাসান (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ قَالَ فَرَكَعْتُ دُوْنَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

'একদা আল্লাহর নবী রুকূতে থাকাবস্থায় তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কাতারে না পৌঁছেই রুকূ' করে নিলাম। নবী করীম (ছাঃ) (আমাকে) বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন, তবে পুনরায় এরূপ করো না'।(আবু দাউদ হা/৬৮৩-৬৮৪ সনদ ছহীহ)

৮. আগে আগে ছালাতে আসা :

আগে আগে মসজিদে এসে ছালাতের জন্য অপেক্ষা করাই মসজিদের আদব। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ولو يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إلَيْه ،

'যদি তারা জানত যে আগে আসার ছওয়াব কী? তবে অবশ্যই তারা তাতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ'ত'।(বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; ইবনে হিববান হা/২১৫৩)

জুম'আর ছালাতে আগে আসার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنابَةِ ثُمَّ راحَ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الثّانِيَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الثّالِثَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أقْرَنَ، ومَن راحَ في السّاعَةِ الرّابِعَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ دَجاجَةً، ومَن راحَ في السّاعَةِ الخامِسَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإذا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ،

'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং ছালাতের জন্য (মসজিদে) আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে

আগমন করে সে যেন একটি গরু কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল (তথা আল্লাহর রাস্তায় ছাদাক্বা করল)। পরে ইমাম যখন খুৎবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ যিকর (খুৎবা) শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকেন’।(বুখারী হা/৮৮১; মুসলিম হা/৮৫০; আবূদাঊদ হা/৩৫১; তিরমিযী হা/৪৯৯; আহমাদ হা/৯৯৩৩)

আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

من غسَّل يومَ الجمعةِ واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركبْ، ودنا من الإمام، واستمع، وأنصت، ولم يَلْغُ، كان له بكلِّ خطوةٍ يخطوها من بيتِه إلى المسجدِ، عملُ سَنَةٍ، أجرُ صيامِها وقيامِها،

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করবে এবং করানোর ব্যবস্থা করবে, সকাল সকাল প্রস্তুত হবে, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে ও ইমামের খুৎবা শুনবে ও চুপ থাকবে, অনর্থক কিছু করবে না, তার জন্য তার বাড়ী থেকে মসজিদ পর্যন্ত প্রত্যেক কদমে এক বছরের আমলের নেকী হবে। অর্থাৎ এক বছর দিনে ছিয়াম পালন এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার নেকী হবে’।(আবূদাঊদ হা/৩৪৫; তিরমিযী হা/৪৯৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪০৫)

সুতরাং উক্ত ছওয়াব পাওয়ার জন্য অবশ্যই আগে আগে মসজিদে গমন করতে হবে।

৯. পথে আঙ্গুল না মটকানো :

কা‘ব ইবনু উজরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة ،

‘তোমাদের কেউ উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হ’লে সে যেন তার দু’হাতের আঙ্গুল না মটকায়। কেননা সে তখন ছালাতের মধ্যেই থাকে (অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তাকে ছালাত আদায়কারী হিসাবেই গণ্য করা হবে)।(আবূদাঊদ হা/৫৬২; তিরমিযী হা/৩৮৬)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

‘যখন তোমাদের কেউ তার গৃহে ওযূ করে, অতঃপর মসজিদে আসে সে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ছালাতের মধ্যেই থাকে। সুতরাং তুমি এরূপ করবে না। আর তিনি তার আঙ্গুলসমূহ জড়ালেন’।(ছহীহ ইবনে খুযাইমা হা/৪৩৮; হাকেম হা/৭৪৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৪৫; ছহীহ তারগীব হা/২৯৩)

১০. ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা :

রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক ভাল কাজের শুরু ডান দিক দিয়ে করতেন। এমনিভাবে মসজিদে প্রবেশের সময়ও ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতেন। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ.

নবী করীম (ছাঃ) নিজের সমস্ত কাজ ডানদিক হ’তে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। তাহারাত অর্জন, মাথা আচঁড়ানো এবং জুতা পরার সময়ও’।(বুখারী হা/৪২৬)

এ হাদীছের শিরোনামে ইমাম বুখারী (রহঃ) এভাবে বলেছেন,

باب التيمن في دخول المسجد وغيره ‘মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক হ’তে শুরু করা অধ্যায়’।

ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) (মসজিদে) প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং বের হবার সময় প্রথম বাম পা দিয়ে শুরু করতেন।(বুখারী হা/৪২৬ এর শিরোনাম দ্রঃ)

১১. মসজিদে প্রবেশের দো'আ পাঠ করা :

রাসূল (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশের সময় বেশ কয়েকটি দো'আ পাঠ করতেন। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

'আমি মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি সর্বদা রাজত্বের এবং মর্যাদাপূর্ণ চেহারার অধিকারী'।(আবূদাঊদ হা/৪৬৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৭৪৯)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে,
اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও'।(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩, 'মসজিদ ও ছালাতের অন্যান্য স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)

ফাতেমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন,

بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

‘আল্লাহর নামে (প্রবেশ) এবং আল্লাহর রাসূলকে সালাম। হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন’।(আলবানী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৭১; তিরমিযী হা/৩১৪)

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দো‘আ পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .َ

‘তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন এই দো‘আ পড়ে ‘আল্লা-হুম্মাফতাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিকা’। অর্থ- হে আল্লাহ্! তুমি আমার উপর তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও’। আর যখন বের হয় তখন বলবে, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা। অর্থ- ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি’।(মুসলিম হা/৭১৩ [১৬৮৫]; মিশকাত হা/৭০৩)

১২. সালাম দিয়ে প্রবেশ করা :

যিনি মসজিদে প্রবেশ করবেন তিনি সালাম প্রদানের মাধ্যমে প্রবেশ করবেন। কেউ সালাম দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলে ছালাতরত ব্যক্তি মুখে সালামের উত্তর না দিয়ে নিজ আঙ্গুল, হাত বা মাথা দিয়ে ইশারা করে সালামের জবাব দিতে পারেন। ছুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً . قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থায় আমি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তাঁকে সালাম দেই। অতঃপর তিনি ইশারা করে আমাকে উত্তর দেন’।(আবূদাঊদ হা/৯২৫)

তিরমিযীতে অতিরিক্ত হিসাবে বলা হয়েছে, তিনি আঙ্গুলের ইশারা দ্বারা সালামের জবাব দিলেন।(তিরমিযী হা/৩৬৭)

.১৩. ক্বিবলামুখী হয়ে বসা :

মসজিদের আরেকটি আদব হ'ল ক্বিবলামুখী হয়ে বসা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إنَّ لِكلِّ شيءٍ سَيِّدًا، وإنَّ سَيِّدَ المَجالِسِ قُبالَةَ القبلة ،ِ

'প্রতিটি বস্তুর একজন সরদার রয়েছে। আর মজলিস সমূহের সরদার হ'ল, ক্বিবলাকে সামনে রেখে বসা'।(ছহীহাহ হা/২৬৪৫; তাবারানী, মু'জামুল আওসাত ৩/২৫; ছহীহ তারগীব হা/৩০৮৫)

১৪. প্রথম কাতারে ইমামের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করা :

ছালাতে প্রথম কাতারে বসা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لو يعلمُ النّاسُ ما في النِّداءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثمَّ لم يجِدوا إلّا أن يستَهِموا عليهِ لاستَهموا ،

'যদি মানুষ জানত আযান ও প্রথম কাতারে কী আছে, তারপর লটারী ব্যতীত তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হ'ত, তবে তারা তা অর্জনের জন্য লটারী করত'।(বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; নাসাঈ হা/৫৪০)

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষদের জন্য প্রথম কাতারকে এবং নারীদের জন্য শেষের কাতারকে উত্তম বলেছেন।[26] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ رَأى في أصْحابِهِ تَأَخُّرًا فقالَ لهمْ: تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بي، ولْيَأْتَمَّ بكُمْ مَن بَعْدَكُمْ، لا يَزالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حتّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ. وفي رواية: رَأى رَسولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا في مُؤَخَّرِ المَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَه-ُ

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন একদল লোককে মসজিদের পিছনে অবস্থান করতে দেখে বললেন, তোমরা এগিয়ে আস এবং আমার অনুকরণ কর। আর তোমাদের পরে যারা আছে তারা তোমাদের অনুকরণ করবে। কোন গোষ্ঠী পিছনে অবস্থান করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পিছনেই রেখে দিবেন'।(মুসলিম হা/৪৩৮)

আজকাল আমাদের সমাজে এ আমলটির প্রতি অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। সবাই মসজিদের পিছনের কাতারে দাঁড়াতে পছন্দ করে, জোর করেও অনেককে সামানের কাতারে আনা যায় না। এ সকল লোকেদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ারী রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لا يزالُ قومٌ يتأخَّروْن عن الصفِّ الأوَّلِ حتى يُؤخِّرهمُ اللهُ في النّار ،ِ

'কোন সম্প্রদায় যখন প্রথম কাতারে প্রবেশ করা থেকে বিলম্ব করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করতে বিলম্ব করবেন'।(আবূদাঊদ হা/৬৭৯; ছহীহ তারগীব হা/৫১০; ছহীহুল জামে' হা/৭৬৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৮০৫)

১৫. তাহিইয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায় করা :

মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত, যাকে তাহিইয়াতুল মসজিদ বলে।

মসজিদে প্রবেশের পর আদব হ'ল, দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বসা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إذا دخل أحدُكم المسجِدَ، فلا يجلِسْ حتى يركَعَ ركعتين.ِ

‘তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দু’রাক‘আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে’।(ইবনু মাজাহ হা/১০১২; ছহীহ ইবনে হিববান হা/২৪৯৫)

আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

‘তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দু‘রাক‘আত ছালাত আদায় করে নেয়’।(বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪)

১৬. ইক্বামত হয়ে গেলে ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য ছালাত আদায় না করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إذا أُقِيمَتْ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتُوبة،ُ

‘ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ’লে উক্ত ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই’।(মুসলিম হা/৭১০; আবূদাঊদ হা/১২৬৬; নাসাঈ হা/৮৬৪)

অন্যত্র এসেছে,

إذا أُقيمَت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ قيل يا رسولَ اللهِ ولا ركعتَي الفجرِ قال ولا ركعتَي الفجر -ِ

‘যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয় তখন ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই। একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল ফজরের দুই রাক‘আত সুন্নাতও না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ফজরের দুই রাক‘আত সুন্নাতও না’।(বায়হাক্বী হা/৮৭২৮; ফাতহুল বারী ২/১৭৪; নায়লুল আওত্বার ৩/১০৩)

১৭. আযানের পরে মসজিদ থেকে বের না হওয়া :

বিনা ওযরে আযানের পরে মসজিদ থেকে বের হওয়া ঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلاَ يَخْرُجْ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ

'যখন মুওয়াযযিন আযান দেয়, তখন কেউ যেন ছালাত আদায় না করে মসজিদ থেকে বের না হয়'।(ছহীহুল জামে' হা/২৯৭; মিশকাত হা/১০৭৪, সনদ হাসান)

১৮. মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা :

নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

'যদি মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তির জানা থাকত যে, তার উপর কি পাপের বোঝা চেপেছে, তবে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকেও সে প্রাধান্য দিত। আবু নাছর বলেন, আমি জানি না তিনি চল্লিশ দিন, মাস নাকি বছর বলেছেন'।
(বুখারী হা/৫১০; মুসলিম হা/৫০৭; মিশকাত হা/৭৭৬)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرَّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

‘তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করতে চাইলে যেন সুৎরা সামনে রেখে ছালাত আদায় করে এবং এর নিকটবর্তী হয়। সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। অতএব যদি কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তাহ’লে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ সে একটা শয়তান’।(আবু দাউদ হা/৬৯৪-৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৯৫৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪১, ৬৫৩, সনদ ছহীহ)

১৯. মসজিদে কণ্ঠস্বর উচ্চ না করা বা শোর-গোল না করা :

মসজিদ ইবাদতের স্থান। সেখানে উচ্চকণ্ঠে কথা বলা ঠিক নয়, যাতে অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الْقِرَاءَةِ. أَوْ قَالَ فِى الصَّلاَةِ.

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে ই‘তিকাফকালে ছাহাবীদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত পড়তে শুনে পর্দা সরিয়ে বললেন, জেনে রেখ! তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় রবের সাথে গোপনে মুনাজাতে রত আছো। কাজেই তোমরা পরস্পরকে কষ্ট দিও না এবং পরস্পরের সামনে ক্বিরাআতে অথবা ছালাতে আওয়ায উঁচু করো না’।(আহমাদ হা/১১৯১৫; আবু দাউদ হা/১৩৩২; ছহীহাহ হা/১৫৯৭)

ইবনু ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনু আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত,

خَرَجَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল লোকের নিকট আগমন করলেন, সে সময় তারা ছালাত আদায় করছিল এবং উচ্চকণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করছিল। তা দেখে তিনি বললেন, ছালাত আদায়কারী ছালাতরত অবস্থায় তার প্রতিপালকের সাথে মুনাজাত করে। তাই

তার উচিত সে কিরূপে মুনাজাত করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অতএব একজনের কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ অন্যজনের কানে যেন না পৌঁছে’। (মুওয়াত্ত্বা হা/২৬৪; মিশকাত হা/৮৫৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭১৪; ছহীহাহ হা/১৬০৩)

অনুরূপভাবে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, গল্প-গুজব, হৈচৈ থেকে বিরত থাকা জরুরী। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالاَ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

আমি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমার দিকে একটা কাঁকর নিক্ষেপ করল। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)। তিনি বললেন, যাও, এ দু’জনকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তাদেরকে নিয়ে তাঁর নিকটে আসলাম। তিনি বললেন, তোমরা কারা? অথবা তিনি বললেন, তোমরা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন, তোমরা যদি মদীনার লোক হ’তে, তাহ’লে আমি অবশ্যই তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। কারণ তোমরা দু’জনে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ।(বুখারী হা/৪৭০)

২০. অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা :

মসজিদে অবস্থানকালে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। কারণ মানুষ যতক্ষণ মসজিদে থাকে ততক্ষণ ছালাতের মধ্যেই থাকে। সাহল বিন সা‘দ আস-সা‘দী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ،

'বান্দা যতক্ষণ মসজিদে ছালাতের জন্য অপেক্ষমান থাকে, ততক্ষণ সে ছালাতের মধ্যে বলে গণ্য হয়'।(বুখারী হা/১৭৬; মুসলিম হা/৬৩৯)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করে যতক্ষণ মুছল্লায় বসে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য নিমণরূপ দো'আ করতে থাকে,

اللَّهمَّ اغفِرْ له اللَّهمَّ ارحَمْه

'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করুন'।(নাসাঈ হা/৭৩৩; ছহীহ ইবনে হিববান হা/১৭৫৩)

২১. ছালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের না হওয়া :

ছালাত শেষ হবার সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের না হয়ে ছালাতের পরে বিভিন্ন তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা সুন্নাত। অনুরূপভাবে ফরয ছালাতের পরপরই সুন্নাতের জন্য না উঠে ছালাতের পরের যিকরগুলো পাঠ করা।

২২. বাম পা দিয়ে বের হওয়া :

ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করার ন্যায় বাম পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়াও মসজিদের অন্যতম আদব।

২৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ পাঠ করা :

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

যখন তোমাদের কেউ মসজিদ থেকে বের হবে, তখন যেন বলে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ-

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি’।(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩ ‘মসজিদ ও ছালাতের অন্যান্য স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ)

ফাতেমা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদ থেকে বের হ’তেন তখন বলতেন,

بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ -

‘আল্লাহর নামে (প্রস্থান করছি) এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি সালাম। হে আমার প্রতিপালক! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও’।(আলবানী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৭১; তিরমিযী হা/৩১৪)

২৪. জুনুবী, হায়েয ও নেফাসওয়ালীদের মসজিদে অবস্থান না করা :

গোসল ফরয হওয়ার পর জুনুবী অবস্থায় এবং হায়েয-নেফাস অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা সমীচীন নয়। এমর্মে হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন,

قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّى حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ

‘একদা নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমাকে মাদুরটি এনে দাও। আমি বললাম, আমি হায়েযা বা ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার হায়েয তোমার হাতে নেই’।(মুসলিম হা/২৯৮; আবু দাউদ হা/২৬১; মিশকাত হা/৫৪৯ ‘হায়েয’ অনুচ্ছেদ)

২৫. ময়লা-আবর্জনা দ্বারা মসজিদকে অপরিচ্ছন্ন করা থেকে বিরত থাকা :

ময়লা-আবর্জনা ফেলে মসজিদ নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآن.ِ

'এ মসজিদ সমূহে পেশাব ও ময়লা দ্বারা অপবিত্রকরণের কোন কাজ করা জায়েয নয়। বরং এটা শুধু আল্লাহর যিকির, ছালাত ও কুরআন পাঠের জন্য'।(বুখারী হা/১২২১; মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২)

অনুরূপভাবে থুথু ও কফ মসজিদে ফেলা নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

الْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

'মসজিদে থুথু ফেলা পাপ, তার প্রতিকার হ'ল তা মিটিয়ে ফেলা'। (বুখারী হা/৪১৫; মুসলিম হা/৫৫২; মিশকাত হা/৭০৮)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِىْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের কিবলার দিকের দেওয়ালে শিকনী বা থুথু অথবা কফ লেগে থাকতে দেখে তা খুচিয়ে উঠালেন'।(বুখারী হা/৪০৭; মুসলিম হা/৫৪৯; নাসাঈ হা/৭২৪)

অন্য হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّب ،َ

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহল্লায় বা জনবসতিপূর্ণ স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন'।(আবু দাউদ হা/৪৫৫; তিরমিযী হা/৫৯৪, সনদ ছহীহ)

২৬. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা ও হারানো জিনিস না খোঁজা :

মসজিদে বেচাকেনা করা ও হারানো জিনিস খোঁজা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا : لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا : لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ. َ

‘তোমরা মসজিদের ভিতরে কোন লোককে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তা‘আলা যেন তোমার ব্যবসায় কোন লাভ প্রদান না করেন। আর মসজিদের মধ্যে কোন লোককে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিতে দেখলে বলবে, তোমার হারানো জিনিসকে যেন আল্লাহ তা‘আলা ফিরিয়ে না দেন’।(তিরমিযী হা/১৩২১; মিশকাত হা/৭৩৩; ইরওয়া হা/১৪৯৫, হাদীছ ছহীহ)

২৭. মহিলাদের জন্য মসজিদে গমন ও কাতারবদ্ধ হওয়ার বিধান :

মহিলারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারে। তবে তাদের জন্য কিছু বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন

(ক) সুগন্ধি না মাখা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا .

‘তোমাদের মধ্যে কোন নারী মসজিদে গেলে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে’। (মুসলিম হা/৪৪৩ [১০২৫]; মিশকাত হা/১০৬০)

(খ) বেপর্দা হয়ে না আসা এবং সৌন্দর্য প্রকাশ না করা (নূর ২৪/৩০; আহযাব ৩৩/৩৩)।

(গ) পিছনের কাতারে দাঁড়ানো। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন,

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

‘ছালাতে পুরুষদের জন্যে সবচেয়ে উত্তম কাতার হ’ল প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হ’ল পিছনের কাতার। আর মহিলাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম কাতার হ’ল পিছনের কাতার এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হ’ল প্রথম কাতার’।(মুসলিম হা/৪৪০ [১০১৩]; মিশকাত হা/১০৯২)

জুম'আর দিনের আদব বা শিষ্টাচার

জুম'আর দিনের জন্য বিশেষ কিছু আদব রয়েছে। প্রত্যেক মুমিনের জন্য তা পালন করা যরূরী। এসব আদবের মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. গোসল করা : নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَه-ُ

'প্রত্যেক মুসলিমের উপর হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের একদিন সে গোসল করবে, তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে'।(বুখারী হা/৮৯৭; মুসলিম হা/৮৪৯ [২০০০]; মিশকাত হা/৫৩৯)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

'যে ব্যক্তি জুম'আর ছালাতে আসবে সে যেন গোসল করে'।(বুখারী হা/৮৯৪; মুসলিম হা/৮৪৪ [১৯৮৯])

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

'জুম'আর দিনে প্রত্যেক সাবালকের জন্য গোসল করা ওয়াজিব'।(বুখারী হা/৮৭৯; মুসলিম হা/৮৪৬ [২৬৬৫])

খ. ওযূ করে মসজিদ অভিমুখে গমন করা : নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

. 'যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং তা উত্তমরূপে করবে, অতঃপর জুম'আর ছালাতে যাবে ও চুপচাপ খুৎবা শুনবে, তাহ'লে তার এ জুম'আ হ'তে ঐ জুম'আ পর্যন্ত সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে, অধিকন্তু আরো তিন দিনের। আর যে ব্যক্তি খুৎবার সময় কঙ্কর নাড়ল সে অনর্থক কাজ করল'।(মুসলিম হা/৮৫৭ [২০২৫]; মিশকাত হা/ ১৩৮৩)

গ. নফল ছালাত আদায় করা ও চুপ করে বসে খুৎবা শ্রবণ করা : নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

লল

'যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাতে আসবে অতঃপর তার সাধ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করবে, তারপর ইমাম খুৎবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ করে থাকবে; অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করবে, তার এই জুম'আ ও পরবর্তী জুম'আর মাঝের পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে। এমনকি অতিরিক্ত আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করা হবে'।(মুসলিম হা/৮৫৬ [২০২৪]; মিশকাত হা/১৩৮২)

ঘ. সুন্দর কাপড় পরা ও সুগন্ধি মাখা : রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ لَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ حَتىَّ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ يَرْكُعُ مَا بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتىَّ يُصَلِّيَ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا.

'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে, তার কাছে সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করবে এবং উত্তম পোশাক পরিধান করবে অতঃপর সেখানে ধীরস্থিরভাবে গমন করবে, মহান আল্লাহর নির্ধারিত ছালাত আদায় করবে, কাউকে কষ্ট দিবে না এবং ইমামের খুৎবা থেকে ছালাত শেষ করা পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করবে তাহ'লে এটা তার জন্য (দুই

জুম‘আর মধ্যবর্তী গোনাহের) কাফফারা হবে’।(আহমাদ হা/২৩৬১৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/৬৮৮[১০৩৫])

ঙ. মেসওয়াক করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَة وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ الطِّيْبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْه .ِ

‘জুম‘আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির গোসল ও মিসওয়াক করা কর্তব্য। সামর্থ্য থাকলে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার করে’।(মুসলিম হা/৮৪৬ [১৯৯৭])

চ. সকাল সকাল মসজিদে গমন করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন ভালভাবে গোসল করে। অতঃপর সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে যায়, বাহনে নয় এবং ইমামের কাছাকাছি বসে ও মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শোনে, আর অনর্থক কিছু না করে, তার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের অর্থাৎ দিনে ছিয়াম ও রাতের বেলায় নফল ছালাতের সমান নেকী হয়’।(তিরমিযী হা/৪৯৬; আবু দাউদ হা/৩৪৫; নাসাঈ হা/১৩৮১, ১৩৮৪; ইবনু মাজাহ হা/১০৮৭; মিশকাত হা/১৩৮৮, হাদীছ ছহীহ)

অন্যত্র তিনি বলেন,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وفي رواية لمسلم فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوْا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر.َ

‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন জানাবাতের (অপবিত্রতার) গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং ছালাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুৎবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ যিকির শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম যখন বসে পড়েন তখন তারা এসব লেখা পুস্তিকা বন্ধ করে দেন এবং তাঁরা মসজিদে এসে যিকির শুনতে থাকেন’।(বুখারী হা/৮৮১,৩২১১; মুসলিম হা/৮৫০)

ছ. কারো ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে না যাওয়া : আবু যাহিরিয়্যাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ. وفي رواية: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ-

‘একদা জুম‘আর দিন এক ব্যক্তি লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। নবী করীম (ছাঃ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি বস, তুমি অন্যকে কষ্ট দিচ্ছ’।(আহমাদ, আবু দাউদ হা/১১১৮; নাসাঈ হা/১৩৯৯, সনদ ছহীহ)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, অনর্থক কাজ করছ’। (ইবনু মাজাহ হা/১১১৫, সনদ ছহীহ)
অর্থাৎ তুমি বিলম্বিত করেছ ও শেষে এসেছ।

উপসংহার : পরিশেষে বলব, মসজিদে গমনের জন্য উপরোক্ত আদবগুলো পালন করা মুমিনের জন্য আবশ্যক। এর মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি হাছিল হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে উক্ত কাজগুলো পালন করার তাওফীক দান করুন-আমীন!
(সূত্র : মাসিক আত তাহরীক)

মসজিদে বৈধ কাজ সমূহ

মসজিদ আল্লাহর ঘর, যেখানে মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন, রামাযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করে থাকেন। এছাড়াও কিছু কাজ রয়েছে, যা মসজিদের মত পবিত্র স্থানে করা বৈধ। যেমন-

(১) শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করা :

মসজিদ হ'ল শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম স্থান। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় বিষয়াবলী প্রতিদিন ইমামের কাছ থেকে শিক্ষা নিবেন এবং সে অনুযায়ী আমল করবেন। আবার ইমামগণও বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবেন। আবু ওয়াক্বিদ আল-লায়ছী (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْه". ُ

আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) একদা মসজিদে বসেছিলেন, তাঁর সাথে আরও লোকজন ছিল। এমতাবস্থায় তিনজন লোক আসল। তন্মধ্যে দু'জন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে এগিয়ে আসল এবং একজন চলে গেল। আবু ওয়াক্বিদ (রাঃ) বলেন, তাঁরা দু'জন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। অতঃপর তাদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়ল এবং অপরজন তাদের পেছনে বসল। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল। যখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) অবসর হ'লেন তখন (ছাহাবীদের লক্ষ্য করে) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব না? তাদের একজন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করল, আল্লাহ তাকে

আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করল, তাই আল্লাহ তার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করলেন। আর অপরজন (মজলিসে হাযির হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল, তাই আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন'।(বুখারী হা/৬৬; মুসলিম হা/৬১৭৬; আহমাদ হা/২১৯৬৬)

(২) বিচার-ফায়ছালা ও শারঈ সিদ্ধান্ত বা নছীহত করা :

কোন বিষয়ে মীমাংসার প্রয়োজন হ'লে অথবা কোন বিষয়ে সমাধান দিতে চাইলে মসজিদে বসেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা করতে পারবেন। আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ ـ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ ـ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ. فَقُلْنَا هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قَدْ أَجَبْتُكَ ". فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلاَ تَجِدْ عَلَىَّ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ " سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ ". فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ " اللَّهُمَّ نَعَمْ ". قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ " اللَّهُمَّ نَعَمْ ". قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ " اللَّهُمَّ نَعَمْ ". قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ نَعَمْ ". فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بِهَذَا .

তিনি বলেনঃ একদা আমরা মসজিদে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় প্রবেশ করল। মসজিদে (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে (বেঁধে) দিল। অতঃপর সাহাবীদের লক্ষ্য

করে বলল, 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ ব্যক্তি?' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা বললাম, 'এই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ফর্সা ব্যক্তিটিই হলেন তিনি।'

অতঃপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র!' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ 'আমি তোমার উত্তর দিচ্ছি? লোকটি বলল, 'আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না।' 'তিনি বললেন, 'তোমার যা মনে চায় জিজ্ঞেস কর।'

সে বলল, 'আমি আপনাকে স্বীয় প্রতিপালক এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতিপালকের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ্ কি আপনাকে সমগ্র মানবকুলের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন?' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমাযান) সিয়াম পালনের আদেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে আদেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সদাক্বাহ (যাকাত) আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দিতে?' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' অতঃপর লোকটি বলল, 'আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আপনি যা (যে শরী'আত) এনেছেন তার উপর। আর আমি আমার গোত্রের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইবনু সা'লাবা, বানী সা'আদ ইবনু বক্র গোত্রের একজন।'

মূসা ও 'আলী ইবনু আবদুল হামীদ (রহ.)....আনাস (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (বুখারী হা/৬৩; নাসাঈ হা/২০৯২-৯৩; ইবনু মাজাহ হা/১৪০২, আধুনিক প্রকাশনীঃ ৬২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬২)

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.

A

সূদ সম্পর্কিত সূরা বাক্বারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হ’লে নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে গিয়ে সেসব আয়াত ছাহাবীগণকে পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন।(বুখারী হা/৪৫৯; মুসলিম হা/১৫৮০; আহমাদ হা/২৬৪৩৪)

(৩) মসজিদে অবস্থান ও খাওয়া-দাওয়া করা :

অন্যান্য বৈধ কাজের ন্যায় মসজিদে অবস্থান করা ও খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِى الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ فَيَعُوْدُهُ مِنْ قَرِيْبٍ.

‘খন্দকের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীরে সা‘দ ইবনু মু‘আয (রাঃ) আঘাতপ্রাপ্ত হ’লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য মসজিদের ভেতর একটি তাঁবু টানালেন। যেন তিনি কাছ থেকে তাকে দেখতে পারেন’।(আবূদাঊদ হা/৩১০১, হাদীছ ছহীহ)

আর যারা ই‘তিকাফ করবে তারা মসজিদে অবস্থান করবে এবং মসজিদেই খাওয়া-দাওয়া করবে। এছাড়াও রামাযান মাসে মসজিদে ইফতারেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

(৪) প্রয়োজনীয় বৈধ কথা-বার্তা বলা :

যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীলসহ যে কোন বৈধ কথা-বার্তা মসজিদে বলা জায়েয। সিমাক (রহঃ) বলেন,

قلتُ لجابرِ بنِ سَمُرةَ أكُنتَ تجالسُ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ نعَم كثيرًا فَكانَ لا يقومُ من مصلّاهُ الَّذي صلّى فيهِ الغداةَ حتّى تطلُعَ الشَّمسُ فإذا طلَعت قامَ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

‘আমি জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্যে থাকতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অধিক সময় তাঁর সাহচর্যে ছিলাম। তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত ঐ স্থানেই বসে থাকতেন যেখানে তিনি ফজরের ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর সূর্যোদয় হ’লে তিনি উঠে যেতেন’।(মুসলিম হা/৬৭০; আবূদাঊদ হা/১২৯৪; তিরমিযী হা/৫৮৫)

জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فيضحكون ويبتسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.َ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে স্থানে ছালাত আদায় করতেন সূর্য পূর্ণভাবে উদয় না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান হ’তে উঠতেন না। সূর্য উদয় হ’লে উঠে দাঁড়াতেন। আর ইত্যবসরে কথাবার্তা বলতেন এবং জাহেলী যুগের কাজ-কারবারের আলোচনা করে ছাহাবাগণ হাসতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও মুচকি হাসতেন’।(মুসলিম, আবূদাঊদ হা/১২৯৪; মিশকাত হা/৪৭৪৭)

(৫) ঘুমানো :

বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে ঘুমানো যায়। আববাদ ইবনু তামীম (রঃ) তাঁর চাচা হ’তে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ،

‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মসজিদের মধ্যে চিৎ হয়ে এক পা অপর পায়ের উপর রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছি’।(বুখারী হা/৪৭৫; আবূদাঊদ হা/৪৮৬৬; মিশকাত হা/৪৭০৮)

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم .

‘আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় মসজিদে ঘুমাতাম। অথচ আমি তখন যুবক ছিলাম’।(বুখারী হা/৪৪০; নাসাঈ হা/৭২২; তিরমিযী হা/৩২১)

সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِنْسَانٍ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَاب.ِ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমাহ (রাযি.)-এর গৃহে এলেন, কিন্তু ‘আলী (রাযি.)-কে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতিমাহ (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেনঃ আমার ও তাঁর মধ্যে বাদানুবাদ হওয়ায় তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার নিকট দুপুরের বিশ্রামও করেননি। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেনঃ দেখ তো সে কোথায়? সে ব্যক্তি খুঁজে এসে বললোঃ হে আল্লাহর রাসূল, তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন, তখন ‘আলী (রাযি.) কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর শরীরের এক পাশের চাদর পড়ে গিয়েছে এবং তাঁর শরীরে মাটি লেগেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাঁর শরীরের মাটি ঝেড়ে দিতে দিতে বললেনঃ উঠ, হে আবূ তুরাব! উঠ, হে আবূ তুরাব!(বুখারী হা/৪৪১, আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪২২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪২৮)

অতএব বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে থাকা ও ঘুমানো যায়। তবে এক্ষেত্রে মসজিদের পবিত্রতার আদবগুলো যাতে লংঘিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৬) অমুসলিমদের প্রবেশ করা ও তাদেরকে বন্দি করে রাখা :

বিশেষ প্রয়োজনে অমুসলিম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতে পারে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، وَقُتَيْبَةُ - قَالَ قُتَيْبَةُ: - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَأَعَادَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَذَكَرَ مِثْلَ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ. فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ فِيهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَاقَ الْحَدِيثَ، قَالَ عِيسَى: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَقَالَ: ذَا ذِمٍّ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদ এলাকায় অশ্বারোহী কাফেলা পাঠালেন। তারা বনী হানীফাহ গোত্রের সুমামাহ ইবনু ইসাল নামক এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এলো। সে ইয়ামেনবাসীদের নেতা ছিলো। লোকটিকে মসজিদে নাববীর একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে বললেনঃ হে সুমামাহ! তোমার নিকট কি আছে? সে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে কল্যাণ আছে? আপনি আমাকে হত্যা করলে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করলেন যার রক্তের প্রতিশোধ নেয়া হবে। আর আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহলে একজন সম্মানী

লোককে অনুগ্রহ করলেন। আপনি সম্পদের আশা করলে যত ইচ্ছে চাইতে পারেন দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেন। পরবর্তী সকাল বেলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ হে সুমামাহ! তুমি তোমার সাথে কেমন আচরণের প্রত্যাশা করো? সে আগের মতই জবাব দিলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেন। তৃতীয় দিনের সকাল বেলায়ও সে একই জবাব দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সুমামাহকে ছেড়ে দাও। সে মসজিদের নিকটস্থ খেজুর বাগানে ঢুকে (কূপের পানিতে) গোসল করে মসজিদে এসে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। বর্ণনাকারী ঈসা বলেন, লাইস আমাদের জানিয়েছেন, সুমামাহ বললো, আপনি আমাকে হত্যা করলে একজন অপরাধীকেই হত্যা করলেন (সহীহ) (আবূদাঊদ হা/২৬৭৯; নাসাঈ হা/৭১২)

এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শয়তানকেও বন্দি করে রাখতে চেয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَةَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَذَعَتُّهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ - أَوْ كُلُّكُمْ - ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي . فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا " . وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاد. ٍ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, গত রাতে এক দুষ্ট জিন আমার ছালাত নষ্ট করার জন্য আমার উপর আক্রমণ করতে শুরু করল। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে শক্তি দান করলেন তাকে কাবু করার। আমি তাকে গলা টিপে ধরেছিলাম। আমার ইচ্ছে হ'ল তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে সকাল বেলা তোমরা সবাই

তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হ’ল আমার ভাই নবী সুলায়মানের দো‘আর কথা। তিনি দো‘আ করেছিলেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ،ْ

‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যা আমার পরে আর কেউ যেন না পায়’ (ছোয়াদ ৩৮/৩৫)।
অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা জিনটিকে (আমার হাতে) লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিলেন’।(মুসলিম হা/১০৯৬, ইসলামী ফাউন্ডেশন ১০৯০, ইসলামীক সেন্টার ১০৯৮)

(৭) অভাবী লোকদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা :

মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না আল-আনাযী (রহঃ) মুনযির ইবনু জারীর থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ، بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ " (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) وَالآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ) تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " . قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ - قَالَ - ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْء" . ٌ

আমরা ভোরের দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তার কাছে পাদুকাবিহীন, বস্ত্রহীন, গলায় চামড়ার আবা পরিহিত এবং

নিজেদের তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল লোক আসল। এদের অধিকাংশ কিংবা সকলেই মুযার গোত্রের লোক ছিল। অভাব অনটনে তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখমণ্ডল পরিবর্তিত ও বিষন্ন হয়ে গেল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বেরিয়ে আসলেন। তিনি বিলাল (রাযিঃ) কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রাযিঃ) আযান ও ইকামাত দিলেন। সালাত (সালাত/নামাজ/নামায) শেষ করে তিনি উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেনঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِیۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَ بَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيۡرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَ الۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا

"হে মানব জাতি! তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। ..... নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী"- (সূরা আন নিসা ৪ঃ ১)।

অতঃপর তিনি সূরা হাশরের শেষের দিকের এ আয়াত পাঠ করলেনঃ

اَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لۡتَنۡظُرۡ نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٍ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ভবিষ্যতের জন্য কী সঞ্চয় করেছে সেদিকে লক্ষ্য করে"- (সুরাহ আল হাশর ৫৯ঃ ১৮)।

অতঃপর উপস্থিত লোকদের কেউ তার দীনার, কেউ দিরহাম, কেউ কাপড়, কেউ এক সা' আটা ও কেউ এক সা খেজুর দান করল। অবশেষে তিনি বললেন, অন্ততঃ এক টুকরা খেজুর হলেও নিয়ে আসো। বর্ণনাকারী বলেন, আনসার সম্পপ্রদায়ের এক ব্যক্তি একটি বিরাট থলি নিয়ে আসলেন। এর ভারে তার হাত অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল কিংবা অবশ হয়ে গেল। রাবী আরো বলেন, অতঃপর লোকেরা সারিবদ্ধভাবে একের পর এক দান করতে থাকল। ফলে খাদ্য ও কাপড়ের দু'টি স্তুপ হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মুবারক খাটি সোনার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে হাসতে লাগল।

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করে সে তার এক কাজের সাওয়াব পাবে এবং তার পরে যারা তার এ কাজ দেখে তা করবে সে এর বিনিময়েও সাওয়াব পাবে। তবে এতে তাদের সাওয়াব কোন অংশে কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে (ইসলামের পরিপন্থী) কোন খারাপ প্রথা বা কাজের প্রচলন করবে, তাকে তার এ কাজের বোঝা (গুনাহ এবং শাস্তি) বহন করতে হবে। তারপর যারা তাকে অনুসরণ করে এ কাজ করবে তাদের সমপরিমাণ বোঝাও তাকে বইতে হবে। তবে এতে তাদের অপরাধ ও শাস্তি কোন অংশেই কমবে না। (মুসলিম হা/২২৪১; মিশকাত হা/২১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২২২০, ইসলামীক সেন্টার ২২২১)

(৮) কবিতা আবৃত্তি করা :

মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী হামদ-না'ত, কবিতা আবৃত্তি করা ও প্রয়োজনীয় কথা বলা জায়েয। জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

شهِدتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أكثَرَ مِنْ مِئةِ مَرَّةٍ فيْ المَسجِدِ، وَأصحابُهُ يَتَذاكَروْنَ الشِّعرَ، وأشياءَ مِن أمْرِ الجاهليَّةِ، فرُبَّما تَبَسَّمَ معهم،

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে শতাধিক বৈঠকে ছিলাম। সেসব বৈঠকে তাঁর ছাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলী যুগের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। তিনি সেগুলো চুপ করে শুনতেন এবং কখনো কখনো মুচকি হাসতেন'।(তিরমিযী হা/২৮৫০; আহমাদ হা/২০৮৮৫; ছহীহ ইবনে হিববান হা/৫৭৮১)

অন্য এক হাদিস সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর পক্ষ থেকে হাসসান বিন ছাবেতকে (কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের) জবাব দিতে বলেন এবং তার জন্য রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেন

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيْهِ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ

فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ

একদা ‘উমার (রাঃ) মসজিদে নববীতে আগমন করেন, তখন হাস্সান ইবনু সাবিত (রাঃ) কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। অতঃপর তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি; আপনি কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, ‘‘তুমি আমার পক্ষ হতে জবাব দাও। হে আল্লাহ! আপনি তাকে রুহুল কুদুস [জিব্রাঈল (আঃ)] দ্বারা সাহায্য করুন।’’ তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ ।(বুখারী হা/৩২১২; মুসলিম হা/২৪৮৫, আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৯৭২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৯৮২)

উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ) মসজিদে জাহেলী যুগেরও বাতিলপন্থীদের কবিতা আবৃত্তি করতে এবং কবিতা নিয়ে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করতে নিষেধ করতেন।

(৯) ছাদাক্বার মাল জমা রাখা :

মসজিদে ছাদাক্বার মাল রাখা জায়েয। যেমন ফিৎরার চাল, যাকাতের সম্পদ অথবা আল্লাহর নামে মান্নতের জিনিস। আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُذْ فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ.

নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বাহরাইন হ'তে কিছু সম্পদ আসলো। তিনি বললেন, এগুলো মসজিদে রেখে দাও। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ যাবত যত সম্পদ আনা হয়েছে তার মধ্যে এ সম্পদই ছিল সবচেয়ে বেশী। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ছালাতের জন্য চলে গেলেন। এর দিকে দৃষ্টি দিলেন না। ছালাত শেষ করে তিনি সম্পদের নিকটে গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু সম্পদ দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে আববাস (রাঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও আকীলের (এ দু'জন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েদী ছিলাম) পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিয়ে যাও। তিনি কাপড় ভর্তি করে নিলেন। অতঃপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বললেন, না। আববাস (রাঃ) বলেন, তাহ'লে আপনি নিজেই তা তুলে দিন। তিনি বললেন, না। তখন আববাস (রাঃ) তা থেকে কিছু সম্পদ রেখে দিলেন। অতঃপর পুনরায় তা তুলতে চেষ্টা করলেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়। তিনি বললেন, না। আববাস (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আপনি তুলে দিন। তিনি বললেন, না। অতঃপর আববাস (রাঃ) আরো কিছু সম্পদ নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি উঠাতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাসূল (ছাঃ) তার এই লোভ দেখে এতই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি আববাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি চোখের আড়াল হ'লেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সেখানে একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত উঠলেন না।(বুখারী হা/৪২১; আবূদাঊদ হা/৩১০১; নাসাঈ হা/৭১০)

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে দান-ছাদাক্বার মাল জমা করা ও বণ্টন করা যাবে।

মসজিদ সংশ্লিষ্ট অবৈধ কাজসমূহ

মসজিদ কেন্দ্রিক অনেক অবৈধ কাজ রয়েছে। যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। নিম্নে কতিপয় উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) কবরকে মসজিদ বানানো :

বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক মসজিদের পার্শ্বেই কবর রয়েছে। কোন কোন মসজিদের নীচেও কবর রয়েছে। আবার কোন কোন কবরকে পাকা করে লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, যা ইসলামে হারাম। এমনকি মসজিদে কবর থাকলে সেখানে ছালাত নিষিদ্ধ।

আবূ সাঈদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبُرَةَ"

.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেবলমাত্র গোসলখানা ও কবরস্থান ছাড়া সমগ্র জমিনই মাসজিদ (তথা সালাতের স্থান হিসেবে গণ্য)(আবূ দাঊদ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মুত্যু শয্যায় বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارى، اتَّخَذُوْا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَساجِد،

'আল্লাহর অভিশাপ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে'।(বুখারী হা/১৩৯০; মুসলিম হা/৫২৯; মিশকাত হা/৭১২)

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন,

أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتا كَنِيسَةً رَأَيْنَها بالحَبَشَةِ فيها تَصاوِيرُ، فَذَكَرَتا للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ أُولَئِكَ إذا كانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصّالِحُ فَماتَ، بَنَوْا على قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فيه تِيكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القِيامَة .ِ

‘একদিন উম্মু হাবীবাহ ও উম্মু সালামা (রাঃ) তাঁর সাথে আলোচনা করলেন যে তাঁরা হাবশায় খৃষ্টানদের একটি গির্জা দেখে এসেছেন। সে গির্জায় নানা ধরনের চিত্র অংকিত রয়েছে। তারা দু’জন এসব কথা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, তাদের কোন নেককার লোক মারা গেলে তার কবরের উপর মসজিদ তৈরি করত এবং এসব ছবি অংকিত করে রাখত। এরাই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে’।(বুখারী হা/৩৮৭৩)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বলে আল্লাহর কাছে দো‘আ করতেন,

اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد،َ

‘হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থান বানিও না। আল্লাহর কঠিন রোষানলে পতিত হবে সেই জাতি, যারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে’।(মুয়াত্ত্বা মালিক হা/৪১৪; মিশকাত হা/৭৫০)

এমনকি অনেক কবরকে মাযার নাম দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সেখানে মানুষ মান্নত করে, সিজদা করে, সম্মান করে, গিলাফ পরায়, টাকা-পয়সা দেয় ইত্যাদি। এসবই ইসলামে হারাম ও সবচেয়ে বড় পাপ।

আবার অনেকে মসজিদের পাশে কবর দেওয়াকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা ও ফযীলতের কাজ মনে করেন। আরো ধারণা করেন যে, মুওয়ায্যিনের আযান ও মুছল্লীদের যাতায়াত নাজাতের কারণ হবে। যেমনটি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রিঃ) তার এক কবিতায় লিখেছেন,

'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।

যেন গোরে থেকেও মুওয়াযযিনের আযান শুনতে পাই।

আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই মুছল্লীরা যাবে,

পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে,

গোর আযাব থেকে এ গুনাহগার পাইবে রেহাই।

কত পরহেযগার খোদার ভক্ত নবীজির উম্মত,

সেই কুরআন শুনে যেন আমি পরাণ জুড়াই।

কত দরবেশ-ফকীর রে ভাই মসজিদের আঙিনাতে

আল্লাহর নাম যিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে।

আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নাম জপিতে চাই।

এসবই ভ্রান্ত আক্বীদা। কারণ মানুষ মারা গেলে দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক বন্ধ হয়ে যায়। দুনিয়ার কেউ মৃত ব্যক্তিকে কিছু শুনাতে পারবে না। আবার কবরবাসীও দুনিয়ার লোকদের কোন উপকার করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ

নিশ্চয় তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না, আর তুমি বধিরকে আহবান শোনাতে পারবে না, যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যায়।(নামল ২৭/৮০)

فَاِنَّكَ لَا تُسۡمِعُ الۡمَوۡتٰی وَ لَا تُسۡمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوۡا مُدۡبِرِیۡنَ ۝

নিশ্চয় তুমি মৃতকে শুনাতে পারবে না, না পারবে বধিরকে আহবান শুনাতে, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায়।
(রূম ৩০/৫২)

اِنۡ تَدۡعُوۡهُمۡ لَا یَسۡمَعُوۡا دُعَآءَکُمۡ ۚ وَ لَوۡ سَمِعُوۡا مَا اسۡتَجَابُوۡا لَکُمۡ ؕ وَ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ یَکۡفُرُوۡنَ بِشِرۡکِکُمۡ ؕ وَ لَا یُنَبِّئُکَ مِثۡلُ خَبِیۡرٍ ۝

যদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের ডাক শুনবে না; আর শুনতে পেলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শরীক করাকে অস্বীকার করবে। আর সর্বজ্ঞ আল্লাহর ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করবে না। (ফাতির ৩৫/১৪)

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদের সাথে কবরের কোন সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে কবরকে মসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে অথবা মসজিদকে কবর থেকে সরিয়ে নিতে হবে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আলহামদুল্লিাহ। বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, কবরের উপর মসজিদ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। আর মসজিদে কোন মাইয়েতকে দাফন করা যাবে না।(মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২২/১৯৪-৯৫ পৃঃ; আলবানী, তাহযীরুল সাজিদ ৪৫ পৃঃ;)

(২) হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া : মসজিদ হারানো জিনিস খোজার জন্য ব্যবহার করা যাবে না, এ ব্যাপারে হাদিসে নিষেধ রয়েছে। কারো কোন জিনিস হারিয়ে গেলে মসজিদে বা মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া জায়েয নয়।
আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم " مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا" .

রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শুনে অথবা দেখে যে, মসজিদে এসে কেউ তার হারানো জিনিস খুঁজছে, সে যেন বলে, তোমার হারানো জিনিস তুমি যেন না পাও আল্লাহ সেটিই করুন। কারণ হারানো জিনিস খোঁজার জন্য এ ঘর তৈরি করা হয়নি'।(মুসলিম হা/৫৬৮; আবূদাঊদ হা/৪৭৩; ইবনু মাজাহ হা/৭৬৭; মিশকাত হা/৭০৬)

বুরায়দাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

জনৈক ব্যক্তি মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করল। সে বলল, লাল বর্ণের উটের প্রতি কে ঘোষণা জানালো? অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন,

لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ،

'তুমি যেন (তোমার হারানো জিনিস) না পাও। কেননা মসজিদ তো মসজিদের কাজের জন্য বানানো হয়েছে'।(মুসলিম হা/১১৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৬৮)

(৩) মসজিদ নিয়ে গর্ব করা :

মসজিদ আল্লাহর ঘর। তাই মসজিদ নিয়ে বড়াই করা বা গর্ব করা উচিত নয়। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى يتبَاهى الناس في المساجد

'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, মানুষেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে'।(আবূদাঊদ হা/৪৪৯; নাসাঈ হা/৬৮৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯৫; মিশকাত হা/৭১৯)

(৪) ক্রয় বিক্রয় করা :

মসজিদ নির্মাণ করা হয়, আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, তাঁর যিকির করার জন্য ও আল্লাহর ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী পালনের জন্য। মসজিদ দুনিয়াবী কোন কাজের জন্য বানানো হয়নি। যেমন ক্রয়-বিক্রয় করা, বাযার বসানো ইত্যাদি। আমর ইবনু শু‘আয়ব (রহঃ) তার পিতা হ’তে, তার পিতা তার দাদা হ’তে বর্ণনা করেন যে,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুম‘আর ছালাতের পূর্বে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন। (আবূদাঊদ হা/১০৭৯; তিরমিযী হা/৩২২; মিশকাত হা/৭৩)

এমনকি কেউ বেচা-কেনা করলে লাভবান না হওয়ার জন্য দো‘আ করতে বলেছেন।(তিরমিযী হা/১৩২১; ইরওয়া হা/১২৯৫; মিশকাত হা/৭৩৩)

(৫) লাল বাতি জ্বালানো :

অনেক মসজিদে লাল বাতি লাগানো থাকে এবং নীচে লেখা থাকে ‘লাল বাতি জ্বলানো অবস্থায় সুন্নাত আদায় করা নিষেধ’। আর জামা‘আতের দুই/এক মিনিট পূর্বে লাল বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয় আর মুছল্লীগণ এ অবস্থায় সুন্নাত ছালাতের নিয়ত না করে বসে বসে ফরযের জন্য অপেক্ষা করেন। এটা শরী‘আত সম্মত নয়। বরং মুছল্লী যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই দুই রাক‘আত সুন্নাত আদায় করবে। সুন্নাত শেষ করার আগেই যদি মুওয়াযযিন ইক্বামত দেয় তখন মুছল্লী সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা‘আতে শরীক হবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلّا المَكْتُوبَة ،

‘যখন ইক্বামত দেওয়া হবে তখন ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই’।(মুসলিম হা/৭১০; আবূদাঊদ হা/১২৬৬)

(৬) অযথা গল্প-গুজব করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,
يأتي على النّاسِ زمانٌ يكونُ حديثُهم في مساجدِهم في أمرِ دنياهم، فلا تُجالِسوهم، فليس للهِ فيهم حاجةٌ

‘অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ মসজিদে বসে নিজেদের দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে। অতএব তোমরা এসব লোকদের গল্প-গুজবে বসবে না। আল্লাহ তা‘আলার এমন লোকের প্রয়োজন নেই’।(বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/২৯৬২; হাকিম হা/৭৯১৬; ছহীহাহ হা/১১৬৩; মিশকাত হা/৭৪৩)

(৭) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা :

মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা নিষেধ। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ قائِمًا في المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذا عُمَرُ بنُ الخَطّابِ، فَقالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بهِما، قالَ: مَن أنْتُما أوْ مِن أيْنَ أنْتُما؟ قالا: مِن أهْلِ الطّائِفِ، قالَ: لو كُنْتُما مِن أهْلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُما، تَرْفَعانِ أصْواتَكُما في مَسْجِدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

‘একদা আমি মসজিদে দন্ডায়মান ছিলাম, এমন সময় আমাকে একজন লোক কংকর মারলো। আমি দেখি তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)। তিনি আমাকে বললেন, যাও- ঐ দু’ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আসো। আমি তাদেরকে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের বা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা তায়েফের লোক। ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা মদীনার লোক হ’তে তাহ’লে আমি

তোমাদেরকে নিশ্চয়ই কঠিন শাস্তি দিতাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদে তোমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ?(বুখারী হা/৪৭০; মিশকাত হা/৭৪৪)

মসজিদে পাশ্ববর্তী মুছল্লীর অসুবিধা করে উচ্চৈঃস্বরে যিকির করা এমনকি কুরআন তেলাওয়াত করাও নিষেধ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ই‘তিকাফ করছিলেন। তিনি ছাহাবীদের শুনতে পেলেন তারা উচ্চ আওয়াযে কুরআন তেলাওয়াত করছে। তাদের তেলাওয়াত শুনে তিনি পর্দা খুলে বলেন,

إنَّ المصلِّيَ يُناجي ربَّهُ فلينظُرْ أحدُكُم بما يُناجي بِهِ ربَّهُ ولا يجهَرْ بعضُكُم على بعضٍ بالقراءة ،ِ

‘মুছল্লী তার প্রতিপালকের সাথে কানে কানে কথা বলে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য করে সে তার রবের সাথে কি বলছে। আর তোমাদের কেউ যেন একে অপরের উপরে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত না করে’।(আবূদাঊদ হা/১৩৩২; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭১৪)

(৮) কারুকার্য ও নকশা করা :

জমহুর ওলামায়ে কেরাম মসজিদ কারুকার্যমন্ডিত করাকে অপছন্দ করতেন। (ইবনে তায়মিয়া মাজমূ‘ ফৎওয়া ২/১৮)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

একদিন নবী করীম (ছাঃ) একখানা নকশা অংকিত কাপড়ে ছালাত আদায় করলেন এবং (ছালাত শেষে) বললেন,

شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ

'এ কাপড়ের নকশা ও কারুকার্য আমার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। এটা নিয়ে আবু জাহম-এর কাছে যাও এবং সাদামাটা মোটা চাদরখানা আমাকে এনে দাও'।(বুখারী হা/৭৫২; মুসলিম হা/১১২৫,)

ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عبَّاس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى

'মসজিদ সমূহকে উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, অবশ্যই তোমরা মসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে ইহুদী-খ্রিস্টানরা (গীর্জাকে) চাকচিক্যময় করেছে'।(আবূদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮)

(৯) মসজিদে লাল ও হলুদ রং ব্যবহার করা :

মুছল্লীদের ছালাতে বাধা সৃষ্টি করে এমন কোন কিছু মসজিদে স্থাপন করা যাবে না। এমনকি রঙের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা যরূরী। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন,

মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী। ওমর (রাঃ) মসজিদ নির্মাণের হুকুম দিয়ে বলেন, আমি লোকদেরকে বৃষ্টি হ'তে রক্ষা করতে চাই। মসজিদে লাল ও হলুদ রং লাগানো হ'তে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিতনায় ফেলবে'।(বুখারী হা/৪৬৬ এর আলোচনা দ্রঃ)

অনেকে মক্কা-মদীনার ভালেবাসার নিদর্শন হিসাবে মেহরাবের দুই পাশে কা'বা ও মাসজিদুল হারাম অথবা মসজিদে নববীর মিনারের ছবি ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি অনেকে মেহরাবের উপরে কালিমা তাইয়েবা বা কালিমা শাহাদত লিখে রাখেন। এটা

পরিহার করা জরুরী। কেননা এর ফলে ছালাতের সময় অনেকের মনোযোগ সেদিকে চলে যায়। যা ছালাতের খুশূ-খুযূতে বিঘ্ন ঘটায়।

(১০) জুম‘আর ছালাতের পূর্বে মসজিদে বৃত্তাকারে বসা :

জুম‘আর দিন ইমামের খুৎবার আগে কোন রকমের মজলিস কায়েম করা বা হালাকার ব্যবস্থা করা নিষেধ। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ،

‘রাসূল (ছাঃ) মসজিদে বেচা-কেনা করতে, হারনো বস্ত্ত তালাশ করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধ করেছেন জুম‘আর দিন ছালাতের পূর্বে মসজিদে গোল হয়ে বসতে’।(আবূদাঊদ হা/১০৭৯; তিরমিযী হা/৩২২; নাসাঈ হা/৭১৩)

অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে গোল হয়ে বসে কথা বলা যাতে, মুছল্লীদের ছালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

(১১) সহবাস করা :

মসজিদে স্বামী-স্ত্রী সহবাস করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ

‘আর তোমরা স্ত্রীগমন করো না যখন তোমরা মসজিদে ই‘তেকাফ অবস্থায় থাক’ (বাক্বারাহ ২/১৮৭)।

তবে মসজিদে ই‘তিকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা ও খোঁজ-খবর নেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

ছাফিয়া বিনতে হুই (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ই'তেকাফ অবস্থায় তাঁর খিদমতে উপস্থিত হ'তেন এবং কোন প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করার থাকলে তা জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। একদা রাত্রে যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর সাথে যান। কেননা তাঁর বাড়ী মসজিদে নববী হ'তে একটু দূরে ছিল। পথে দু'জন আনছার ছাহাবীর (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর স্ত্রী দেখে তাঁরা লজ্জিত হন এবং দ্রুত পদক্ষেপে চলতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা থামো এবং জেনে রাখো যে, এটা আমার স্ত্রী ছাফিয়া বিনতে হুই (রাঃ)। তখন তারা বলেন, সুবহানাল্লাহ (অর্থাৎ আমরা অন্য কোন ধারণা করতে পারি)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বলেন,

إنَّ الشَّيطانَ يجري مِنْ ابنِ آدمَ مجرى الدَّمِ وإنِّي خشيتُ أن يقذفَ في قلوبِكما شيئًا ،

'শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় রক্তের ন্যায় চলাচল করে থাকে। আমার আশংকা হ'ল যে, সে তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি করে করে দেয় কি-না'।(বুখারী হা/৩২৮১; মুসলিম হা/২১৭৫)

এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন আর আয়েশা (রাঃ) হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি হায়িয অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথা আঁচড়ে দিয়েছি।(বুখারী হা/৫৯২৫)

(১২) আল্লাহ ও মুহাম্মাদ লিখা :

অনেকে মসজিদের মেহরাবের ডানে ও বামে একপাশে আল্লাহ ও অপর পাশে মুহাম্মাদ লিখে রাখেন। এভাবে মসজিদের এক পাশে আল্লাহ অন্য পাশে মুহাম্মাদ লিখে রাখা

শিরকী আক্বীদার নামান্তর। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কেননা স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনো সমপর্যায়ভুক্ত নয়। আল্লাহ ও মুহাম্মাদ কখনো একই মর্যাদার অধিকারী নন। আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) হচ্ছেন আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা ও রাসূল। এছাড়াও অনেকে মসজিদের চারপাশে আল্লাহর গুণবাচক নাম, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, আয়াতুল কুরসী লিখে রাখেন, এগুলিও ঠিক নয়। আনাস (রাঃ) বলেন,

আয়েশা (রাঃ)-এর একটি পর্দা ছিল। তিনি সেটা দ্বারা তার ঘরের এক পাশ ঢেকে রেখেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বলেন,

أَمِيطِي عَنَّا قِرامَكِ هذا، فإنَّه لا تَزالُ تَصاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلاتِي،

'আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দাটা সরিয়ে নাও। কারণ ছালাতের মধ্যে এই ছবিগুলো আমার সামনে বারবার আসছে'।(বুখারী হা/৩৭৪; মিশকাত হা/৭৫৮)

(১৩) নিজের জন্য নির্দিষ্ট কোন জায়গা নির্ধারণ করা :

আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْر،

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন কাকের ঠোকরের মত (তাড়াতাড়ি) সিজদাহ করতে, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বাহু বিছাতে এবং উটের ন্যায় মসজিদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে নিতে'।(আবূদাঊদ হা/৮৬২; নাসাঈ হা/১১১১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৯)

(১৪) কাতারের মাঝখানে পিলার বা দেওয়াল রাখা :

বর্তমানে অনেক মসজিদের কাতারের মাঝখানে পিলার দেওয়া হয়, যা দু'জন মুছল্লীর মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করে, এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ। মু'আবিয়াহ ইবনু কুর্রা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كنا نُنهى أن نصُفَّ بين السَّواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

‘রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে নিষেধ করা হ’ত আমরা যেন খুঁটির মাঝে ছালাতের কাতার না করি’।(ইবনু মাজাহ হা/১০০২; ছহীহাহ হা/৩৩৫)

সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ স্থানসমূহ

যে সকল স্থানে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ :

পৃথিবীর সকল পবিত্র স্থানে সালাত আদায় করা গেলেও নিম্নের স্থানগুলিতে সালাত আদায় নিষিদ্ধ :

কবরস্থান ও গোসলখানা :
আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,
الاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّام ،َ

‘সমগ্র যমীনই মসজিদ (তথা ছালাতের স্থান) কেবলমাত্র কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত’।(আবূদাঊদ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭)

আবু মারসাদ আল গানাবী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,
তিনি বলেন,
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها

“তোমরা কবরে দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে না এবং তার উপর তোমরা বসবে না”।(মুসলিম:হাদিস নং ৯৭২)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر «

“তোমাদের কেউ অগ্নি কয়লার উপর বসার ফলে তার কাপড় পুড়ে আগুন চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া কবরের উপর বসা হতে উত্তম।(মুসলিম: জানায়েয অধ্যায়,হাদিস নং ৯৭২)

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

» اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا«ً

"তোমরা তোমাদের ঘরসমূহে তোমাদের সালাতের কিছু আদায় কর। ঘরকে কবর বানিও না"।(বুখারি, হাদিস নং ৪৩২। মুসলিম, হাদিস নং ৭৭৭)

ঘরে সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য নফল সালাত। কারণ, ফরয সালাত মসজিদে জামা'আতের সাথে আদায় করতে হয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী-

» ولا تتخذوها قبوراً

"তাকে তোমরা কবর বানিও না"। এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য, কবর সালাতের স্থান নয়। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহু এ হাদিস থেকে কবরসমূহের উপর সালাত আদায় করা মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করেন।(আল্লামা শাওকানী রহ এর নাইলুল আওতার, পৃ: ৬৭২/১)

উট বাঁধার স্থান :

উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করা যাবে না। বারা ইবনু আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَقَالَ " لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ " . وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ " صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ" . ٌ

'তোমরা উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করবে না। কারণ সেটি শয়তানের আড্ডাখানা। অতঃপর তাঁকে ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তোমরা তাতে ছালাত আদায় কর, কারণ তা বরকতময়'।(আবূদাঊদ হা/৪৯৩)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِيْ أَعْطَانِ الإِبِلِ،

'তোমরা বকরী ও উটের খোঁয়াড় ব্যতীত ছালাত আদায় করার কোন জায়গা না পেলে, বকরীর খোঁয়াড়ে ছালাত আদায় করতে পার, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে আদায় করবে না'।(তিরমিযী হা/৩৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৭৬৮)

আযাবের স্থান :

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আযাবের স্থানে ছালাত আদায় করা যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'হিজ্র' নামক স্থান অতিক্রম করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন লোকদের আবাস স্থল প্রবেশ করো না যারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে। প্রবেশ করলে, ক্রন্দনরত অবস্থায়, যেন তাদের প্রতি যে বিপদ এসেছিল তোমাদের প্রতি সে রকম বিপদ না আসে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনের উপর আরোহী অবস্থায় নিজ চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে নিলেন।'(বুখারি হা/৪৩৩, ৩৩৮০)

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ.

যখন নবী (ছাঃ) হিজর (ছামূদ গোত্রের বস্তি) অতিক্রম করেন, তখন তিনি বললেন, যারা নিজ আত্মার উপর অত্যাচার করেছিল তাদের আবাসস্থলে কান্নাকাটি ব্যতীত প্রবেশ কর না যাতে তোমাদের প্রতি শাস্তি আপতিত না হয়, যা তাদের প্রতি হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করলেন এবং অতি দ্রুতবেগে চলে উক্ত উপত্যকা অতিক্রম করলেন।(বুখারী হা/৪৪১৯)

বিদ্বানগণের ঐক্যমতে আযাবের স্থানে ছালাত আদায় নিষিদ্ধ। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

গযবের স্থানে ছালাত আদায় করা সকলের ঐক্যমতে হারাম।(আল-মাজমূ‘ ৩/১৬৯; শারহুল মুমতে‘ ২/২৩৭-৬০)

ব্যস্ত রাস্তায় সালাত আদায় করা :

ব্যস্ত রাস্তা যেখানে যানবাহন চলাচল করে সেখানে মানুষকে কষ্ট দিয়ে সালাত আদায় না করাই উত্তম। তবে যদি রাস্তার এক পাশে হয় এবং মানুষের চলাচলে অসুবিধা না হয় তাহ’লে সেখানে সালাত আদায় করা যাবে। এছাড়া পরিত্যাক্ত রাস্তায় সালাত আদায় করা যাবে। তাছাড়া জরুরী প্রয়োজন, যেমন জুম‘আ ও ঈদের সালাতে জায়গা সংকুলান না হ’লে রাস্তায় আদায় করা যাবে।(শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, প্রশ্নোত্তর নং ১৪০২০৮)

জনগণের চালাচলে বিঘ্ন না ঘটলে রাস্তায় সালাত আদায় করা যাবে। যেমন নিম্নের হাদীছে এসেছে,আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ " إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ". قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ".

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা রাস্তার মাঝে বসা সম্পর্কে সতর্ক হও। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাতে না বসে তো আমাদের উপায় নেই। আমরা তথায় (বসে) আলোচনা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি তোমাদের একান্তই বসতে হয়, তাহ'লে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করা'।(বুখারী হা/৬২২৯; আবূদাঊদ হা/৪৮১৫)

মসজিদের মধ্যে ইলমের মজলিশ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিস বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»من نَفَّسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نَفَّسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهَّل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه «

"যে ব্যক্তি কোন মুমিন থেকে দুনিয়াবি একটি বিপদ দূর করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসের বিপদসমূহ হতে একটি বিপদ দূর করবে। আর যে ব্যক্তি কোন অভাবীকে সচ্ছল করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া আখিরাতে তাকে সচ্ছলতা দান করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ে দোষ-ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বান্দার সহযোগিতা করে যখন সে তার অপর ভাইয়ে সহযোগিতা করে। যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি রাস্তা সহজ করে দেবেন। কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আল্লাহর ঘরসমূহ হতে কোন ঘরে একত্র হয়, যাতে তারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে বা পরস্পর আলোচনা করে তাদের উপর সাকিনা নাযিল হতে থাকে, তাদেরকে রহমত ঢেকে রাখে এবং ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট যারা আছে, তাদের কাছে তাদের আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে নেয় না"।(মুসলিম হাদিস নং ২৬৯৯)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده «

“যখন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর যিকর করার জন্য কোন মজলিসে একত্র হয়, তখন ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখবে এবং রহমত তাদের ঢেকে ফেলবে, আর তাদের উপর সাকিনা নাযিল হতে থাকবে। আর আল্লাহ তা‘আলা তার দরবারের ফেরেশতাদের নিকট তাদের আলোচনা করবে”।(মুসলিম হাদিস নং ২৭০০)

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস যাতে বিভিন্ন ধরনের ইলম, মূলনীতি ও ইসলামী শিষ্টাচারের আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিমদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা ও তাদের বিভিন্ন উপকার যেমন, শিক্ষা দেয়া, অর্থের যোগান দেয়া, কোন ভালো কাজের প্রতি পথ দেখানো বা উপদেশ দেয়ার বিভিন্ন ফযিলত এখানে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়াও মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন করা, অভাবীদের সুযোগ দেয়া, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ফযিলত এ হাদিসে আলোচনা করা হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরীয়তের জ্ঞান লাভ করা জরুরি। হাদিসে মসজিদের কুরআন শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে একত্র হওয়ার ফযিলত আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যদি কুরআন শেখার উদ্দেশ্যে কোন মাদ্রাসায় বা ঘরে একত্র হয়, তাহলেও এ ফযিলত লাভ করা যাবে। দ্বিতীয় হাদিসটি এ কথার প্রমাণ। কারণ, তাতে কোন স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়নি বরং ব্যাপক রাখা হয়েছে। আর প্রথম হাদিসে খাস করাটা আকস্মিক। হাদিসে এ কথাটি স্পষ্ট করা হয়, যার আমল দুর্বল সে কখনো যারা আমলে সবল, তাদের মানে পৌঁছতে পারবে না। তাদের উচিত তার যেন তাদের বাপ-দাদার বংশ মর্যাদার উপর ভরসা না করে(সহীহ মুসলিমের উপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা। ২৪/১৭)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

خرج معاوية رضى الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله، قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: أما إني لم أَسْتَحْلِفْكُم تُهمةً لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه و سلم أقل عنه حديثاً مني، وإن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج على حلقةٍ من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنَّ به علينا، قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال:. « أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة »

অর্থ, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে একটি হালাকাতে উপস্থিত হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের এখানে কে বসিয়েছে, তারা বলল, আমরা আল্লাহর জিকির করার জন্য বসছি। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা শুধু এ জন্যই বসছ? তারা বলল, আল্লাহর কসম আমরা শুধু এ জন্যই বসছি। তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিকট কসম তোমাদেরকে অবিশ্বাস করি বলে চাইনি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনাকারী আমার থেকে এত কম আর কেউ নাই। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদের একটি হালকায় বের হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কোন জিনিস এখানে বসিয়েছে? উত্তরে তারা বলল, আমরা এখানে বসছি, আল্লাহর জিকির করার জন্য এবং আল্লাহ আমাদের ইসলামের প্রতি পথ দেখানো ও আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করছে তার উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা শুধু এ জন্যই এখানে বসছ? তারা বলল, আল্লাহর কসম আমরা শুধু এ জন্যই এখানে বসছি। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে অবিশ্বাস করি বলে তোমাদের নিকট কসম চাইনি। তবে আমার নিকট জিবরীল আ. এসেছিলেন। তিনি আমাকে সংবাদ দেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিয়ে ফেরেশতাদের মধ্যে গর্ব করেন (মুসলিম হাদিস নং ২৭০১)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلمّوا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم، ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك، ويكبرونك، ويحمدونك، ويمجدونك، قال: فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا، والله ما رأوك، قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة، وأشد لك تمجيداً، وأكثر لك تسبيحاً، قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة، قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها، قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً، وأعظم فيها رغبة، قال: فممَ يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار، قال: يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها، قال: يقول: فكيف لو رأوها؟

قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدّ منها فراراً، وأشد لها مخافة، قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم.(বুখারি,হাদীস ৬৪০৮)((

وفي لفظ مسلم: ((إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فُضُلا (সহীহ মুসলিমের উপর ইমাম নববীর ব্যাখ্যা ১৮/১৭।)

يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم، وحفَّ بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرَّقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال: فيسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم، من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض: يسبحونك، ويكبرونك، ويهللونك، ويحمدونك، ويسألونك... » الحديث. وفيه: « قد غفرت لهم، وأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا، قال: يقولون: رب فيهم فلان عبدٌ خطّاء إنما مرّ فجلس معهم، قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسُهم »

অর্থ, আল্লাহর কিছু ফেরেশতা আছে, তারা যমিনে ঘুরে ঘুরে যিকিরকারীদের অনুসন্ধান করেন। যখন তারা কোন সম্প্রদায়কে দেখতে পায় তারা আল্লাহর যিকর করছে। তখন তারা তাদের নিজেদের ডেকে বলে, আস, তোমরা তোমাদের যা দরকার তা পেয়েছ। তখন তারা তাদের ডানা দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত বেষ্টনী দেয়। তখন আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করে যদিও তিনি তাদের বিষয়ে সর্বজ্ঞ। আমার বান্দারা কি বলে? তারা উত্তর দেয়, তারা আপনার তাসবীহ বর্ণনা করে, আপনার বড়ত্ব বর্ণনা করে, আপনার মর্যাদা বর্ণনা এবং আপনার প্রশংসা করে। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ বলবে, তারা কি আমাকে দেখেছে? তারা বলল, না আল্লাহর কসম, তারা তোমাকে দেখেনি। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ বলবে, তারা যদি আমাকে দেখত, তাহলে কি অবস্থা হত? সে বলল, তারা বলল, যদি তোমাকে দেখত, তাহলে তারা তোমার ইবাদাত আরও বেশি করত, তোমার বড়ত্ব আরও বেশি আলোচনা করত এবং তোমার তাসবীহ আরও বেশি আলোচনা করত। তিনি বললেন, আল্লাহ বলবে, তারা আমার নিকট কি চায়? তারা আপনার নিকট জান্নাত চায়, তারা কি জান্নাত দেখছে? তারা বলবে না আল্লাহর কসম হে প্রভু! তারা জান্নাত দেখেনি। তখন আল্লাহ বলে, যদি তারা জান্নাত দেখত, তাহলে তারা কি

করত? তিনি বলেন, তারা বলবে, যদি তারা দেখত, তাহলে তারা অধিক লালায়িত হত এবং আরও কঠিন ভাবে তালাশ করত এবং আরও বেশি আগ্রহ করত। তিনি বলল, তারপর তারা কীসের থেকে আশ্রয় চায়? তিনি বললেন, তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়। তিনি বলেন, তারপর আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখছে? তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তিনি বলেন, তারা বলবে, না আল্লাহর কসম তারা জাহান্নাম দেখেনি। যদি দেখত তাহলে কি করত? তিনি বললেন, যদি তারা দেখত, তাহলে তারা আরও বেশি পলায়ন করত এবং আরও বেশি ভয় করত। তিনি বললেন, তখন আল্লাহ বলবে, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী বানাচ্ছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। বললেন, একজন ফেরেশতা বলবে, তাদের একলোক আছে, সে তাদের থেকে নয়। সে তার ব্যক্তিগত কাজে আসছে। আল্লাহ বলবেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় তাদের সাথে যারা বসে তারাও বঞ্চিত হয় না। মুসলিম শরীফের শব্দ নিম্নরূপ: আল্লাহ তা'আলার জন্য রয়েছে, চলমান অতিরিক্ত কতক ফেরেশতা তারা যিকিরের মজলিসসমূহ অনুসন্ধান করতে থাকে। যখন তারা কোন মজলিস পায় যেখানে যিকর হয়, তারা তাদের সাথে বসে পড়ে। তারা পরস্পর পরস্পরকে তাদের ডানা দ্বারা এমনভাবে বেষ্টন করে, যাতে তাদের মাঝে ও দুনিয়ার আকাশের মাঝে আর কোন ফাকা না থাকে। যখন যিকরের মজলিস শেষ হয়ে যায়, তারা উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং আকাশে আরোহণ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জিজ্ঞাসা করে, তিনি তাদের সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। তোমরা কোথায় থেকে আসছ? তারা বলবে, আমরা যমিনে তোমার কতক বান্দার নিকট থেকে আসছি, যারা তোমার তাসবীহ পাঠ করে, তোমার বড়ত্ব বর্ণনা করে, তোমার তাহলীল পাঠ করে, তোমার প্রশংসা করে এবং তোমার নিকট চায়। হাদিসে আরও বলা হয়, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম, তারা যা আমার কাছে চাইল, আমি তাই দিলাম, আমি তাদের মুক্তি দিলাম যা হতে তারা মুক্তি চায়। তিনি বলেন, তারা বলল, হে আমার রব! তাদের মধ্যে অমুক একজন বান্দা আছে সে পথ ভোলা, পথ দিয়ে যাচ্ছিল তাদের সাথে বসে পড়ছে। বলল, আল্লাহ বলবে, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম। তারা এমন সম্প্রদায় তাদের সাথে যে বসে সেও নৈরাশ হয় না।(মুসলিম, হাদিস নং ২৬৮৯)

আবু ওয়াকেদ আল-লাইসী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

بينما هو جالس في المسجد والناس معه، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه و سلم، فأما أحدهما فرأى فُرْجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهباً، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: « ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه »

"একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিল, আর লোকেরা তার সাথে আছে। তখন মসজিদে তিনজন লোকের আগমন ঘটল। তাদের দুইজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে আসল আর একজন চলে গেল। তিনি বলেন, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অবস্থান করল। তাদের একজন মজলিসে একটু ফাঁকা দেখল এবং সেখানে তারা বসে পড়ল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাদের পিছনে বসে পড়ল। আর তৃতীয় ব্যক্তি সে চলে গেল। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবসর হলেন, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের লোক তিনটি সম্পর্কে জানিয়ে দেব? তাদের একজন আল্লাহর দিকে জায়গা করে নিলো, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সে লজ্জা করল আল্লাহ তাকে লজ্জার বিনিময় দিল। আর তৃতীয় ব্যক্তি সে ফিরে গেল, আল্লাহ তা'আলাও তার থেকে ফিরে গেল"।(বুখারি হাদিস নং ৪৭৪)

এ হাদিসটির মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। অপরাধীদের অপরাধ ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া অপরাধ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে বৈধ। এটিকে গীবত বলা যাবে না। এখানে ইলম ও যিকরের হালকাসমূহে বসা এবং আলেম ও যিকরকারীদের সাথে মসজিদে বসার ফযিলত প্রমাণিত। আর এখানে লজ্জাকারীর প্রশংসা করা হয়েছে(হাফেজ ইবনে হাজরের ফতহুল বারী: ১৫৭)

আর মজলিস যেখানে শেষ হয় সেখানে বসার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। আমি ইমাম আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রাহিমাহুল্লাহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, এতে প্রমাণিত হয়, একজন আলেমের জন্য মসজিদে একাধিক হালাকা থাকা

জরুরি; যাতে মানুষ তার থেকে উপকার লাভ করে। এখানে আরও প্রমাণিত হয়, একজন তালেব এলেমের জন্য মজলিসের মধ্যে ফাঁকা থাকলে তাতে বসা ও প্রবেশ করা বৈধ।

উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم، ونحن في الصّفّة فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطْحَانَ أو العقيق فيأتي منه بناقتين كَوْمَاوِيْنِ في غير إثْمٍ ولا قطع رحمٍ؟» فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك، قال: « أفلا يغدو أحدُكُم إلى المسجد فيعلَمُ أو يقرأُ آيتين من كتاب الله تعالى، خير له من ناقتينِ، وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاثٍ، وأربعٌ خيرٌ له من أربعٍ، ومن أعدادهن من الإبل «

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হল, আর আমরা ছুফফাতে। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে পছন্দ করে, প্রতিদিন সকাল বেলা বুতহান অথবা আকীক বাজারে গিয়ে সেখান থেকে দুটি মোটা তাজা উট কোন প্রকার অন্যায় ও আত্মীয়তা ছিন্ন করা ছাড়া নিয়ে আসতে? আমরা বললাম হে আল্লাহর আমরা একে পছন্দ করি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কেন সকাল বেলা মসজিদে যাওনা এবং আল্লাহর কিতাব হতে দুটি আয়াত তিলাওয়াত করবে অথবা শিখবে। তা তোমাদের জন্য দুটি উট হতে উত্তম। আর তিনটি আয়াত তিনটি উট হতে উত্তম। আর চারটি চারটি হতে উত্তম। এবং তাদের সংখ্যা পরিমাণ উট হতে।(মুসলিম, হাদিস নং ৮০৩)

ইমাম কুরতবী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, হাদিসের উদ্দেশ্য হল, কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়া। আর তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এমন বস্তু দ্বারা যা তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। কারণ, তারা হল উটের অধিবাসী। অন্যথায় কুরআনের সামান্য একটু অংশ শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেয়ার সাওয়াব দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা হতে উত্তম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

» ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمٍ خير من الدنيا وما فيها«

"তোমাদের কারো তীরের গোলাকারটি অথবা তোমাদের পা রাখার জায়গাটি দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা হতে উত্তম"।(বুখারী হাদিস নং ৬৫৬৮)

নারীর মসজিদে নামাজ পড়া কতটুকু শরিয়তসম্মত?

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর যুগে নারীদের মসজিদে নামাজ পড়ায় নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তবে তাদের মসজিদে আসার জন্য কিছু শর্ত ছিল। যেমন

ক) সম্পূর্ণ আবৃত ও পূর্ণ শরীর ঢেকে বের হবে।

খ) সেজেগুজে খুশবু লাগিয়ে বের না হওয়া।

গ)বাজনাদার অলংকার, চুড়ি ইত্যাদি পরে আসতে পারবে না।

ঘ) অঙ্গভঙ্গি করে চলতে পারবে না।

ঙ) পুরুষদের ভিড় এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলবে।

চ) অপ্রয়োজনে কোনো বেগানা পুরুষের সঙ্গে কথা বলবে না। সর্বোপরি তাদের এই বের হওয়া ফেতনার কারণ হবে না। (সুনানে আবু দাউদ: ৫৬৫, আহকামুল কোরআন, থানভি: ৩/৪৭১, বাজলুল মাজহুদ: ৪/১৬১)

কিন্তু রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বিদায়ের পর সাহাবিরা নারীদের মসজিদে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে উপরোক্ত শর্তগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। এ প্রসঙ্গে হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ.

যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, নারীরা কী অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তাহলে বনী ইসরাঈলের নারীদের যেমন বারণ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন। (রাবী) ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ (রহ.) বলেন,) আমি 'আমরাহ্ (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হাঁ।(সহিহ বুখারি: ৮৬৯)

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাকার বদরুদ্দিন আইনি (রহ.) লিখেছেন, 'আয়েশা (রা.)-এর এই মন্তব্য তো রাসুলুল্লাহ (স.)-এর দুনিয়া থেকে বিদায়ের কিছুদিন পরের নারীদের সম্পর্কে। অথচ আজকের যুগের নারীদের উগ্রতা আর বেহায়াপনার

হাজার ভাগের এক ভাগও সে যুগে ছিল না। তাহলে এ অবস্থা দেখে তিনি কী মন্তব্য করতেন?' (উমদাতুল কারি: ৬/১৫৮)

এখানে কিছু মুসলিম ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নতকে ডিঙিয়ে কারো কথা মানা উচিত হবে না। নাউজুবিল্লাহ। এই চিন্তা তাদের অজ্ঞতার প্রতিফলন। সাহাবিদের সুন্নত কখনো হাদিসের বিরুদ্ধে যায় না, বরং আল্লাহ ও রাসুলের (স.) হক আদায়ে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ।

তাছাড়া মনে রাখতে হবে- হাদিস শরিফের পাশাপাশি সাহাবিদের আমলও দলিলরূপে গণ্য। কেননা তাঁরা ছিলেন সত্যের মাপকাঠি। রাসুল (স.) সুস্পষ্ট বলেছেন,

'তোমরা আমার পরে খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, যেমন মাড়ির দাঁত দিয়ে কোনো জিনিস মজবুতভাবে ধরা হয়।' (আবু দাউদ: ৪৬০৭)

হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) নিজ খেলাফত আমলে যখন মহিলাদের পরিবর্তিত অবস্থা দেখেন এবং ফেতনার আশঙ্কা দিন দিন বাড়তে থাকে, তখন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.), ইবনে মাসউদ ও ইবনুজ জুবায়ের (রা.)-সহ বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম নারীদের মসজিদে না আসার আদেশ জারি করলেন। অন্য সাহাবায়ে কেরামও এ ঘোষণাকে স্বাগত জানালেন। কেননা তাঁরা জানতেন—মহিলাদের মসজিদে আসতে নিষেধ করার মধ্যে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করা হয়নি; বরং তাঁর ইচ্ছারই প্রতিফলন হয়েছে।

এখন আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি যে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (রহ.) নিজ যুগ তথা হিজরি নবম শতাব্দীর নারীদের সম্পর্কে এ কথা বলেছেন। তাহলে আজ হিজরি পঞ্চদশ শতাব্দীতে সারা বিশ্ব যে অশ্লীলতার দিকে ছুটছে, বেপর্দার ছড়াছড়ি, মেয়েরা যখন পুরুষের পোশাক পরছে, পেট-পিঠ খুলে রাস্তাঘাটে বেড়াচ্ছে, ঠিক সে মুহূর্তে অবলা মা-বোনদের সওয়াবের স্বপ্ন দেখিয়ে মসজিদে আর ঈদগাহে টেনে আনার চেষ্টা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়।

অথচ এর জন্য দলিল দেওয়া হচ্ছে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর যুগের নারীদের দ্বারা। এ যুগের নারীরা কি সে যুগের নারীদের মতো? কখনও নয়। তা সত্ত্বেও সে যুগেই নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে কিভাবে এ যুগের নারীদের মসজিদে ও ঈদগাহে গিয়ে নামাজের জন্য উৎসাহ দেওয়া যায়?

নারীদের মসজিদে যাওয়ার হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা না জানার কারণেই মূলত বিপত্তিটা বেড়েছে। তাই এ সম্পর্কিত কিছু হাদিস ও তার ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো।

এক. হজরত ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ الله" . ِ

রাসুল (স.) বলেন, ‘আল্লাহর বান্দিদের আল্লাহর মসজিদ থেকে নিষেধ করো না।’ (সহিহ মুসলিম: ৪৪২; আবু দাউদ: ৫৬৬)

উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, ইসলামের প্রথম যুগে নারীরা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদের নিষেধ করা হতো না। ওই নির্দেশ সাময়িক ও শর্তসাপেক্ষ ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের কারণে ও শর্ত না পাওয়ার কারণে এখন নিষেধ করাটাই সুন্নত। কারণ রাসুল (স.)-এর যুগ অহি নাজিলের যুগ ছিল। তাই নারীরা যাতে বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ আয়াত ও শরিয়তের বিভিন্ন বিধান সরাসরি রাসূল (স.) থেকে ভালোভাবে শিখে নিতে পারেন, সেজন্য নারীদের মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু পরে এই প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাওয়ায় সাহাবায়ে কেরাম নিষেধ করে দেন।

আল্লামা ইবনে হাজর (রহ.) বলেন, এ হাদিসে যদিও স্বামীকে নিষেধ করতে বারণ করা হয়েছে, এ বারণ কঠোর নিষেধ নয়, বরং তা হলো সাধারণ নিষেধ। এজন্যই স্বামী অনুমতি দিলেও ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান ফেতনার আশঙ্কায় নারীদের মসজিদে আসা নিষেধ করতে পারবেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ: ৩/৮৩৬)

দুই. নারীদের মসজিদে যাওয়া সম্পর্কে দ্বিতীয় হাদিস হলো, উম্মে আতিয়া (রা.) বলেন,

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا بِأَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتْ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.

আমাদের আদেশ করা হয়েছে যে আমরা যেন ঋতুমতী পর্দানশিন নারীদেরও ঈদের ময়দানে নিয়ে যাই। যাতে তাঁরা মুসলমানদের জামাত ও দোয়ায় শরিক থাকতে পারেন। তবে ঋতুবতী নারীরা নামাজের জায়গা থেকে আলাদা থাকবে। জনৈকা সাহাবিয়া বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের অনেকের তো চাদরও নেই। রাসুল (স.) বললেন, তাকে যেন তার বান্ধবী নিজ চাদর দিয়ে সাহায্য করে। (সহিহ বুখারি: ৯৭৪)

ব্যাখ্যা: এখানেও আগের উত্তরটি প্রযোজ্য। আর তা হলো, নারীরা যাতে ঈদের দিনের যাবতীয় শরয়ি বিধান সরাসরি রাসুল (সা.) থেকে ও রাসুলের ঈদের খুতবায় যাবতীয় ওয়াজ-নসিহত ও মাসয়ালা-মাসায়েল ভালোভাবে শিখে নিতে পারে, সে জন্য রাসুল (সা.)-এর যুগে ঈদগাহে আসার অনুমতি ছিল। কিন্তু পরে এই প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাওয়ায় সাহাবায়ে কেরাম নিষেধ করে দেন।

ইমাম তাহাবি (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের জন্য ঈদগাহে যাওয়ার অনুমতি ছিল, যাতে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য দেখে ইসলামের দুশমনদের যেন চক্ষুশূল হয়। কিন্তু আজ যেহেতু সেই পরিস্থিতি নেই এবং সংখ্যাধিক্য দেখানোর জন্য পুরুষরাই যথেষ্ট, তাই ওই বিধানও প্রযোজ্য হবে না। (ফাতহুল বারি: ২/৪৭০)

আল্লামা ইবনুল হাজ মালেকি (রহ.) হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, বিধানটি রাসুল (সা.)-এর যুগের বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী যুগের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। (আল মাদখাল: ২/২৮৮)

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সময়ে নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়নি বলে এই যুগে নারীদের মসজিদে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করলে সাহাবিদের সুন্নতের অমর্যাদা করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّه". ِ

‘ওমর (রা.)-এর এক স্ত্রী (আতেকা বিনতে জায়েদ) ফজর ও এশার নামাজে জামাতের জন্য মসজিদে যেতেন। তাকে বলা হলো, ‘আপনি কেন নামাজের জন্য বের হন? অথচ আপনি জানেন যে হজরত ওমর (রা.) তা অপছন্দ করতেন ও আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী মনে করেন?’ তখন তিনি বললেন, ‘তাহলে ওমর কেন আমাকে সরাসরি নিষেধ করেন না?’ তখন বলা হলো যে রাসুল (স.)-এর বাণী রয়েছে—তোমরা আল্লাহর বান্দিদের আল্লাহর মসজিদ থেকে নিষেধ করো না—এ কথার কারণে তিনি সরাসরি নিষেধও করছেন না।’ (সহিহ বুখারি: ৯০০)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, স্ত্রী আতেকা বিবাহের সময় ওমর (রা.)-কে মসজিদে নববিতে গিয়ে নামাজের অনুমতি দেওয়ার শর্ত করেছিলেন, এ জন্য ওমর (রা.) অপছন্দ সত্ত্বেও স্ত্রীকে নিষেধ করতে পারছিলেন না (আল ইসাবাহ: ৮/২২৮)।

আবু আমর শায়বানি (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে দেখেছি, তিনি জুমার দিন নারীদের মসজিদ থেকে বের করে দিতেন এবং বলতেন, আপনারা বের হয়ে যান। আপনাদের ঘরই আপনাদের জন্য উত্তম। (আল মুজামুল কাবির: ৯৪৭৫)

আল্লামা হাইসামি (রহ.) বলেন, এ হাদিসের সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (সেকা)। (মাজমাউজ জাওয়াইদ: ২/৩৫)
হজরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.) তাঁর পরিবারের কোনো নারীকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার নামাজে যেতে দিতেন না (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা: ৫৮৪৬, হাদিসটি সহিহ)।

হজরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁর স্ত্রীদের ঈদগাহে বের হতে দিতেন না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা: ৫৮৪৫, হাদিসটি সহিহ)

তবে, ফিকাহবিদদের মতে, প্রথমদিকের কিছু ওলামায়ে কেরাম বৃদ্ধাদের জন্য মাগরিব ও এশার সময় ফেতনামুক্ত হওয়ার কারণে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। পরবর্তী ফিকাহবিদরা ফেতনার ব্যাপকতার কারণে যুবতী ও বৃদ্ধা সবার জন্য সব নামাজে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন। (শরহুস সগির: ১/৪৪৬; আল মাজমু: ৪/১৯৮; আল মুগনি: ২/১৯৩)

হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাদায়েউস সানায়েতে বলা হয়েছে—'যুবতী নারীদের মসজিদে যাওয়া ফেতনা। '
(বাদায়েউস সানায়ে: ১/১৫৬)

আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরি ও আল্লামা হাসকাফি (রহ.) বলেন, বর্তমান যুগে ফেতনার ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় ফতোয়া হলো—সব নারীর জন্যই সব নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাতে আদায় করা মাকরুহে তাহরিমি। (আল বাহরুর রায়েক: ১/৬২৭-৬২৮, আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩৮০)

অনেক ভাই বলে থাকেন যে, মক্কা-মদিনার হারামাইন শরিফে নারীরা মসজিদের জামাতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এখানে কেন নিষেধ হবে? এর উত্তর হলো—আসলে হারামাইনে কিছু বিশেষ প্রয়োজনের কারণে নারীদের জামাতে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তা হলো, নারীদের যেহেতু মক্কার মসজিদে হারামে তাওয়াফের জন্য আসতে হয় এবং মদিনার মসজিদে নববিতে জিয়ারতের জন্য তাঁরা এসে থাকেন।

এ অবস্থায় নামাজের আজান হয়ে গেলে আর বের না হয়ে তাঁরা মসজিদের জামাতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ওলামায়ে কেরাম এর অনুমতি দিয়েছেন। তবে শুধু কেবল জামাতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নারীদের হারামাইনে যাওয়ার অনুমতি নেই। বর্তমানে না জেনে অনেক মহিলা শুধু নামাজের জন্যই হারামাইনে উপস্থিত হয়ে থাকেন, তা ঠিক নয়। (ইলাউস সুনান: ৪/২৩১)

নারীদের নামাজসংক্রান্ত অসংখ্য হাদিস আছে, যেগুলোতে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঘরে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের মসজিদে আসতে নিরুৎসাহী করা হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا" .

'ক্ষুদ্র কক্ষে নারীদের নামাজ বড় কামরার নামাজের তুলনায় উত্তম। ঘরের নির্জন কোণে নামাজ ক্ষুদ্র কক্ষের নামাজের তুলনায় উত্তম।' (আবু দাউদ: ৫৭০)

অন্য বর্ণনায় হজরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নারীদের ঘরে নামাজ পড়া ঘরের বাইরে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম' (আল মু'জামুল আওসাত: ৯১০১)।

উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন,

'নারীদের নামাজের উত্তম জায়গা হলো তাদের ঘরের নির্জন কোণ।' (মুসনাদে আহমদ: ২৬৫৪২, হাদিসটি হাসান)

আবু হুমাইদ আল সাঈদি থেকে বর্ণিত,

একবার উম্মে হুমাইদ নামক একজন মহিলা সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি আপনার সঙ্গে নামাজ আদায় করতে আগ্রহী।' রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, 'আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে নামাজ আদায় করতে পছন্দ করো। কিন্তু তোমার জন্য বড় কামরার তুলনায় ঘরের অন্দরমহলে নামাজ পড়া উত্তম। আবার বড় কামরায় নামাজ পড়া উত্তম বারান্দায় নামাজ পড়ার চেয়ে। তোমার মহল্লার মসজিদের চেয়ে বারান্দায় নামাজ আদায় করা উত্তম। মহল্লার মসজিদ উত্তম, আমার মসজিদের (মসজিদে নববির) চেয়ে।' এ কথা শোনার পর উম্মে হুমাইদ (রা.) তাঁর ঘরের নির্জন স্থানে একটি নামাজের স্থান বানাতে নির্দেশ দিলেন। সেখানেই আজীবন

নামাজ আদায় করতে লাগলেন। এ অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। (মুসনাদে আহমদ: ২৭০৯০; সহিহ ইবনে খুজাইমা: ১৬৮৯, হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর মতে হাদিসটি হাসান। ফাতহুল বারি: ২/২৯০)

আব্বাস ইবন আব্দুল আযীম (রহঃ) ..... তারিক ইবন শিহাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا .

রাসুল (স.) বলেন, 'জামাতে জুমার নামাজ পড়া প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অকাট্য ওয়াজিব, তবে ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব নয়।' (আবু দাউদ: ১০৬৭ (হাদিসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম (রহ.)-এর শর্ত অনুযায়ী সহিহ; আল মুস্তাদরাক: ১/২৮৮)

উল্লিখিত হাদিসগুলো থেকে এ বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পুরুষদের দায়িত্ব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে পড়া, আর মহিলাদের দায়িত্ব হলো ঘরে নামাজ পড়া। এছাড়াও রাসুলুল্লাহ (স.)-এর যুগে মহিলাদের জন্য জামাতে শরিক হওয়া ওয়াজিব, সুন্নত বা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না; বরং শুধু অনুমতি ছিল। তবে সেটিও এমন, অপছন্দের সঙ্গে এবং শর্তসাপেক্ষে।

হজরত উম্মে হুমাইদ (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কথার ওপর আমল করার জন্যই মসজিদ ছেড়ে সারা জীবন বাড়ির নির্জন কক্ষে নামাজ আদায় করেছেন। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সকল নারীকেও সঠিক সুন্নতের উপর সারাজীবন আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

(সূত্র : Dakha Mail)

মসজিদের সাথে একজন মুসলিমের সম্পর্ক

মসজিদ আল্লাহ তাআলার ঘর। এতে তাঁর যিকির ও ইবাদত হয়। তাঁর বড়ত্ব ও মহিমার বর্ণনা হয়। তাঁর তাওহীদ ও রুবুবিয়াতের আলোচনা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

সেইসব গৃহে, যাকে মর্যাদা দিতে ও যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ আদেশ করেছেন। তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ করে সেইসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং নামায কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফেল করে না। (সূরা নূর ২৪ : ৩৬)

অন্যত্র বলেন,

আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস করে দেওয়া হত (খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের) উপাসনাস্থান, গির্জা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ, যাতে আল্লাহর যিকির করা হয় বেশি-বেশি...।(সূরা হজ্ব ২২ : ৪০)

যুহারর বিন হারব (রহঃ) ..... ইসহাকের চাচা আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، - وَهُوَ عَمُّ إِسْحَاقَ - قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَهْ مَهْ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ " . فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ " إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ " . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসে ছিলাম। এ সময় হঠাৎ এক বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল, তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাগণ থামো থামো' বলে তাকে প্রস্রাব করতে বাধা দিলেন। আনাস বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তাকে বাধা দিও না, বরং তাকে ছেড়ে দাও লোকেরা তাকে ছেড়ে দিল, সে প্রস্রাব সেরে নিল।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে ডেকে বললেনঃ এটা হলো মাসজিদ। এখানে প্রস্রাব করা কিংবা ময়লা আবর্জনা ফেলা যায় না। বরং এ হল আল্লাহর যিকর করা, সালাত আদায় করা এবং কুরআন পাঠ করার স্থান। অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটা যেভাবে বলেছেন তাই আনাস বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে এক বালতি পানি আনে আদেশ করলেন। সে এক বালতি পানি আনলে তিনি তা প্রস্রাবের উপর ঢেলে দিলেন।(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮৫)

পৃথিবীতে জায়গার কোনো শেষ নেই এবং সবখানে আল্লাহ তাআলার যিকির করা যায়। কিন্তু এসবের মধ্যে মসজিদ এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এতে শুধু তাঁর যিকিরই করা যায়। যিকির পরিপন্থী কোনো কিছু তাতে জায়েয নয়। এগুলো মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরিপন্থী। হাদীসে এসেছে,

যে ব্যক্তি মসজিদে কাউকে হারানো বস্তু সন্ধান করতে শোনে সে যেন বলে, আল্লাহ তোমার কাছে তা না ফেরান। কেননা মসজিদ এ কাজের জন্য বানানো হয়নি।(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৬৮)

এজন্য মসজিদ আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা এবং দিনরাত তাঁর রহমত নাযিলের ক্ষেত্র। হাদীসের ভাষায়

'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান বাজার।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৭১)

এ থেকেই উপলব্ধি করা যায়, মসজিদের সাথে মুমিনের কী গভীর সম্পর্ক থাকা উচিত এবং সেটা তার জন্য কী উপকারী ও কল্যাণকর!

বস্তুত মসজিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন আত্মিক প্রশান্তি লাভ, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও ঈমান-আমল উন্নত করার এক পবিত্র ও বরকতময় উপায়।

সুতরাং মুমিনের কর্তব্য, মসজিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং একে জ্ঞান ও আলো, হেদায়েত ও সফলতার কেন্দ্র মনে করা।

সম্পর্কের কিছু দিক

মসজিদের সাথে সম্পর্কের অনেক দিক আছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক আলোচনা করা হল১

এক. অন্তরগত সম্পর্ক

অন্তরগত সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আছে। যেমন-

(ক) মসজিদের স্বরূপ উপলব্ধি ও বিশ্বাস

আগে মসজিদের যে স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে সেটি গভীরভাবে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করা কর্তব্য। মসজিদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক নির্ভর করে এই উপলব্ধি ও বিশ্বাসের উপর। এটা যত গভীর ও আলোকিত হবে সম্পর্ক তত দৃঢ় ও সুন্দর হবে। তাই মসজিদের স্বরূপের যথার্থ উপলব্ধি ও বিশ্বাস অতি জরুরি।

আল্লাহর যিকিরের বিস্তৃত অর্থ ও নানা অধ্যায় এবং আল্লাহর যিকির পরিপন্থী বিষয়াদি সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন করা প্রয়োজন। যাতে মসজিদের হক আদায় হয় আর না-হক কাজ থেকে মসজিদ পবিত্র থাকে।

(খ) মসজিদের সার্বিক কল্যাণ কামনা

মসজিদের সার্বিক কল্যাণ কামনার অর্থ, প্রতিটি গ্রামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা হোক, এসব মসজিদ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হোক, মুসল্লী ও যিকিরকারী দ্বারা পরিপূর্ণ হোক এবং এর মাধ্যমে সবখানে হেদায়েতের আলো ছড়িয়ে পড়ুক এ প্রত্যাশা করা। এটা মসজিদের সাথে সম্পর্কের শুধু গুরুত্বপূর্ণ দিকই নয়, ঈমানের অংশ। পক্ষান্তরে মসজিদের কোনোরূপ অকল্যাণ কামনা এর প্রতি চরম বেআদবি ও কুফরের পরিচায়ক।

তামীম দারী রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

দ্বীন হল কল্যাণকামিতা। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কার কল্যাণকামিতা? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলমানদের ইমামদের এবং সকল মুসলমানের। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৫)

এখানে যেসব ক্ষেত্রে খুলূস ও কল্যাণকামিতাকে দ্বীন বলা হয়েছে তার মধ্যে সবার আগে রয়েছে আল্লাহ তাআলার প্রতি খুলূস ও কল্যাণকামিতা। আর এতে তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছু শরীক না করা যেমন রয়েছে তেমনি মসজিদের কল্যাণকামনাও। কেননা মসজিদ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা।

(গ) মসজিদের সাথে অন্তরের সম্পর্ক

কর্ম অবলম্বন শুধু মানবিক প্রয়োজনই নয়, হালাল পন্থায় হালাল কর্ম অবলম্বন ইসলামের এক ফরয বিধান। এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও যদি মসজিদের সাথে অন্তরের সম্পৃক্ততা থাকে, তবে তা অত্যন্ত মর্যাদার বিষয়। হাদীসে এসেছে,

সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। ন্যায়পরায়ণ ইমাম (বাদশাহ)। ঐ যুবক, যে তার প্রতিপালকের ইবাদতে লালিত-পালিত হয়। ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে (এখান থেকে বেরুবার পর থেকে আবার ফেরা পর্যন্ত)...। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩১)

মসজিদের সাথে অন্তর সম্পৃক্ত থাকার অর্থ, সে নামাযের সময়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকে। সময়মত মসজিদে গমন করে। নামাযের পর যখন মসজিদ থেকে বের হয় পরবর্তী নামাযের প্রতীক্ষায় থাকে। ফলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই সে স্বচ্ছন্দে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করতে সক্ষম হয়।

দুই. আমলগত সম্পর্ক

আমলগত সম্পর্কেরও বহু দিক আছে। যথা-

(ক) মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায়

নামায শুধু একটি ফরয বিধানই নয়, ঈমানের নিদর্শন এবং ইসলামের শিষ্ঠাচার। এজন্য প্রয়োজন ছিল তা প্রকাশ্যে সম্মিলিতভাবে আদায়ের ব্যবস্থা। এ জামাতের নামায বিধিবদ্ধ হওয়ার অন্যতম তাৎপর্য। আর এর জন্য জায়গা নির্বাচিত হয় মসজিদ। প্রত্যেক সুস্থ-সবল বালেগ পুরুষের কর্তব্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করা।

জামাতের ফযীলত ও উপকারিতা অনেক। এতে দৈনিক অন্তত পাঁচবার নিজের ঈমান-আমলের হিসাব নেওয়ার সুযোগ হয়। নিয়মিত নামায পড়ার সৌভাগ্য হয় এবং পারস্পরিক ঐক্য-সম্প্রীতি রক্ষার প্রেরণা জাগে ইত্যাদি।

হাদীসে এসেছে-

, একা নামাযের চেয়ে জামাতের নামাযের মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশি। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৫০)

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

যে সবচেয়ে দূর থেকে (মসজিদে) আসে তার নামাযের সওয়াব সবচেয়ে বেশি। তারপর যে তার চেয়ে কম দূর থেকে আসে। আর যে ইমামের সাথে নামায আদায়ের জন্য অপেক্ষা করে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি সওয়াব লাভ করবে যে নামায পড়ে ঘুমিয়ে যায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৬২)

এ থেকে বোঝা যায়, মসজিদ দূরে হলেও সেখানে গিয়েই নামায আদায় করতে হবে এবং দূরত্ব অনুযায়ী সওয়াবের পরিমাণও বেশি হবে।

অপর এক হাদীসে আছে,

ব্যক্তির জামাতের নামায ঘরে বা বাজারের নামাযের চেয়ে পঁচিশগুণ বেশি মর্যাদা রাখে। আর তা এ কারণে যে, সে যখন উত্তমরূপে অযু করে ঘর থেকে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যেই বের হয়, তার প্রতি কদমে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি আর একটি গুনাহ মাফ করা হয়। এরপর যখন সে নামায পড়ে তখন ফিরিশতারা তার জন্য দুআ করতে থাকে; যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে থাকে। তারা বলে, ইয়া আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করো, তার প্রতি রহমত নাযিল করো। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৪৭)

পক্ষান্তরে জামাতের ব্যাপারে কোনোরূপ অবহেলা অতি নিন্দনীয়। হাদীসে এ বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জান! আমার ইচ্ছে হয়, আমি লাকড়ি জমা করার নির্দেশ দেই। তারপর আযানের হুকুম করি। এরপর কাউকে ইমামতির আদেশ দেই।

আর আমি ঐ সব লোকের কাছে যাই, যারা নামাযে আসে না। অতঃপর তাদেরসহ তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেই। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৫১)

এ থেকে যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন যে, জামাতের ব্যাপারে অবহেলা করা কত ভয়াবহ! নবী-যুগে এটাকে মুনাফিকের আলামত মনে করা হত। কারণ মুনাফিক বা অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জামাতের নামায পরিত্যাগ করত না। বরং কোনো কোনো অসুস্থ ব্যক্তিও অন্যের কাঁধে ভর করে জামাতে অংশগ্রহণ করত। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৫৪)

(খ) তালীমের মজলিশে উপস্থিতি

মসজিদ শুধু নামায আদায় নয়, কুরআন-হাদীস, মাসআলা-মাসাইল ও ইসলমী শিক্ষা-নির্দেশনা শেখা- শেখানোরও জায়গা। নবী যুগ থেকে সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন ও পরবর্তী অনেক সময় পর্যন্ত এ কাজগুলো প্রধানত মসজিদেই সম্পন্ন হত। পরবর্তীতে এসবের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হলেও মসজিদে তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি এবং তা সমীচীনও নয়। কারণ মসজিদে উপস্থিতি এক স্বতন্ত্র আমল (দৈনিক অন্তত পাঁচবার)। তাই এর আগে বা পরে কিছু তালীম হওয়া শুধু সহজই নয়, বরকতময়ও বটে। হাদীসে এসেছে,

যখন কিছু লোক আল্লাহর কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে তাঁর কিতাব তিলাওয়াত করে, এর ইলম অর্জন করে এবং তা পরস্পর আলোচনা করে তখন তাদের উপর 'সাকীনা' নাযিল হয়, রহমত তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, ফিরিশতারা তাদের বেষ্টন করে ফেলে এবং আল্লাহ তাঁর কাছে যারা থাকেন তাদের সাথে তাদের আলোচনা করেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯২৭৪)

সুতরাং সকলের কর্তব্য মসজিদে তালীমের ব্যবস্থা করা এবং তাতে নিয়মিত উপস্থিতির চেষ্টা করা। আর এই তালীমে ব্যাপকতা কাম্য। তালীমে দ্বীন, তালীমে কুরআন, দরসে কুরআন, তালীমে সুন্নাহ, তালীমে হাদীস, তালীমে ফাযাইল, তালীমে মাসাইল ইত্যাদি।

(গ) মানুষকে মসজিদের দিকে আহ্বান

নামাযের জামাত ও তালীমের মজলিশে অধিক পরিমাণে মানুষের উপস্থিতি, পুরো এলাকায় হেদায়েতের আলো বিস্তার মসজিদ আবাদের অংশ। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি সামনে রাখা যায় :

১. আল্লাহর মসজিদ তো আবাদ করে তারাই, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। এরূপ লোকদের সম্পর্কেই আশা আছে যে, তারা হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা তাওবা (৯) : ১৮)

২. সূরা নূরের ৩৬ নং আয়াত, যা শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ 'সেইসব গৃহে, যাকে মর্যাদা দিতে ও যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ আদেশ করেছেন। তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ করে সেইসব লোক...'।

এ থেকে বোঝা যায়, প্রকৃত মসজিদ আবাদ কেবল বাহ্যিক কারুকার্যে নয়; বরং ক্রমাগত মুসল্লীর সংখ্যা-বৃদ্ধি, তাদের মধ্যে তাকওয়া ও খোদাভীতি সঞ্চার এবং সর্বত্র হেদায়েতের আলো ছড়িয়ে পড়া ইত্যাদিতে। এ কারণে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তা যদি মুসল্লীশূন্য হয়, তবে সেটা বিরান হিসেবেই গণ্য হয়।

মুফতী শফী রাহ. সূরা বাকারার ১১৪ নং আয়াত (অর্থাৎ যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয় এবং একে বিরান করার চেষ্টা করে...)-এর অধীনে লিখেছেন, '(এ থেকে) বোঝা গেল যে, মসজিদ বিরান করার যত পন্থা আছে সবই নিষিদ্ধ। এতে খোলাখুলিভাবে মসজিদ বিধ্বস্ত করা যেমন শামিল তেমনি এমন কোনো উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করাও শামিল, যাতে তা বিরান হয়ে যায়। মসজিদের বিরান এই যে, তাতে নামাযের জন্য মানুষজন আসে না বা কম হয়। কেননা মসজিদের প্রকৃত আবাদ প্রাচীর বা কারুকার্য দ্বারা নয়, আল্লাহর যিকিরকারীদের দ্বারা...।' (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ১/৩০০)

সুতরাং মসজিদের নির্মাণ ও উন্নয়নে যেমন চেষ্টা করা কর্তব্য তেমনি মানুষকে মসজিদমুখী করার ব্যাপারেও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি।

পক্ষান্তরে মানুষকে মসজিদবিমুখ করা কিংবা তাতে আসতে বা যিকির-ইবাদত করতে বাধা দেওয়া খুবই অন্যায় এবং জঘন্য ধৃষ্টতা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয় এবং একে বিরান করার চেষ্টা করে? অথচ এরূপ লোকদের জন্য তো সংগতই ছিল না যে, ভীত-বিহ্বল না হয়ে তাতে প্রবেশ করে। এরূপ লোকদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহা শাস্তি। (সূরা বাকারা (২) : ১১৪)

মসজিদে যিকির বা নামায থেকে বাধা দেওয়ার যেকোনো পন্থাই না-জায়েয। তার মধ্যে একটি পন্থা হচ্ছে মসজিদে যেতে বা তাতে যিকির-ইবাদত করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা। আরেকটি পন্থা হচ্ছে মসজিদে হট্টগোল বা আশেপাশে গান-বাজনা করে মানুষের নামায বা যিকিরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। এমনিভাবে নামাযের সময় যখন মুসল্লীরা নফল নামায বা তাসবীহ কিংবা তিলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল থাকে তখন মসজিদে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত বা যিকির করা, যাতে তাদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।এটাও এক ধরনের বাধা প্রদান। তবে মসজিদে যখন মুসল্লী না থাকে তখন উচ্চস্বরে যিকির বা তিলাওয়াত করতে কোনো অসুবিধা নেই। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ১/২৯৯)

(ঘ) মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। মসজিদের ক্ষেত্রে তা আরো জরুরি। মসজিদ ইসলামের অন্যতম শিআর এবং সম্মিলিত ইবাদতের জায়গা।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছি যে, তোমরা উভয়ে আমার ঘরকে সে সকল লোকের জন্য পবিত্র করো, যারা তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ করবে এবং রুকূ ও সেজদা করবে। (সূরা বাকারা (২) : ১৬৫)

এখানে বাহ্যিক নাপাকী ও ময়লা-আবর্জনা এবং বাতেনী নাপাকী যেমন কুফর, শিরক বিদাআত ইত্যাদি সব কিছু থেকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য।

আর আয়াতটি কাবা ঘরের ব্যাপারে নাযিল হলেও 'আমার ঘর' বাক্যটি এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, এ বিধান অন্যান্য মসজিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা সমস্ত মসজিদই তাঁর ঘর। (দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ১/৩২৩)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত

, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মহল্লায় মসজিদ বানাতে, তা পরিষ্কার রাখতে ও তাতে সুগন্ধি লাগাতে আদেশ করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৫৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১৬৩৪)

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

আমার উম্মতের ভালো-মন্দ সব আমলই আমার কাছে পেশ করা হয়। তাদের ভালো আমলগুলোর মধ্যে একটি পেয়েছি, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরানো। আর মন্দ আমলগুলোর মধ্যে একটি পেয়েছি, মসজিদে পড়ে থাকা থুথু পরিষ্কার না করা। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৫৪)

সুতরাং মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বিবেচনা করে এর জন্য আলাদা খাদেম রাখা উচিত। এক্ষেত্রে সকলের কর্তব্য মসজিদকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ

করা। এভাবে সকলেই মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। আর সরাসরি অংশগ্রহণ তো আরো সৌভাগ্যের বিষয়।

বড় বড় ক্ষেত্র না হয় বাদই, ছোট ছোটও এমন বহু ক্ষেত্র আছে যাতে স্বচ্ছন্দে সরাসরি অংশগ্রহণ করা যায়। যেমন কাগজের টুকরা পড়ে আছে, সেটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দেওয়া। কার্পেট বা তার উপরের চাদর এলোমেলো হয়ে আছে, তা ঠিক করে দেওয়া ইত্যাদি। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেকের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা যে, আমার দ্বারা যেন মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ক্ষুণ্ন না হয়।

(ঙ) ইতিকাফ

মসজিদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে ইতিকাফের সম্পর্ক সুগভীর। ইতিকাফের মধ্য দিয়ে বান্দা যে একাগ্রচিত্তে তার প্রতিপালকের যিকির-ইবাদতে মশগুল থাকার সৌভাগ্য অর্জন করে সেটার কোনো তুলনা হয় না। তার উপর তা যদি হয় রমযানুল মুবারকে তাহলে তো নূরুন আলা নূর!

যে খায়ের, বরকত ও ফযীলত নিয়ে রমযানুল মুবারাকের আগমন ঘটে, তা অর্জনের ক্ষেত্রে ইতিকাফের ভূমিকা অসাধারণ। রমযানুল মুবারকের এক বড় নিআমত লাইলাতুল কদর। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এটি রমযানের শেষ দশকেরই কোনো এক রাত। এজন্য শেষ দশকে সাধ্য মত পুরো রাত ইবাদতে কাটানোর বিশেষ নির্দেশ রয়েছে, যা অধিকতর সহজ হয় ইতিকাফের মাধ্যমেই।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদানী জীবনে এক বছর ছাড়া২ বাকি সব বছর ইতিকাফ করেছেন এবং উম্মতকেও এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এজন্য প্রতিটি মসজিদে অন্তত একজনের ইতিকাফ করা অবশ্যকর্তব্য। কেউ না করলে পুরো এলাকাবাসী সুন্নাতে মুআক্কাদা ছাড়ার গুনাহগার হবে।

(চ) আযান

আযান ইসলামের অন্যতম শিআর এবং পূর্ণাঙ্গ ও প্রভাবক এক আহ্বান। এতে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো তথা তাওহীদ, রিসালাত ও মসজিদে নামায আদায়ের আহ্বান রয়েছে। এ দিক থেকে মসজিদের সাথে আযানের সম্পর্ক বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ। মুমিনের কর্তব্য বিশুদ্ধ আযান শিক্ষা করা এবং সময়-সুযোগ হলে আযান দেওয়া। আর মুয়াযযিন হওয়ার সৌভাগ্য হলে তো কোনো কথাই নেই!

হাদীসে এসেছে,

কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনদের ঘাড় সকলের চেয়ে উঁচু হবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৮৭)

অন্য হাদীসে আছে,

মুয়াযযিনের দূর-আওয়ায মানুষ বা জিন কিংবা যেকোনো বস্তু শুনে, কিয়ামতের দিন সে তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০৯)

তিন. অর্থগত সম্পর্ক

প্রতিটি গ্রামে একটি মসজিদ আবশ্যক এবং তা এতটুকু প্রশস্ত ও উন্নত হওয়া উচিত যাতে এলাকাবাসী সকলেই স্বচ্ছন্দে ও প্রয়োজনীয় আরামের সাথে নামাযসহ মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আমল করতে সক্ষম হয়।

এর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব সরকারের। দ্বিতীয় পর্যায়ে জনগণের। প্রত্যেকের কর্তব্য নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মসজিদের নির্মাণ ও উন্নয়নে সহায়তা করা। যাতে যেসব গ্রামে মসজিদ নেই বা থাকলেও তেমন উন্নত নয় সেখানে একটি উন্নত মসজিদ নির্মাণসহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হয়। এটি অত্যন্ত সওয়াবের কাজ এবং সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে এসেছে,

যে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহর তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করবেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৫০)

(সূত্র : মাসিক আল কাউসার)